২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন

প্রণয়নে
শবনম মোস্তারী
যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক
২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন:

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা কৌশল, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং ফলাফল পরিমাপ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন।

এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনের দায়-দায়িত্ব প্রকল্প অফিসের এবং এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত বিষয়বস্তু, অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি প্রকল্প পরিচালকের। এই প্রতিবেদনে প্রযুক্তিগত বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনের গুণগত মানের জন্যও প্রকল্প পরিচালক সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করবে। মূল্যায়ন দ্বারা কোন অনিচ্ছাকৃত নেতিবাচক বা ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পর্কিত তথ্যের জন্য প্রকল্পের ই-মেইল: pddcdwa@gmail.com অথবা ফোন নম্বর: ০২-৫৫১৩৮৫৪০ তে প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করুন।

মূল্যায়নের সময়সীমা	:	ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে জুন ২০২০
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, দক্ষতা ও যোগ্যতা	:	শবনম মোস্তারী, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।
মূল্যায়ন পরিচালনাকারী সংস্থা	:	২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
চূড়ান্ত খসড়া	:	জুন-২০২২
প্রকাশকাল	:	জুন-২০২৩

মুখবন্ধ

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের পরিচর্যা ও শিক্ষা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ৪.২ অর্জন একটি ভিন্ন ধরনের কর্মসূচির দাবি করে যেখানে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সমস্যা এবং তার সমাধানগুলি সমন্বিত নীতি কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনয়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ প্রবর্তন করেছে যা একটি শক্তিশালী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থার দাবী রাখে। সময়ের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীর শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও পরিচর্যার উন্নতির লক্ষ্যে প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রকল্প মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে সার্বিক বাস্তবায়নের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়নের পর কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে এবং এর ফলাফলগুলি টেকসই করার জন্য কী কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণের জন্য প্রকল্পটির প্রস্তাব, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা পদ্ধতি এবং ফলাফল বিশদভাবে পরীক্ষা করে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের আলোকে প্রকল্পের ১ম ও ২য় সংশোধনী প্রস্তাব তৈরিসহ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রতিবেদনটি কার্যকরী সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। ফলশ্রুতিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের একটি উন্নতমানের মডেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই বলা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্পের মাঝামাঝি সময়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পরিচালনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই মূল্যায়নটি ধারাবাহিকভাবে শেখার এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে প্রমাণ ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছে।

মূল্যায়নকালে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের যে সকল কর্মচারী তাদের মূল্যবান সময় ও অক্লান্ত শ্রম দিয়ে প্রকল্পের সকল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করে মূল্যায়ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ। মূল্যায়নের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, ডেটা সংগ্রহ এবং ফলাফল সম্পর্কে গঠনমূলক মন্তব্য, মূল্যবান মতামত, পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব মাহমুদ আলী, সাবেক যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এস এম নাজিম উদ্দিন, পরিচালক, আইএমইডি, মো: হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, আইএমইডি এবং আয়েশা সিদ্দিকী, সাবেক উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি তাদের আন্তরিক মতামত এবং পর্যবেক্ষণগুলি থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে।

আশা করা যায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত নতুন প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি IMED এই অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ফলাফল পুনঃমূল্যায়ন ও যাচাই করতে পারবে এবং এর পদ্ধতি তাদের কার্যক্রমে ব্যবহার করতে পারবে। পরিশেষে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক এই প্রত্যাশা করছি।

শবনম মোস্তারী
যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক
২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

মূল্যায়ন প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু

ক	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	VI
খ	ভূমিকা	১
	১ প্রকল্পের লক্ষ্য	১
	২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
	৩ প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল	২
	৪ প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল যাচাইযোগ্য সূচক	২
	৫ প্রকল্পের পরিকল্পিত কার্যক্রম	২
	৬ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম	২
	৭ প্রকল্পের সংগঠন ও বাজেট	৩
	৮ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি	৩
গ	মূল্যায়নের বিভিন্ন দিকসমূহ	৪
	১ মূল্যায়নের যৌক্তিকতা	৪
	২ মূল্যায়নের লক্ষ্য	৫
	৩ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য	৫
	৪ মূল্যায়ন পদ্ধতি	৫
	৪.১ মূল্যায়ন মানদন্ড পরিমাপ পদ্ধতি	৫
	৪.২ সামগ্রিক মূল্যায়ন পরিমাপ পদ্ধতি	৭
	৫ মূল্যায়ন স্কোপ	৭
	৬ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের অংশীজন	৮
	৭ মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা	৮
ঘ	মূল্যায়নের ফলাফল	৯
	১ প্রাসঙ্গিকতা	৯
	২ দক্ষতা	১০
	২.১ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে দক্ষতা	১১
	২.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দক্ষতা	১২
	২.৩ আউটপুট ও ফলাফলের অর্জন	১৬
	২.৪ আর্থিক দক্ষতা মূল্যায়ন	১৭
	২.৫ তদারকি ও মূল্যায়ন সিস্টেম	২০
	৩ কার্যকারিতা	২২
	৩.১ কাঠামোগত মান মূল্যায়ন	২৩
	৩.১.১ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবস্থান, আয়তন ও কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা পর্যবেক্ষণ	২৩
	৩.১.২ কেন্দ্রের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিভাজন	২৪
	৩.১.৩ শিশু নির্বাচন ও ভর্তি, শিশুর বয়স গ্রুপ ও গ্রুপের আকার, শিশু ও যত্নকারীদের অনুপাত	২৫
	৩.১.৪ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা টিমের সদস্যদের শিক্ষার স্তর, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা	২৫

৩.২ সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মান মূল্যায়ন ২৬
৩.২.১ শিশুর সাধারণ যত্ন ২৬
৩.২.২ শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা ২৭
৩.২.৩ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ২৮
৩.২.৪ শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি ২৮
৩.২.৫ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ২৯

৪ প্রভাব ৩০
৪.১ নারী ও শিশুর উপর প্রভাব ৩০
৪.২ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন ৩২
৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা ৩২
৪.৪ জেন্ডার বৈষম্য ৩৩
৪.৫ আঞ্চলিক বৈষম্য ৩৩
৪.৬ আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ৩৪

৫ টেকসই ৩৪
৫.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠমো ও প্রয়োজনীয় জনবলের রক্ষণাবেক্ষণ ৩৫
৫.২ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থায়ী স্থাপনা ও সরকারী মালিকানা ৩৫
৫.৩ গুণগত সেবা সরবরাহ ও কার্যকর সেবার চাহিদা ৩৬
৫.৪ দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল ৩৬

ঙ মূল্যায়ন হতে শিক্ষণীয় ৩৮

চ উপসংহার ৩৯

ছ সুপারিশ ৪০

পরিশিষ্ট
পরিশিষ্ট - ‘ক’ উপ-মানদন্ড মূল্যায়নের স্তর ও রেটিং মান ৪৭
পরিশিষ্ট - ‘খ’ প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত কার্যক্রম অনুযায়ী প্রকল্প অফিসের নেতৃত্ব মূল্যায়ন প্রশ্নমালা ৪৯
পরিশিষ্ট - ‘গ’ ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রগুলির অবকাঠামোগত মান মূল্যায়নের প্রশ্নমালা ৫০
পরিশিষ্ট - ‘ঘ’ জরিপ প্রশ্নমালা ৫১

তথ্যসূত্র ৫৪

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা V

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা

ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Program
CPR	Cardio Pulmonary Resuscitation
DMF	Diploma in Medical Faculty
ILO	International Labour Organization
IMED	Implementation, Monitoring and Evaluation Division
JICA	Japan International Cooperation Agency
KPI	Key Performance Indicator
MATS	Medical Assistant Training School
MRV	Measurement, Reporting and Verification
MTBF	Medium Term Budgetary Framework
PEC	Project Evaluation Committee
PIC	Project Implementation Committee
PSC	Project Steering Committee
UNDP	United Nations Development Program
UNICEF	United Nations Children's Fund
UN-Women	The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

ক নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন আয়ের কর্মজীবী নারীর ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের দিবাকালীন সাধারণ যত্ন, খাদ্য ও পুষ্টি, প্রারম্ভিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানসহ তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা প্রদানের জন্য ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ-২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী-২০২১ মেয়াদে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে এককভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর প্রস্তাবিত তারিখ মার্চ-২০১৬ হলেও সরকারি অনুমোদন পাওয়া যায় অক্টোবর-২০১৬। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ শেষে প্রকল্পটির প্রকৃত বাস্তবায়ন শুরু হয় ডিসেম্বর-২০১৬ তারিখে। মূল্যায়নকালে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ৪র্থ বছরে রয়েছে এবং এর পরিকল্পিত সমাপ্তির তারিখ ফেব্রুয়ারি-২০২১। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুন/২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪১.৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৯.৯৯%।

৭ম পঞ্চবার্ষীকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), জাতীসংঘ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ তে সরাসরি কর্মজীবী নারীর শিশুর পরিচর্যা সুবিধা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এসডিজি লক্ষমাত্রা ৪.২ অর্জন সুনির্দিষ্টভাবে সকল শিশু যাতে শৈশবের একবারে শুরু থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় এবং কর্মজীবী নারী ও তাদের শিশুর সার্বিক কল্যাণের উদ্দ্যেশে প্রকল্পটি গ্রহণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ডিসেম্বর ১০, ২০১৯ তারিখে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগদানের পর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নানাবিধ অনিয়ম ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্পের এতসব প্রতিবন্ধকতা কি করে তৈরি হলো এবং IMED এর পরিদর্শন প্রতিবেদনেও কেন তা প্রতিফলিত হয়নি ইত্যাদি বিষয় জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ একমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক মূল্যায়নই প্রকল্পের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সময়োপযোগী এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটির মাধ্যমে জনসাধারণের তহবিল উচ্চমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিগত চার বছরে কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছে তা জানতে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব এবং সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর বিধি ২০ অনুযায়ী প্রকল্পটির সামগ্রিক বাস্তবায়নের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পরিচালনা করার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মূল্যায়নের লক্ষ্য

অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হলো প্রকল্পটি কর্মজীবী নারী এবং তাদের শিশুর সার্বিক কল্যাণে কতটা সহায়তা প্রদান করতে পেরেছে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি পূরণে কতটা সফল হয়েছে তা নির্ধারণ করা।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার দুর্বল দিকগুলি এবং বাস্তব ফলাফলগুলি চিহ্নিত করে যথেষ্ট প্রমাণভিত্তিক জ্ঞান তৈরী করা এবং দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিকে টেকসই করার সম্ভাবনাগুলি খুঁজে বের করে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

বিগত বছরের সামগ্রিক প্রকল্প বাস্তবায়নের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য ADB, UNDP, World Bank, UNICEF, JICA এবং IMED কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারি করা উন্নয়ন প্রকল্প মূল্যায়ন সম্পর্কিত নির্দেশিকাগুলি অনুসরণে মূল্যায়নের একটি কাঠামো তৈরী করা হয়েছে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন সম্পর্কিত পাঁচটি মানদন্ড যথা প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রভাব ও টেকসই ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্যায়ন পদ্ধতি হিসেবে প্রতিটি মানদন্ড পরিমাপের জন্য প্রতিটি মূল মানদন্ডের অধীনে উপ-মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। উপ-মানদন্ডগুলি প্রত্যাশা, নিয়মাবলী এবং শৃঙ্খলা পূরণ করেছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য কিছু মূল্যায়ন প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। সংগৃহীত গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় ধরণের তথ্য বিশ্লেষণ করে মূল মানদন্ড ও উপ-মানদন্ডসমূহের মান অনুমান করতে এবং ফলাফলগুলির স্তর আরও ভালভাবে বুঝতে ও অর্থবহ করতে UNDP এবং ADB এর নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি রেটিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাঁচটি মূল মানদন্ডের পৃথক মূল্যায়ন একত্রিত করে প্রকল্পের সামগ্রিক মূল্যায়নের মান ও স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন কার্যক্রমটি মার্চ, ২০২০-জুন, ২০২০ সময়ের মধ্যে পরিচালনা করা হয়। মূল্যায়নের বৈধতা ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিকীকরনের জন্য প্রাপ্য গুণগত ও পরিমাণগত ডেটার সমন্বয়ে একটি মিশ্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। মূল্যায়নের লক্ষ্য অনুসারে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম ও ফলাফলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার, প্রকল্প এলাকায় কর্মজীবী নারীদের জরিপ, বিদ্যমান নথি ও প্রতিবেদনসমূহ এবং প্রাপ্ত মাধ্যমিক ডেটা পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাধ্যমিক ডেটার মূল উৎসগুলি হলো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ডে-কেয়ার অফিসার, স্বাস্থ্য শিক্ষক, শিক্ষক এবং প্রকল্পের নথি।

মূল্যায়ন ফলাফল

প্রতিবেদনে উপস্থাপিত চুড়ান্ত মূল্যায়নের মূল মানদন্ডগুলি হলো:

- **প্রাসঙ্গিকতা:** মহিলা ও শিশুর উন্নয়ন সংক্রান্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে এই প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা পরিমাপ।
- **দক্ষতা:** প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে প্রকল্পের প্রস্তাব কতটা দক্ষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রকল্পের সম্পদ, জনবল এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সিস্টেম কতটা ভালভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি পরিমাপ।
- **কার্যকারিতা:** প্রকল্প দলিলে সজ্ঞায়িত ও লগ ফ্রেমে বর্ণিত প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট দিবাযত্ন কেন্দ্রের কাঠামো এবং সেবাসমূহের কার্যকারিতা কতটা দক্ষ এবং কার্যকর ছিল তার একটি পরিমাপ।
- **প্রভাব:** প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা প্রকল্প প্রস্তাবে বর্ণিত প্রভাব কত বড় তার একটি পরিমাপ।
- **টেকসই:** প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি স্থায়ী ও অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।

মূল্যায়ন সম্পর্কিত পাঁচটি মানদন্ডের বিশ্লেষণমূলক কাঠামোর মূল প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে চুড়ান্ত ফলাফল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি মানদন্ড মূল্যায়নের ফলাফল একটি সূচক মূল্যায়ন হিসেবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণী-১: সামগ্রিক মূল্যায়ন ফলাফল

মানদন্ড	মানদন্ড মূল্যায়নের উপ-মানদন্ডসমূহ	মূল্যায়ন ফলাফল
প্রাসঙ্গিকতা	▪ সংবিধান ▪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ▪ জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ ▪ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ ▪ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯ ▪ ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) ▪ এসডিজি লক্ষমাত্রা ৪.২	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক
দক্ষতা	▪ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ▪ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দক্ষতা ▪ লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট এবং ফলাফলের অর্জন ▪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ▪ তদারকি	অদক্ষ
কার্যকারিতা	**কাঠামোগত মান** ▪ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবস্থান, আয়তন ও কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সু-নকশাকৃত সজ্জা ▪ কেন্দ্রের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিভাজন ▪ শিশু নির্বাচন ও ভর্তি, শিশুর বয়স গ্রুপ ও গ্রুপের আকার, শিশু ও যত্নকারীদের অনুপাত ▪ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ১২ সদস্য বিশিষ্ট টিমের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা **সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মান** ▪ সাধারণ যত্ন ▪ শিক্ষা ▪ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ▪ খাদ্য ও পুষ্টি ▪ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অকার্যকর

প্রভাব	▪ নারী ও শিশু ▪ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন ▪ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা ▪ জেন্ডার বৈষম্য ▪ আঞ্চলিক বৈষম্য ▪ আর্থ-সামাজিক বৈষম্য	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিমিত প্রভাব
টেকসই	▪ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় জনবলের রক্ষণাবেক্ষণ ▪ গুণগত সেবা সরবরাহ ও কার্যকর সেবার চাহিদা ▪ ২০টি কেন্দ্রের স্থায়ী স্থাপনা ও সরকারি মালিকানা ▪ দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা এবং মূলধন খাতের পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	কম সম্ভাবনা
সামগ্রিক মূল্যায়ন: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ		

মূল্যায়ন ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" ২০১৬ এর ফরমেট অনুযায়ী প্রকল্পটির প্রস্তাবনা সুপরিকল্পিত নয় বিধায় প্রকল্পটির কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু করা যায়নি। এছাড়া কার্যক্রম ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ সীমিত থাকায় স্বল্প সময়সীমার মধ্যে ফলাফল অর্জনের কৌশল ছিল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে প্রকল্পের ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করা হলেও কেন্দ্রগুলি পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক কার্যক্রমগুলি সম্পন্ন করা হয়নি।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে দক্ষ জনবল না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় কিছু দূর্বলতা দেখা দেয় ফলে প্রকল্পের দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে। দক্ষতার দূর্বলতাগুলি প্রকল্পের কার্যকারিতার উপরেও একটি বড় প্রভাব ফেলেছে। অপরিকল্পিত প্রকল্প প্রস্তাব, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অদক্ষতাগুলি সামগ্রিক ফলাফলগুলিকেও প্রভাবিত করেছে বিধায় "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি লগফ্রেমে উল্লেখিত সূচকগুলি অর্জন করতে পারেনি এবং আউটপুট আশানুরূপ হয়নি।

সুপারিশ

১। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯; সংবিধান; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১; শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩; ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং এসডিজি ৪.২ এর লক্ষ্য, নীতি ও পরিকল্পনাসহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য সকল নীতি ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করার সুপারিশ করা হয়।

২। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক প্রমাণকের উপর ভিত্তি করে অর্থপূর্ণভাবে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধনসহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবার গুনগত মান নিশ্চিতের লক্ষ্যে ডাটাবেইজড সফটওয়্যার তৈরী, সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে মনিটরিং জোরদার এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ কাঠামো ও মূল্যায়ন সিস্টেম তৈরীর সুপারিশ করা হয়।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় কার্যক্রমের কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট গঠন, প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ কাঠামোতে মেধাবী কর্মকর্তাদের অন্তর্ভূক্ত করে তদারকি সিস্টেম জোরদারকরণ এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা টিমে যোগ্য ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়।

৪। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির কাঠামোগত মান উন্নীতকরণের জন্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি কেন্দ্রের স্থান, আয়তন, কেন্দ্রের নামকরণ (নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত) পরিবর্তন, কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা, বৈষম্যহীনভাবে শিশু নির্বাচন ও ভর্তি প্রক্রিয়া, শিশুর বয়স গ্রুপ ও গ্রুপের আকার এবং শিশু ও যত্নকারীর অনুপাত নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের সংশ্লিষ্ট কাজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি পরিচালনার সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য এবং গুণগত মানসম্পন্ন শিশুর প্রারম্ভিক পরিচর্যা সেবা প্রদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক ১২টি নির্দেশিকা প্রস্তুত করার সুপারিশ করা হয়।

৫। সকল শ্রেণীর কর্মজীবী পিতা-মাতার শিশুর প্রারম্ভিক পরিচর্যার চাহিদা নিরূপনের লক্ষ্যে বিস্তৃত গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান, আকার ও সেবার মান নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়।

৬। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বের সুযোগ নিয়ে সকল যোগ্য শিশুর জন্য মানসম্মত দিবাকালীন পরিচর্যার সুযোগ বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুফল সকল কর্মজীবী পিতা-মাতার নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, দৈনিক পত্রিকা ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে শিশুর দিবাকালীন পরিচর্যার ব্যাপক প্রচারণার সুপারিশ করা হয়।

৭। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট শিশু সেবাসমূহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখার জন্য কেন্দ্রগুলি সরকারি স্থাপনায় স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়।

৮। শিশু সেবার সঠিক মূল্য ও ভর্তুকি কাঠামো নির্ধারণসহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর একটি রূপরেখা কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৯। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মচারীদের সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য ছুটির সুবিধাসহ কর্মঘণ্টার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হয়।

১০। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যেন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিচর্যার অধিকার হতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের সময় বিশেষ যত্নবান হওয়ার এবং এ ধরনের শিশুদের মানসম্পন্ন যত্ন প্রদানের জন্য পরিচর্যাকারীদের জ্ঞান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপসহ এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরিপূর্বক পরিচর্যাকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

১১। এই সেক্টরে মানবসম্পদ তৈরির জন্য 'Regulatory School of Early Childhood Education' স্থাপনের মাধ্যমে Early Childhood Educator তৈরি এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের উপর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স ও ডিগ্রি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

উপসংহার

সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রকল্পটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পটি সামগ্রিকভাবে মা ও শিশুর কল্যাণে গুণগত সেবা সরবরাহ করছে না। প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শুধু প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নই যথেষ্ট নয়। প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফল তখনই সম্ভব যদি পেশাদার প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, দক্ষ তদারকি ও কার্যকর মূল্যায়ন সিস্টেম, প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের ঝুঁকি ও সমস্যা নিরসনের সমাধান এবং টেকসই হওয়ার পূর্ব শর্তগুলি প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যথায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হবে এবং সৃষ্ট সুবিধাগুলি স্থায়িত্ব হারাবে। কাজেই এই মূল্যায়নে প্রকল্পের অবকাঠামোগত ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নসহ দক্ষতা ও টেকসইয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

শিশুর দিবাকালীন যত্নের উন্নতির জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তা কার্যকর করার জন্য বিধিমালা প্রণয়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া শিশু অধিকার সনদ এবং দেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অগ্রাধিকার নীতিতে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সেবাগুলি স্বীকৃত এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মধ্যমেয়াদি কর্মসূচিতে গ্যারান্টিযুক্ত আর্থিক বরাদ্দ এই সেক্টরের উন্নতির জন্য সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং সমর্থন দুটিই প্রদর্শন করে। কাজেই সাপ্লাই সাইড সরকারি তহবিল দ্বারা সৃষ্ট প্রকল্পের পরিকল্পনা, শিশু সেবার ধরণ, আকার ও সেবার অবস্থান, সেবার মানের স্তর মূল্যায়ন এবং উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। আশা করা যায় মূল্যায়নের ফলাফল ও সুপারিশগুলি এই সেক্টরে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে। এছাড়া প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প প্রণয়নকারী গবেষক, অডিট বিভাগ, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রকল্প মূল্যায়নের এই ফলাফল ব্যবহার করতে পারবে। অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

খ ভূমিকা

শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবের চাহিদা পূরণের গুরুত্ব এবং নারীদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির মধ্যে একটি গভীর সংযোগ রয়েছে। কারণ নারীদের কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হলো শিশুর দিবাকালীন যত্ন। বিষয়টির গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারি রাজস্ব বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে কর্মজীবী নারীর শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশের চাহিদা পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যেন কর্মজীবী নারীরা পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্রের দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে কর্মক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে পারে এবং কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান এবং সর্বশেষ ত্রৈমাসিক জরিপ, ২০১৭ অনুযায়ী কর্মক্ষম বয়সী জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.৬ ভাগই হলো নারী। কাজেই কর্মক্ষম নারীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের সংখ্যাও দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের চাহিদাও বাড়ছে। এ কারণে দেশব্যাপী শিশুর দিবাকালীন সেবা সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৮/০৬/১৯৯৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে দেশের সকল জেলা সদরে একটি করে এবং ঢাকাসহ সকল মেট্রোপলিটন শহরে প্রয়োজন অনুসারে একাধিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন/নির্মাণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন স্থান পেয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার আলোকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

প্রকল্পের নাম	: ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
অর্থনৈতিক কোড নম্বর	: ২২৪০২৬৬০০
বাস্তবায়নকাল	: মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২১
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	: ১০/১০/২০১৬
বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু	: ১৫/১২/২০১৬
মোট প্রাক্কলিত বাজেট	: ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকা
তহবিলের উৎস	: বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
প্রকল্প এলাকা	:

ঢাকা জেলা	ঢাকার বাহিরে ১০টি জেলা
ধানমন্ডি, মতিঝিল, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, রায়ের বাজার, কারওয়ান বাজার, মুগদা, পল্লবী, মহাখালী, সায়দাবাদ, আশুলিয়া।	টাঙ্গাইল সদর, গোপালগঞ্জ সদর, গাজীপুর সদর, রংপুর সদর, গাইবান্ধা সদর, নওগাঁ সদর, নোয়াখালী সদর, চাঁদপুর সদর কক্সবাজার সদর, ভোলা সদর

১. প্রকল্পের লক্ষ্য

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারীর ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের দিবাকালীন নিরাপদ সেবা প্রদান করা

২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্প দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

- শিশুর দিবাকালীন সাধারণ যত্ন নিশ্চিত করা;
- শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা;
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা;
- টিকাদান নিশ্চিত করাসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা; এবং
- শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা।

৩. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

প্রকল্প প্রস্তাবে প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল হিসেবে ঢাকা ও রংপুর মেট্রোপলিটন শহরসহ আরও ০৯টি জেলা শহরে মোট ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন।

৪. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল যাচাইযোগ্য সূচক

প্রত্যাশিত ফলাফলগুলি কতটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য নিম্নোক্ত কৃতিত্বের সূচকগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে:

সূচক-১: ৬০০০ জন শিশুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
সূচক-২: ৩০০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।
সূচক-৩: ৬০০০ জন শিশুর যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা প্রদান।
সূচক-৪: ৩০০০ জন শিশুকে ৬টি রোগের ইপিআই প্রতিষেধক প্রদান।
সূচক-৫: ৬০০০ জন শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত।

৫. প্রকল্পের পরিকল্পিত কার্যক্রম

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি ডিপিপিতে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- শিশু নির্বাচনের জন্য প্রকল্প এলাকায় জরিপ;
- নিউজ পেপার, রেডিও ও টিভির মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহের প্রচার;
- ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জনবল নিয়োগ;
- ৪র্থ শ্রেণীর জনবল সরবরাহের ঠিকাদার নিয়োগ;
- সরাসরি, আরএফকিউ ও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়কার্য সম্পাদন;
- বাড়িভাড়া ও কেন্দ্র চালু;
- কর্মীদের চাকুরী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম তদারকি;
- PIC ও PSC সভা আহবান;
- কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন।

৬. প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য গত ৪টি অর্থবছরের (২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০) কর্মপরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে:

- ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জনবল নিয়োগ
- ৪র্থ শ্রেণীর জনবল সরবরাহের ঠিকাদার নিয়োগ
- সরাসরি, আরএফকিউ ও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়কার্য সম্পাদন
- বাড়িভাড়া ও কেন্দ্র চালু
- প্রচারণা
- প্রশিক্ষণ
- তদারকি
- PIC ও PSC সভা আহবান
- পরিদর্শন

৭. প্রকল্পের সংগঠন ও বাজেট

প্রকল্পটি মূলত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় প্রণীত হয়েছে এবং এটি এককভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি **"প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট"** রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের মসৃণ পরিচালনা নিশ্চিতসহ সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি **''প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি''** এবং প্রকল্প কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি ও ফলাফল পর্যালোচনার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি **"প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি"** রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়কালের প্রাক্কলিত বাজেট নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-২: বছরভিত্তিক প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেট

অর্থবছর	প্রাক্কলিত বাজেট		মোট প্রাক্কলিত বাজেট	মোট বরাদ্দের শতকরা হার
	রাজস্ব	মূলধন		
২০১৬-২০১৭	১০৮৭.৬৬৯	১৪৬.৩৯২	১২৩৪.০৬১	২০.৬১%
২০১৭-২০১৮	১০৮৭.৬৬৯	১৪৪.৩৯২	১২৩২.০৬১	২০.৫৭%
২০১৮-২০১৯	১০৮০.৬৬৯	৯২.৭৯২	১১৭৩.৪৬১	১৯.৬০%
২০১৯-২০২০	১০৮০.৬৬৯	৯২.৭৯২	১১৭৩.৪৬১	১৯.৬০%
২০২০-২০২১	১০৮১.১৪৭	৯৪.৩০৭	১১৭৫.৪৫৪	১৯.৬৩%
মোট	৫৪১৭.৮২৩	৫৭০.৬৭৫	৫৯৮৮.৪৯৮	

৮. প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি মূল্যায়ন সময়ের মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বাৎসরিক প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বাৎসরিক প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায় জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় ২৫০৮.৭৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত বাজেটের ৪১.৯০%।

আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল বরাদ্দের ১০.৩৭ % প্রকল্প অফিস স্থাপন ও পরিচালনায় ব্যয় হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল বরাদ্দের ২৬.৫৮ % শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তুতিতে ব্যয় হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের ৯৪.৬৭ % শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনায় ব্যয় হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের ৮১.৪২% শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনায় ব্যয় হয়েছে।

প্রকল্পের বিগত চারটি অর্থবছরের মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বাৎসরিক প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায় জুন/২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩৬.৯৯%।

গ মূল্যায়নের বিভিন্ন দিকসমূহ

১. মূল্যায়নের যৌক্তিকতা

সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে সৃষ্ট "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং যত্নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটি ইতোপূর্বে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথম প্রকল্প পরিচালক নভেম্বর-২০১৬ হতে নভেম্বর-২০১৭ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। তাঁর সময়ে জনবল নিয়োগ না হওয়ায় প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি ছিল না। দ্বিতীয় প্রকল্প পরিচালক ডিসেম্বর-২০১৭ হতে মার্চ-২০১৮ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। সে সময় তৃতীয় পিএসসি সভায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ, প্রকল্প এলাকায় জরিপ এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের আয়তন ও বাড়ি ভাড়ার সমস্যাগুলি উত্থাপন করা হয়। তাঁর সময়ে ৬টি পদের বিপরীতে সরাসরি ৬৩ জন জনবল এবং আউটসোর্সিং কোম্পানি নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করা হয়। তৃতীয় প্রকল্প পরিচালক এপ্রিল-২০১৮ হতে অক্টোবর-২০১৯ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে। তাঁর সময়ে সকল দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করাসহ প্রকল্পের যাবতীয় ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। এর পর চতুর্থ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয় ডিসেম্বর-২০১৯ তারিখে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ৪র্থ অর্থবছরে এসেও এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন ও প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগে বিলম্ব ছাড়াও বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে এসেও পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নানামুখী জটিলতা। যেমন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বাড়ি ভাড়া এবং খাদ্য, আসবাবপত্র ও জনবল সরবরাহের চুক্তি সম্পাদনের জটিলতা ছাড়াও শিশু ভর্তির সংখ্যা ও মাসিক চাঁদা আদায় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের বিভিন্ন ধরনের সেবা সরবরাহে ইনপুটগুলির গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কর্ম পরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা ও খাত ওয়ারী বাজেট বিভাজন অনুমোদন প্রক্রিয়ায় নানামুখী জটিলতার পাশাপাশি প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল জনবলের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকায় প্রকল্পটিকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বিশেষত প্রকল্পের ৪র্থ শ্রেণীর জনবল সরবরাহের চুক্তি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালনা না করার কারণে মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা সমাধান করতে প্রকল্পের মূল্যবান প্রায় ১০ (দশ) মাস সময় নষ্ট হয়েছে ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায়নি। এছাড়াও সাবেক প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পে নিয়োজিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্পের ইনপুটগুলি ক্রয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ও নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় এবং কিছু নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো চিত্র জানা সম্ভব হয়নি।

ত্রৈমাসিক পিআইসি, পিএসসি সভা ও মাসিক এডিপি সভার সংমিশ্রণে প্রকল্পের মূল্যায়ন পরিচালিত হলেও প্রকল্পের এতসব প্রতিবন্ধকতা কি করে তৈরি হলো এবং IMED এর পরিদর্শন প্রতিবেদনেও কেন তা প্রতিফলিত হয়নি ইত্যাদি বিষয় জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এদিকে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিবেচনায় গত ২৮/০১/২০২০ তারিখের PSC সভায় এবং ২৭/০২/২০২০ তারিখের ADP সভায় কোন ব্যয় না বাড়িয়ে প্রকল্পটির মেয়াদ ১ বৎসর বৃদ্ধির সিদ্ধান্তসহ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পাবলিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। কাজেই ভবিষ্যতে প্রকল্পে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য বিগত বছরের বাস্তবায়ন ফলাফলের প্রমাণ প্রয়োজন। একমাত্র মূল্যায়নই প্রকল্পের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারে যা ডিপিপি সংশোধন এবং ভবিষ্যৎ বাজেট বরাদ্দের জন্য অতীব প্রয়োজন।

উন্নয়ন প্রকল্পের মূল্যায়ন হলো বাস্তবায়নের আওতাধীন প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতার পাশাপাশি প্রকল্পের প্রভাব এবং স্থায়িত্বের মূল্যায়ন করার জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক এবং উদ্দেশ্যমূলক উদ্যোগ গ্রহণ (আইএমইডি, ২০১৯)। প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে শক্তিশালী করার এটি একটি উত্তম পন্থা। একই সাথে নারী ও শিশুর সার্বিক কল্যাণে প্রকল্প অবদানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্যও এটি অত্যাবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩ সালের "শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি"তে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নীতকরণের জন্য যথাযথ গবেষণা ও মূল্যায়নের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটির মাধ্যমে জনসাধারণের তহবিল উচ্চমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং নারীদের আরও অধিক হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছে সে বিষয়ে কোন মধ্য-মেয়াদি মূল্যায়ন প্রকল্পের আওতায় এখনো হয়নি। প্রকল্পটি মূল্যায়নের সংস্থান ডিপিপিতে থাকলেও যথাসময়ে করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে ডিপিপিতে বর্ণিত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব এবং সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর বিধি ২০ অনুযায়ী প্রকল্পের পক্ষ হতে প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তবায়নের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যায়নের ফলাফল ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা পরবর্তী ৫ বছর সর্বোত্তম

অবস্থায় রাখতে এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিমাণ ও ব্যয় অনুমান করতে সহায়তা করবে। এছাড়া ফলাফলগুলি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের উন্নয়ন ও ক্রমাগত অর্থায়ন নির্ধারণ করতে ডিপিপি সংশোধনের সময় যথাযথভাবে ব্যবহার করা হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করবে।

২. মূল্যায়নের লক্ষ্য

মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হলো প্রকল্পটি কর্মজীবী নারী এবং তাদের শিশুর সার্বিক কল্যাণে কতটা সহায়তা প্রদান করতে পেরেছে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি পূরণে কতটা সফল হয়েছে তা নির্ধারণ করা।

৩. মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার দুর্বল দিকগুলি এবং বাস্তব ফলাফলগুলি চিহ্নিত করে দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির নতুনত্ব ও রূপান্তর সম্পর্কে প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন সহযোগী কমিটি যেমন পিএসসি ও পিআইসি-কে অবহিত করা।
- মূল্যায়নের ফলাফল হতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে যথেষ্ট প্রমাণভিত্তিক জ্ঞান তৈরী করা এবং
- দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিকে টেকসই করার সম্ভাবনাগুলি খুঁজে বের করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

৪. মূল্যায়ন পদ্ধতি

মূল্যায়নের এই অংশে মূল্যায়ন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিগত বছরের প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় সংস্থা যেমন ADB, UNDP, World Bank, UNICEF, JICA এবং IMED কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারি করা উন্নয়ন প্রকল্প মূল্যায়ন সম্পর্কিত নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করে মূল্যায়নের একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে এবং মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে:

- প্রাসঙ্গিকতা;
- দক্ষতা;
- কার্যকারিতা;
- প্রভাব; এবং
- টেকসই।

৪.১ মূল্যায়ন মানদন্ড পরিমাপ পদ্ধতি

মূল্যায়ন পদ্ধতি হিসেবে প্রতিটি মানদন্ড পরিমাপের জন্য সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন কার্যক্রমের কার্যপরিধি সংক্রান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ০৪/০৯/২০১৯ তারিখের ২১.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.১৯-৭৩ নম্বর পরিপত্রের মূল্যায়ন নির্দেশনা পর্যালোচনা করে প্রতিটি মূল মানদন্ডের অধীনে উপ-মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। উপ-মানদন্ডগুলি প্রত্যাশা, নিয়মাবলি এবং শৃঙ্খলা পূরণ করেছে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য কিছু মূল্যায়ন প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার জন্য ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার, প্রকল্প এলাকায় কর্মজীবী ১৩১৩ জন নারীদের জরিপ এবং প্রকল্পের বিদ্যমান নথি ও প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ডে-কেয়ার অফিসার, শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য শিক্ষিকা মাধ্যমিক তথ্যের উৎস যাদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মূল্যায়নের সময় প্রকল্প দলিল; প্রযোজ্য আইন, বিধি ও নীতিসমূহ; প্রকল্পে ব্যবহৃত সকল প্রকার নথি, রেজিস্টার, প্রকল্পের নিরীক্ষা প্রতিবেদন; বিগত বছরের পিআইসি ও পিএসসি সভার কার্যবিবরণী; আইএমইডি'র প্রতিনিধি ও প্রকল্প পরিচালকের দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনাসহ অঙ্গভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পরিশেষে প্রকল্পের ইনপুট, আউটপুট ও প্রভাব পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। পাঁচটি মানদন্ডের অধীন প্রযোজ্য উপ-মানদন্ডসমূহ ব্যবহার করে প্রতিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এলাকার কর্মজীবী নারীদের জরিপের মাধ্যমে সেবার চাহিদা ও সেবামূল্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

করা হয়েছে। এছাড়াও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার সাথে সম্পর্কযুক্ত সহায়ক আন্তর্জাতিক ও দেশীয় নীতিমালাগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্যতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে গুণগত ও পরিমাণগত ডেটার সমন্বয়ে একটি মিশ্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সংগৃহীত গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রথমে মূল মানদন্ড ও উপ-মানদন্ডসমূহের মান অনুমান করতে এবং ফলাফলগুলির স্তর আরও ভালোভাবে বুঝতে ও অর্থবহ করতে UNDP (2009, 2019) এবং ADB (2006) এর নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি রেটিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিটি মূল্যায়ন মানদন্ডের মান মূল্যায়নের জন্য রেটিং পদ্ধতিটিকে ৬টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। মূল্যায়ন ফলাফলের স্তর সঙ্গায়িত করার জন্য ০-৫ স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি স্কেল পয়েন্ট প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল বিধি-বিধান মেনে চলার সাথে এবং প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের পারফর্মেন্স ও অর্জিত ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া গুরুত্ব অনুযায়ী ৫টি মানদন্ডের ওজনও নির্ধারণ করা হয়েছে। উপ-মানদন্ডসমূহের সমষ্টিগত সংখ্যার রেটিংয়ে যথাযথ মূল্যায়ন ফলাফল বর্ণনাকারী স্তর নির্ধারণের জন্য স্থির কাট অফ পয়েন্টগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্যায়নের রায়কে ৬টি রেটিং বিভাগের মাধ্যমে প্রতিফলন করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই প্রতিটি মানদন্ড মূল্যায়নের ফলাফল একটি সূচক মূল্যায়ন হিসাবে বিবেচিত হবে।

মূল মানদন্ডের রেটিং-এ প্রতিটি উপ-মানদন্ডের অবদান সমান গুরুত্ব বহন করে বিধায় প্রতিটি উপ-মানদন্ড মূল্যায়ন স্তরের জন্য একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা ও সম ওজন নির্ধারণ করা হয়েছে যা থেকে মূল মানদন্ডের রেটিং মান অনুমান করা হয়েছে। প্রতিটি মানদন্ডের অধীনে নির্বাচিত উপ-মানদন্ডসমূহ এবং এর মূল্যায়ন ফলাফলগুলির স্তর ও রেটিং সিস্টেম পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হয়েছে এবং পাঁচটি মানদন্ডের রেটিং বিভাগ নিম্নে দেখানো হলো।

সারণী-৩: পাঁচটি মানদন্ডের রেটিং বিভাগ

মানদন্ড	ওজন (%)	সংজ্ঞা	মানদন্ডের গুনমানের স্তরের বর্ণনা	রেটিংয়ের মান
প্রাসঙ্গিকতা	২০ (০.২)	প্রাসঙ্গিকতা বলতে মহিলা ও শিশুর উন্নয়ন সংক্রান্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে এই প্রকল্পটির তাৎপর্য এবং কর্মজীবী নারীদের শিশুদের প্রারম্ভিক যত্ন বিষয়ক সমস্যা সমাধানে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা বোঝানো হয়েছে।	অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক	≥৪.৭
			প্রাসঙ্গিক	৩.৬-৪.৬
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক	২.৫-৩.৫
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক	১.৪-২.৪
			অপ্রাসঙ্গিক	০.৭-১.৩
			অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক	≤ ০.৬
দক্ষতা	৩০ (০.৩)	দক্ষতা বলতে প্রকল্পের প্রস্তাবিত ডিপিপি সরকারি ফরমেট অনুযায়ী কতটা যথাযথ ছিল এবং ইনপুটগুলির সাথে আউটপুটগুলির সম্পর্কটিকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ইনপুটগুলি অর্থনৈতিকভাবে ফলাফলগুলিতে রূপান্তরিত করতে সরকারি অর্থের ব্যয়ের দক্ষতাকেও বোঝানো হয়েছে।	অত্যন্ত দক্ষ	≥৪.৭
			দক্ষ	৩.৬-৪.৬
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দক্ষ	২.৫-৩.৫
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদক্ষ	১.৪-২.৪
			অদক্ষ	০.৭-১.৩
			অত্যন্ত অদক্ষ	≤ ০.৬
কার্যকারিতা	৩০ (০.৩)	কার্যকারিতা বলতে প্রকল্প দলিলে সংজ্ঞায়িত ও লগ ফ্রেমে বর্ণিত প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির অবকাঠামো ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মান কতটা কার্যকর ছিল তার একটি পরিমাপ।	অত্যন্ত কার্যকর	≥৪.৭
			কার্যকর	৩.৬-৪.৬
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কার্যকর	২.৫-৩.৫
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকার্যকর	১.৪-২.৪
			অকার্যকর	০.৭-১.৩
			অত্যন্ত অকার্যকর	≤ ০.৬
প্রভাব	১০ (০.১)	প্রভাব বলতে প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা প্রকল্প প্রস্তাবে বর্ণিত প্রভাব এবং লক্ষ্যভোগী কর্মজীবী নারী ও শিশুর উপর প্রকল্পটির প্রভাব কত বড় তা নিরূপণ করাকে বোঝানো হয়েছে।	যথেষ্ট প্রভাব	≥৪.৭
			উল্লেখযোগ্য প্রভাব	৩.৬-৪.৬
			সকল ক্ষেত্রে পরিমিত প্রভাব	২.৫-৩.৫
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিমিত প্রভাব	১.৪-২.৪
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরিমিত প্রভাব	০.৭-১.৩
			নগন্য	≤ ০.৬
টেকসই	১০ (০.১)	টেকসই বলতে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি স্থায়ী ও অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণকে বোঝানো হয়েছে।	উচ্চ সম্ভাবনা	≥৪.৭
			সম্ভাবনা	৩.৬-৪.৬
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা	২.৫-৩.৫
			বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কম সম্ভাবনা	১.৪-২.৪
			কম সম্ভাবনা	০.৭-১.৩
			অসম্ভব	≤ ০.৬

৪.২ সামগ্রিক মূল্যায়ন পরিমাপ পদ্ধতি

পাঁচটি মূল মানদন্ডের পৃথক মূল্যায়ন এবং র‍্যাংকিংয়ের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে প্রতিটি মানদন্ডের রেটিং তৈরী করা হয়েছে এবং প্রতিটি মানদন্ডের সামগ্রিক ওজন গড় একত্রিত করে সামগ্রিক মূল্যায়নের রেটিং তৈরী করা হয়েছে। ০-৫ স্কেল ব্যবহার করে প্রতিটি পয়েন্টের সাথে সম্পর্কিত মূল্যায়নের স্তর সঙ্গায়িত করা হয়েছে। সমষ্টিগত সংখ্যার রেটিংয়ে যথাযথ মূল্যায়ন বর্ণনাকারী স্তর নির্ধারণের জন্য স্থির কাট অফ পয়েন্টগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। সামগ্রিক মূল্যায়নের রেটিং পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত সার এবং রেটিং মান ও মূল্যায়ন বর্ণনাকারী স্তরের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো:

সারণী-৪: সামগ্রিক মূল্যায়নের রেটিং বিভাগ

মূল্যায়নের স্তর	স্তরের বর্ণনা	রেটিংয়ের মান
অত্যন্ত সফল	এই ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিবেচনা করে যে প্রকল্পের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা হয়েছে এবং অর্জনগুলি প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে; প্রকল্পের জীবন ধরে প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব টেকসই ও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অর্জনের উচ্চ সম্ভবনা রয়েছে; প্রকল্পটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক রয়েছে; এবং এর কোন তাৎপর্যপূর্ণ, অযৌক্তিক ও নেতিবাচক প্রভাব নেই।	≥৪.৭
সফল	এই ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিবেচনা করে যে প্রত্যাশিত ফলাফলগুলি ছোটখাটো কিছু ত্রুটির সাথে পুরোপুরি অর্জন করা হয়েছে কিন্তু কিছু নেতিবাচক ফলাফল এসেছিল। যা একটি "অত্যন্ত সফল" রেটিং প্রতিরোধ করে। কোন বড় ঘাটতি নেই এবং প্রকল্প জীবন ধরে প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব সামগ্রিকভাবে টেকসই হবে। এর বাস্তবায়ন ও পরিচালনা দক্ষ ও কার্যকর। প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক রয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির চেয়ে নেতিবাচক প্রভাবগুলি কম।	৩.৬-৪.৬
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফল	এই ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিবেচনা করে যে কিছু ত্রুটির সাথে প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যগুলি আংশিকভাবে অর্জন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক রয়েছে এবং প্রভাব অর্জনে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। সম্পূর্ণ টেকসই অসম্ভব তবে এটা প্রত্যাশা করে যে প্রকল্পের কিছু উপাদান বড় সুবিধা অর্জন করবে। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি তুলনামূলকভাবে নেতিবাচক প্রভাবের চেয়ে বেশি।	২.৫-৩.৫
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ	এই ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিবেচনা করে যে প্রকল্পটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। উদাহরণসরূপ প্রত্যাশিত ফলাফলের কমপক্ষে অর্ধেকের কম অর্জন করা হয়েছে। একাধিক উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলির সাথে অপূরণ ছিল। সুবিধার চেয়ে নেতিবাচক প্রভাব বেশী, টেকসই অসম্ভব এবং কিছু উপাদান কোন বড় সুবিধা অর্জন করবে না।	১.৪-২.৪
ব্যর্থ	এই ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিবেচনা করে যে প্রকল্পটি ফলাফলের সর্বনিম্ন অর্জন করেছে যা প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সুবিধাগুলি উচ্চ ব্যয়ে এবং নিম্ন স্তরের দক্ষতায় স্বল্প মাত্রায় পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে যার জন্য বৃহৎ অনুদানের প্রয়োজন হবে। নেতিবাচক প্রভাবগুলি সুস্পষ্ট হতে পারে।	০.৭-১.৩
অত্যন্ত ব্যর্থ	এই ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিবেচনা করে যে প্রকল্পটি অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং উদ্দেশ্যগুলির কোনটিই অর্জন করা হয়নি এবং প্রতিবেদনে গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়েছে। টেকসই হওয়ার ন্যূনতম সম্ভবনা নেই।	≤ ০.৬

৫. মূল্যায়ন স্কোপ

মূল্যায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম ও ফলাফলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। মূল্যায়নে ১১টি জেলার কর্মজীবী নারীদের জন্য প্রকল্পের সুবিধাগুলি এবং প্রকল্পের বহুগুণ প্রভাব ও টেকসইতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নলিখিত উপাদানগুলি সংক্ষেপে মূল্যায়নের আওতায় ছিল:

- প্রকল্পের ফলাফল অর্জন এবং রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনগুলির সাথে প্রকল্পের নকশা, বাস্তবায়ন কাঠামো ও কৌশল এবং তদারকি ব্যবস্থার পর্যালোচনা।
- প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা।
- লগফ্রেমের উদ্দেশ্য ও ফলাফল এর বিপরীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের শক্তিশালী ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা।
- কাঙ্ক্ষিত এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- প্রকল্পের বাস্তব ফলাফলগুলি অর্জনে প্রকল্পের দক্ষতা পর্যালোচনা।
- প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রকল্পের ইনপুট, আউটপুট ও প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পটির প্রভাব পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা।
- শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশের চাহিদা মেটাতে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সেবাসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা।
- প্রকল্পের টেকসইতা পর্যালোচনা।

৬. মূল্যায়ন প্রতিবেদনের অংশীজন

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি বিভিন্ন ধরণের অংশীজনের উদ্দেশ্যে করা এবং এর ফলাফলগুলি নিম্নলিখিত অংশীজন ব্যবহার করতে পারবে।

প্রকল্প পরিচালক এবং স্টাফ
মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফল ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনবে।

অডিট বিভাগ
অডিট বিভাগের যেসব কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিশদ পদ্ধতির উপর মতামত দেয়, তাঁরা সংশ্লিষ্ট অডিট অফিস নিরীক্ষা কার্যক্রমে মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করতে পারবে।

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন জাতীয় মহিলা সংস্থা, শিশু একাডেমি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সংক্রান্ত প্রোগ্রামের অগ্রগতি কার্যকারিতা ও দক্ষতার মানদন্ডের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধনমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করবে। পরিকল্পনা কমিশন সমজাতীয় প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং অর্থ বিভাগ সমজাতীয় প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ, বিভাজন ও জনবলের সংখ্যা ও বেতন কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও মূল্যায়নের কাঠামো, পদ্ধতি ও ফলাফল ব্যবহার করে আইএমইডি সমজাতীয় প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্টাডি ডিজাইন করতে পারবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবে এবং প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।

প্রকল্প প্রণয়নকারী এবং গবেষক
যাদের প্রকল্প প্রণয়নের প্রক্রিয়াগুলি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে এবং সমজাতীয় প্রকল্প তৈরীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রমাণক প্রয়োজন তারা এই মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবে।

উন্নয়ন সহযোগী ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ
শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ অনুশীলনের অন্যতম প্রধান জ্ঞান বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে UNICEF, কেয়ারগিভার ও কেয়ার ইকোনমি নিয়ে সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ILO এবং UN-Women প্রকল্প মূল্যায়নের ফলাফলগুলি ব্যবহার করতে পারবে এবং সে অনুযায়ী সরকারকে সহযোগিতা করতে পারবে। এছাড়া অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউএন এজেন্সিসহ বেসরকারি ও সুশীল সমাজের সংস্থাসমূহ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ক্ষেত্রগুলি সমর্থনে, জাতীয় নারী ও শিশু নীতির লক্ষ্য অর্জনে এবং সমজাতীয় প্রোগাম/প্রকল্প মূল্যায়নে এর ফলাফল ব্যবহার করতে পারবে।

৭. মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা

প্রকল্পটি শুধু শিশুর লালন-পালন সংক্রান্ত নয় বরং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কার্যক্রম সম্বলিত একটি জটিল প্রকল্প। প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির ধরণ আলাদা হওয়ায় ইনপুটগুলির ক্রয়-কার্যক্রমের বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত সম্বলিত বৃহৎ আকারের অসংগঠিত ডকুমেন্ট তৈরি হয়েছে যা সীমিত সময়ের মধ্যে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বর্তমান পরিষেবা সম্পর্কে কর্মজীবী নারীদের মতামত এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা নিরূপণ করার জন্য প্রকল্প এলাকা জরিপ করা প্রয়োজন ছিল। এছাড়াও প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু করোনা মহামারি ও বাজেটের সীমাবদ্ধতার কারণে উক্ত পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে এই প্রতিবেদনের সংযোজনগুলি আনুষ্ঠানিক সম্পাদনা ব্যতীত তৈরি করা হয়েছে বিধায় এতে ভুলত্রুটি থাকতে পারে। বর্ণিত সীমাবদ্ধতার আলোকে মূল্যায়ন ফলাফল ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ঘ মূল্যায়নের ফলাফল

মূল্যায়নের ফলাফলগুলি এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উপস্থাপিত চূড়ান্ত মূল্যায়নের মূল মানদন্ডগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণমূলক কাঠামোর মূল প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন দ্বারা সৃষ্ট ফলাফলগুলি পাঁচটি মানদন্ডের অধীনে বিভক্ত করে সূচক মূল্যায়ন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো এবং বিস্তারিত ফলাফল প্রতিটি মানদন্ডের অধীনে বর্ণনা করা হলো:

সারণী- ৫: মূল্যায়ন মানদন্ড ও সামগ্রিক মূল্যায়নের অর্জিত রেটিং মান ও স্তর

মানদন্ড	মানদন্ডের ওজন (%)	মানদন্ডের অর্জিত রেটিং মান	মানদন্ডের রেটিং স্তর	মানদন্ডের ওজন গড়
১	২	৩	৪	৫ (২*৩)
প্রাসঙ্গিকতা	২০ (০.২)	২.৬৮	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক	০.৫৩৬
দক্ষতা	৩০ (০.৩)	১.২০	অদক্ষ	০.৩৬০
কার্যকারিতা	৩০ (০.৩)	২.২৬	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অকার্যকর	০.৬৭৮
প্রভাব	১০ (০.১)	১.৮৩	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিমিত প্রভাব	০.১৮৩
টেকসই	১০ (০.১)	১.২৮	কম সম্ভাবনা	০.১২৮
সামগ্রিক মূল্যায়ন রেটিং মান				১.৮৯
সামগ্রিক মূল্যায়ন রেটিং স্তর: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ				

১. প্রাসঙ্গিকতা

প্রতিবেদনের এই বিভাগে কর্মজীবী নারীদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রকল্পটি গ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষা করা হয়েছে। নিচের টেক্সট বক্সে মূল্যায়ন মানদন্ড ও এর জন্য বর্ণিত প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলো। উক্ত প্রশ্নের উত্তর পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত সারও টেক্সট বক্সের নিচে প্রদান করা হলো।

প্রাসঙ্গিকতা বলতে নারী ও শিশুর উন্নয়ন সংক্রান্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে এই প্রকল্পটির তাৎপর্য এবং কর্মজীবী নারীর শিশুদের প্রারম্ভিক যত্ন বিষয়ক সমস্যা সমাধানে প্রকল্পটি গ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা বোঝানো হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রশ্ন

- কর্মজীবী নারীদের প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নীতির আলোকে প্রকল্পটি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ?

কর্মজীবী নারী ও তাদের শিশুর প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটি 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক' হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুর যত্ন ও প্রারম্ভিক শিক্ষা কর্মজীবী নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ যৌথ পরিবারের প্রথা দিন-দিন কমে যাওয়ায় কর্মজীবী পরিবারে প্রবীণদের সবসময় পাওয়া যায় না, বিশ্বস্ত গৃহকর্মীও সব সময় পাওয়া যায় না, আবার পাওয়া গেলেও গৃহকর্মীদের নিরক্ষরতা ও শিশু বিকাশের উপর তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় শিশুদেরকে অনুপযুক্ত আচরণ শেখাতে পারে বিবেচনায় কর্মজীবী নারীরা উদ্বিগ্ন থাকেন। এই পরিস্থিতি অনেক সময় কর্মজীবী নারীদেরকে কর্মস্থলে পদত্যাগের জন্য বাধ্য করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের মাধ্যমে ১১টি জেলা শহরে ১২০০ জন নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ইতিবাচক সুযোগ সৃষ্টি এবং মাতৃত্বকালীন ৬ (ছয়) মাস ছুটি কাটানোর পর কর্মজীবী নারীদের নিশ্চিন্তে কর্মস্থলে যোগদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই দেখা যায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং শিশুর অধিকার, সর্বোচ্চ বিকাশ ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ ও অগ্রাধিকার দিয়েছে তার সাথে এই প্রকল্পটির যথেষ্ট

প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্য রয়েছে। তবে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে নীতিগুলির পূর্ণ প্রতিফলন করা প্রয়োজন ছিল তা নিম্নরূপ:

ক) জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯	:	চাকরিজীবী পিতা-মাতার সন্তান যাতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা পায় সেজন্য রাষ্ট্র সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, ১৯৯৬	:	সকল জেলা সদর ও মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন / নির্মাণ।
গ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১	:	মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপনসহ যেখানে অধিক সংখ্যক নারী কর্মরত আছে সেখানে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন।
ঘ) জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১	:	কর্মজীবী মায়ের শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সুবিধা প্রদানে কর্মস্থলে দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ঙ) শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩	:	বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করে কর্মজীবী মাদের সন্তানদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করতে হবে।
চ) ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)	:	সকল সরকারি অফিসে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য নীতিগুলির পূর্ণ প্রতিফলন হয়নি যেমন ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সকল সরকারি অফিস ও আনুষ্ঠানিক বেসরকারি খাতে শিশু পরিচর্যা সুবিধা গড়ে তোলার কথা উল্লেখ থাকলেও সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্পটি নকশা করা হয়নি। তেমনি বর্ণিত নীতিগুলির কোনটিতেই নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র স্থাপনের বিধান না থাকলেও প্রকল্পটির মাধ্যমে তিনটি শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এছাড়া শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ অনুযায়ী শিশুদের প্রারম্ভিক যত্ন এবং প্রারম্ভিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট শিশু সেবার উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র থাকলেও সেভাবে শিশু সেবার অবকাঠামো তৈরির জন্য প্রকল্পটি নকশা করা হয়নি।

২. দক্ষতা

প্রতিবেদনের এই বিভাগে প্রকল্পের ফলাফল অর্জনের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব, বাস্তবায়ন কৌশল, সম্পাদিত কার্যক্রম এবং সংস্থান সমূহের (ইনপুট) দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়। নিচের টেক্সট বক্সে মানদন্ডের জন্য বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত সার ও টেক্সট বক্সের নিচে প্রদান করা হলো।

দক্ষতা হলো প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের প্রস্তাব কতটা দক্ষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে প্রকল্পের সম্পদ, জনবল এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সিস্টেম কতটা ভালভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি পরিমাপ। এটি গুনগত এবং পরিমানগত মান দ্বারা পরিমাপ করা হয়। দক্ষতা পরিমাপের জন্য এই মূল্যায়নে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিকে উপ-মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রশ্ন

- সরকারি ফরমেট অনুযায়ী প্রকল্পটির প্রস্তাব প্রণয়ন যথাযথ ছিল কিনা?
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল কিনা?
- ন্যায় সঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় ইনপুটগলি সরবরাহ করা হয়েছিল কিনা এবং লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুটের অর্জন কেমন ছিল?
- প্রকল্পের তদারকি কতটা কার্যকর ও দক্ষ ছিল?

প্রকল্প প্রস্তাব, প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন ও পরিচালনা, তদারকি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা 'অদক্ষ' হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

২.১ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে দক্ষতা

প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যথাযথভাবে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবটি "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" ২০১৬ এর ফরমেট অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে প্রণয়ন করা হয়নি। সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত ফরমেটের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ১০, ১১, ১৩, ১৫.৪, ১৬, ১৮, ২২, ২৪ ও ৩১ এর নির্দেশনা অনুযায়ী লগফ্রেম, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার ব্যবস্থা, প্রকল্পের কার্যাবলী, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান, প্রধান প্রধান আইটেমের স্পেসিফিকেশন, প্রকল্পের প্রভাব ও ঝুঁকি এবং প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সঠিকভাবে না করে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রথমত, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকল্পটির মাধ্যমে সমাজের কোন সমস্যাটি সমাধান করা হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। বর্ণিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারীর শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান করা। কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নামকরণ এবং উপকারভোগী নির্ধারণে পূর্ণ সামঞ্জস্যতা নেই। এছাড়া প্রকল্প প্রস্তাবের পটভূমি বর্ণনায় কর্মজীবী নারীর শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সমস্যাগুলি প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা হিসেবে প্রাধান্য পায়নি অথচ প্রকল্প ডিজাইনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু তা অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রম ডিপিপিতে উল্লেখ নেই। এছাড়াও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সাথে সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির আলোকে গৃহীত সমজাতীয় প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সেবার কি ধরনের মানদণ্ড অবলম্বন করা হয়েছে তার খুব কম এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকল্পের যৌক্তিক কাঠামো (লগফ্রেম) যথাযথভাবে নির্ধারণ করা। কিন্তু এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আউটপুট ও ইনপুট সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। প্রতিটি আউটপুট ও ইনপুটের বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি চিহ্নিত করার পরিবর্তে যে যাচাইযোগ্য সূচক ও যাচাইয়ের মাধ্যম নির্ধারণ করা হয়েছে তা দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবার মানের স্তর, শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা ও বিকাশ এবং সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে না। এই লগফ্রেমের মাধ্যমে আইএমইডি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে মনিটর করতে পারবে না।

তৃতীয়ত, প্রকল্পের কার্যক্রম এবং ফলাফলের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র থাকবে। বর্ণিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণ এবং সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বিবেচনা বা তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্প প্রস্তাবে যে সকল কার্যক্রম বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্পাদনের বিস্তারিত বর্ণনা ও যাচাইযোগ্য সূচক নেই। যেমন, শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকা এবং ডে-কেয়ার সেন্টার অপারেশন গাইডলাইন কে তৈরি করবে, কখন ও কীভাবে তৈরি করা হবে, তার উল্লেখ নেই। এ ধরনের প্রকাশনার জন্য গবেষণা ও কর্মশালার আয়োজন করা প্রয়োজন হলেও প্রকল্প প্রস্তাবে তার উল্লেখ নেই, এমনকি এসব কার্যক্রমের জন্য কোন বরাদ্দও রাখা হয়নি। অর্থাৎ প্রতিটি আউটপুটের জন্য নির্ধারিত কাজ, সময় ও অর্থের উল্লেখ ছিল না। এছাড়াও প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে ধাপে ধাপে কোন কার্যক্রমটি আগে গ্রহণ করা হবে এবং কোনটি পরে করা হবে তার শুরু, সময়কাল ও সমাপ্তি সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে উল্লেখ নেই। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য সহায়ক প্রোগ্রামগুলি প্রকল্প কার্যক্রমের তালিকায় রাখা হয়নি। অপরদিকে প্রকল্পের কার্যাবলীর লক্ষ্যমাত্রার স্থলে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ফলাফলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ফলাফল কখনোই প্রকল্পের কার্যাবলীর লক্ষ্যমাত্রা হতে পারেনা। সে কারণে প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, ক্রয়পরিকল্পনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রাখা যায়নি বিধায় সামগ্রিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনাটির পদক্ষেপগুলি একটি যৌক্তিক প্রবাহ প্রদর্শন করেনি। প্রকল্প প্রস্তাবের কাঠামোগত ত্রুটি ও জটিলতা ছিল বিধায় প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত বছরভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি।

চতুর্থত, প্রকল্প প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি বিধায় প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা যেমন প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেম এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ডিজাইন ও কারিগরি দিকসমূহের বর্ণনা সরবরাহ করা হয়নি। শিশুর প্রারম্ভিক যত্নের কৌশল ও বিষয়াদি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট যত্নকারীদের প্রেক্ষাপট, জ্ঞান, শিখন, অভিজ্ঞতা ও দেশীয় চর্চার উপর। তাই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য ডে-কেয়ার অফিসার, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা ও শিক্ষিকাসহ অন্যান্য স্টাফদের কী কী বিষয়ের উপর এবং কত সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তার বিশদ বর্ণনাও প্রকল্প প্রস্তাবে নেই। প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির সময় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা

সংক্রান্ত গবেষণা ব্যাপকভাবে পরিচালিত হয়নি এবং সমজাতীয় প্রকল্প যেমন রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে সীমিত তথ্য সংগ্রহ করে ডিপিপি তৈরি করা হয়েছে। ফলাফল অর্জনের প্রতিবন্ধকতা বা ঝুঁকি যেমন ভাড়া বাড়িতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম একক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে খুব সামান্য বিবেচনা করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সম্পৃক্ততা বিবেচনা করা হয়নি।

পঞ্চমত, প্রকল্পের জনবল কাঠামো সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের জন্য গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে যে ধরনের পেশাগত জ্ঞান সম্পন্ন জনবল রাখা প্রয়োজন ছিল তা বিবেচনা করা হয়নি। যেমন প্রকল্পের একাধিক পণ্য, সেবা ও কার্য ক্রয় কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন ক্রয় বিশেষজ্ঞ অবশ্যই রাখা প্রয়োজন ছিল। এছাড়া কাজের ব্যাপ্তি অনুযায়ী মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সরবরাহ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ২০টি কেন্দ্রের তদারকি, পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ইত্যাদি কাজের জন্য আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিয়ে উক্ত ইউনিটে সার্বক্ষণিক জনবল রাখার পরিবর্তে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে কম সংখ্যক সদস্য নিয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে যা প্রকল্পের মসৃণ অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জনবল কাঠামো সংক্রান্ত গুরুতর যে সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে তা হলো প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ৬০ জন শিশুর জন্য মাত্র ৪ জন নারী পরিচর্যা কর্মীর সংস্থান রাখা হয়েছে যা খুবই অপ্রতুল। প্রতিটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জনবল কাঠামো নির্ধারণের সময়ও শতভাগ নারী কর্মচারী নিয়োগের প্রতিবন্ধকতা বা ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি। যেমন নারী কর্মচারীরা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে গেলে বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে তা বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের জনবল প্রতিদিন ১০.৫০ ঘণ্টা অর্থাৎ অতিরিক্ত ২.৫০ ঘণ্টা কাজ করে। তাদের বেতন কাঠামোতে এর জন্য ভালো পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

ষষ্ঠত, প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি ও ফলাফল টেকসইকরণ প্রকল্প প্রস্তাবের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও এ সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ের বর্ণনা সীমিত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রভাব বহু বছর ধরে অব্যাহত থাকবে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প শেষে শুধুমাত্র প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল এবং প্রকল্পের সমাপ্তিতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তার সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রকল্প প্রস্তাবে থাকা উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ ধরে রাখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কি হবে তার বিশদ বর্ণনাসহ অরগানোগ্রামের নমুনা ও MTBF বাজেটের আওতায় অব্যাহত তহবিলের পরিমাণ ডিপিপির ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত না করেই ডিপিপি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) সমন্বিত করা হলেও এই প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়নে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি কীভাবে টেকসই হবে তা বিবেচনা করা হয়নি। SDG যখন "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়" নীতি অনুসরণের পথে তখন কর্মজীবী পিতাদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কর্মজীবী মা'দের জন্য এই প্রকল্পটি নকশা করা হয়েছে। এছাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর নামকরণের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীর শিশুদেরকে অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে এবং আঞ্চলিক বৈষম্য ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা কম বিবেচনা করা হয়েছে যা SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্তরায়। সমতা কেবল নৈতিকতার বিষয় নয়, এটি পলিসি কার্যকারিতার জন্যও উদ্বেগের বিষয় কারণ নীতিগুলি যদি অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তবে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে উৎসাহিত বা সমর্থিত হবে না এবং টেকসইও হবেনা।

সবশেষে বলা যায়, ডিপিপি ডিজাইন এর উপরোক্ত ঘাটতিসমূহ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং সময়ফ্রেমের মাইলফলকের সাথে মিল রেখে প্রকল্পটি একটি পরিকল্পিত তফসিল অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা হয়নি বিধায় প্রকল্পের নকশা এবং পরিকল্পনাগুলির মধ্যমেয়াদি সংশোধন এবং সমন্বয় করা হয়নি যা খুবই দুঃখজনক। জনসাধারণের অর্থের অপচয় রোধ করতে এধরনের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত কর্মকর্তাদের অবশ্যই জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

২.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দক্ষতা

'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট' যদি প্রকল্প বাস্তবায়ন সিস্টেম ও পদ্ধতিগুলির সাথে পরিচিত হয় এবং পেশাদারিত্ব ও যত্ন নিয়ে প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে তাহলেই প্রকল্পটি দক্ষ হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পেশাদার প্রকল্প পরিচালনার সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের মূলনীতিগুলি যেমন মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মানের নিশ্চয়তা, চলমান পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প পরিচালনার ট্রিপল সীমাবদ্ধ (প্রকল্পের স্কোপ, সময় এবং ব্যয়) নীতিটি দৃঢ়ভাবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রস্তাবের পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দক্ষতা রেটিংয়ে পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের পরিকল্পিত কার্যক্রমের কতটুকু বাস্তবায়ন করেছিল তার সামগ্রিক চিত্র পরবর্তী পাতায় দেখানো হলো। প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক চিত্র থেকে দেখা যায় যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করতে সরকারের অনুমোদন গৃহীত হয় অনেকদিন পর অর্থাৎ অক্টোবর/২০১৬ সালে এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয় নভেম্বর/২০১৬ সালে। প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাড়িভাড়া, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়, প্রচারণা, PIC ও PSC সভা আহবান ইত্যাদি কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি পরিচালনার জন্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক কার্যক্রমগুলির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হয়নি।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের অবকাঠামো প্রস্তুত এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেসব প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির প্রয়োগ এবং যে ধরনের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি। যেমন প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের পূর্বেই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে অস্বাভাবিক বিলম্ব করা হয়েছে, বাড়ি ভাড়া করার আগে প্রকল্প এলাকাটি জরিপ করে চাহিদা নিরুপণ করা হয়নি এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করার পূর্বে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়ন টিমের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণীর পেশাজীবীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করে শিশু ভর্তি করা হয়েছে।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার অপরিহার্য কার্যক্রম যেমন শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকা এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়নি। এমনকি শিশু ভর্তি ফরমটি ডিপিপির নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি না করেই প্রতিটি কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্তের রেটে দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য বাড়ি ভাড়া করার সিদ্ধান্ত এডিবি'র সভায় দেওয়া সত্ত্বেও তা অনুসরণ না করে অধিকাংশ বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ৬০ জন শিশু ও ১২ জন স্টাফের জন্য যে আয়তনের বাড়ি ভাড়া নেওয়া প্রয়োজন ছিল তা বিবেচনায় নিয়ে বাড়ি ভাড়া না করায় শিশু ও কর্মীর সংখ্যা অনুযায়ী অধিকাংশ বাড়ির আয়তন অনেক কম এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য অনুপযোগী। এছাড়াও দিবাযত্ন কেন্দ্রের বাড়ি ভাড়ার চুক্তি সঠিকভাবে করা হয়নি, কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে সার্ভিস চার্জের কথা উল্লেখ নেই অথচ প্রতি মাসে সার্ভিস চার্জসহ বাড়িভাড়া প্রদান করা হয়েছে, অনেক চুক্তিপত্রে প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর নেই এবং অনেক চুক্তিপত্র না করেই বিল প্রদান করা হয়েছে। সে কারণে প্রকল্পের শেষ বছরেও বাড়ির স্থান, আয়তন ও ভাড়ার পরিমাণ চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ১২ সদস্যবিশিষ্ট টিমের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পরিচালনা, প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত কর্মচারী যেমন (সহকারী পরিচালক, প্রোগ্রাম অফিসার এবং হিসাবরক্ষক) ডিপিপিতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট দায়িত্ব অনুযায়ী পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করছে কিনা তা ট্র্যাক করতে কাজ সমাপ্তির চেকলিস্ট ব্যবহার করা এবং প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ প্রতিভা ব্যবহার করে কার্যকরভাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে পারে তার পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি মানব সম্পদ পরিচালনার কৌশলগুলি ব্যবহার করা হয়নি। যেমন প্রকল্পের অধিকাংশ ক্রয় ও বিল মঞ্জুরীর কাজ শুধু প্রকল্প পরিচালক ও হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষরে হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্প টিমের সদস্যদের মধ্যে সম্মান ছিল না এবং সহযোগিতার কোন মনোভাবও ছিলনা।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট পেশাদারিত্ব এবং যত্ন নিয়ে প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেননি। প্রকল্প পরিচালনার ট্রিপল সীমাবদ্ধ (প্রকল্পের স্কোপ, সময় এবং ব্যয়) নীতিটি দৃঢ়ভাবে মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বিধায় প্রকল্পের ব্যয় নানাভাবে অন্যান্য কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে। যেমন প্রকল্পের ৩য় অর্থবছরে অনুমোদিত ডিপিপির একটি কম্পোনেন্টের মোট ব্যয় অতিক্রম করায় প্রকল্পটি বর্তমানে সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়েছে। অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ এবং পিপিআর লংঘনসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনেক ত্রুটি পাওয়া যায় যা 'আর্থিক দক্ষতা মূল্যায়ন' বিভাগে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া প্রকল্প সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে উক্ত টিম যথেষ্ট পারদর্শী ছিলনা। যেমন টেন্ডার ডকুমেন্ট ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তৈরি, মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, পিআইসি ও পিএসসি সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রস্তুত, ঠিকাদারদের সাথে চুক্তিপত্র প্রণয়ন এবং ডিপিপি সংশোধনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করা হয়নি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্ত পণ্য, উপকরণ, চুক্তিপত্র, পণ্যের চালান এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রমাণগুলি যথাযথভাবে নথিতে ফাইলিং করা হয়নি।

প্রকল্প দলিলে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রমগুলি প্রকল্প পরিচালক দ্বারা পরিচালিত, তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ করার কথা উল্লেখ থাকলেও কেন্দ্রসমূহের যথাযথ তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ হয়নি। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডে-কেয়ার অফিসারদের গুরুতর অনিয়ম যেমন নিয়মিত শিশুর উপস্থিতি বেশি দেখিয়ে খাদ্যের বিলসহ অন্যান্য বিল দাখিল করা, কর্মদিবসে অফিসে না এসে কেন্দ্রের আয়াকে নিজ বাসায় রেখে ব্যক্তিগত কাজ করানো, ইন্টারনেটের ভুয়া বিল দাখিল, কার্যাদেশে উল্লেখিত পরিমাণ ও গুণগত মান অনুযায়ী ঠিকাদারের কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী বুঝে না নেওয়া, শিশুদের দৈনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করা, শিশুর নাম মাত্র অপেক্ষমাণ তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ, শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক ফি সময়মতো ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা না দেওয়া, শিশুর অভিভাবকের তথ্যসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংরক্ষণ না করা ইত্যাদি বিষয়ে কখনও তদারকি করা হয়নি।

দক্ষ জনবল ও তাদের কাজের পরিবেশের উপর শিশু সেবার গুণগত মান অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির সেবার মান উচ্চতর পর্যায়ে রাখতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল কিনা তা জানার জন্য একটি প্রশ্নমালা (পরিশিষ্ট-খ) তৈরি করে ২০ জন ডে-কেয়ার অফিসারের মতামত নেওয়া হয়। তারা সবাই জানায় যে শিশুদের দৈনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, শিশুর অপেক্ষমাণ তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ, শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক ফি প্রদানের রেকর্ড, শিশু ভর্তির মাসিক চাঁদা, শিশুর অভিভাবকের তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে কোন নির্দেশনা কখনও দেওয়া হয়নি। ডে কেয়ার অফিসাররা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানান। তারা উল্লেখ করেন যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অধিকাংশ কর্মচারী নারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বিকল্প কর্মচারীর ব্যবস্থা রাখা হয়নি; শুধু সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত জনবল সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করতে পারলেও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলকে মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি বিনা বেতনে ভোগ করতে হয় বিধায় তারা পরিবারকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেনা। ফলশ্রুতিতে অনেকের পক্ষে চাকুরি করা সম্ভব হয়না। এছাড়া সরকারি অফিসের সময়সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন তারা ২:৩০ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করলেও তাদেরকে যথোপযুক্ত অতিরিক্ত বেতন ভাতা দেওয়া হয়না। সে কারণে অধিকাংশ কর্মচারী চাকুরি ছেড়ে চলে যায়। এতে শিশুসেবা কার্যক্রম মারাত্বকভাবে ব্যাহত হয়।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যেহেতু কম সময় ছিল সেহেতু প্রকল্প প্রস্তাবের পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সময়মতো ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা পেশাদার প্রকল্প পরিচালনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। উপরোক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্প প্রস্তাব বুঝতে পারার মত পেশাগত দক্ষতা উক্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ছিলনা। একটি উন্নতমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য যে ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন ছিল যা শিশু, পিতা-মাতা এবং কর্মচারীদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেয়, উক্ত টিম সেধরণের নেতৃত্ব দিতে পারেনি ফলে প্রকল্পের মসৃণ ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে।

“২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক চিত্র

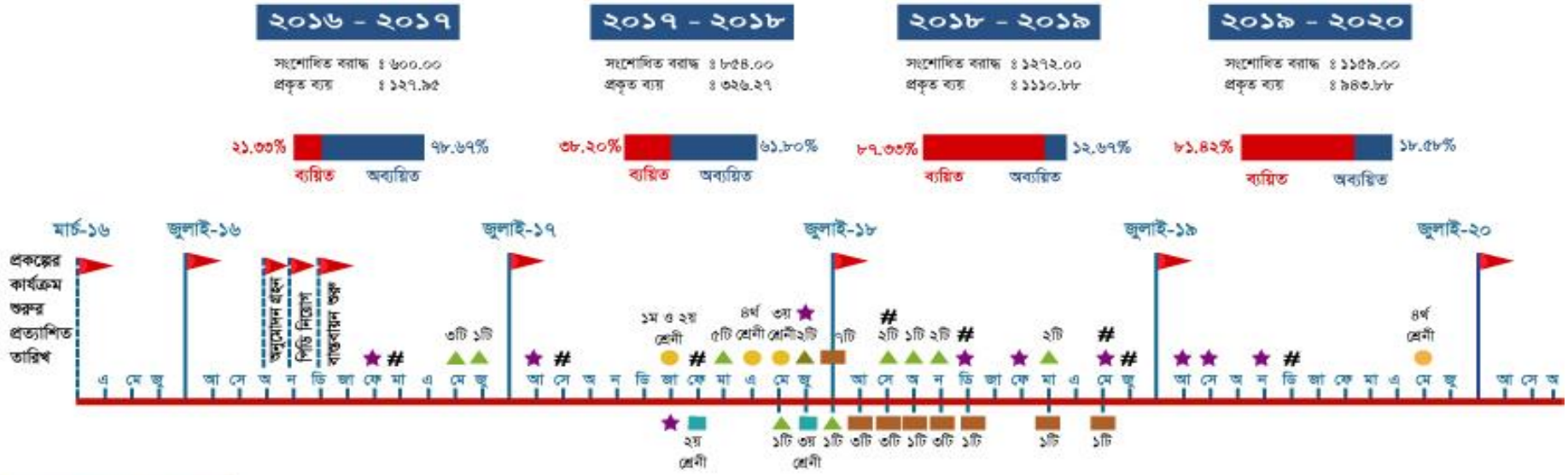

বাস্তবায়িত কার্যক্রম

● জনবল নিয়োগ	ঃ	১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
■ প্রশিক্ষণ	ঃ	২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী
▲ বাড়ী ভাড়া	ঃ	২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য
▬ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু	ঃ	২০ টি
★ PIC সভা	ঃ	১০ টি
# PSC সভা	ঃ	০৮ টি

প্রণেতাঃ শবনম মোস্তারী, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

২.৩ আউটপুট ও ফলাফলের অর্জন

প্রকল্পের আউটপুট অর্জনের অগ্রগতির বিষয়ে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যায়ন এই বিভাগে উপস্থাপন করা হলো। প্রকল্পের লগফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান আউটপুট হলো ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন। দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির গুণগত মান নিম্নোক্ত উপ-মানদন্ড দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছে:

- দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি প্রকল্প প্রস্তাবের নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে কিনা?
- শিশু এবং স্টাফ সংখ্যা অনুযায়ী আয়তন পর্যাপ্ত কিনা এবং স্টাফ রুম আছে কিনা?
- দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু আনা নেওয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা (রাস্তা ও যানবাহন) সকলের জন্য উন্মুক্ত কিনা?
- কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে কিনা?
- প্রবেশদ্বার প্রশস্ত কিনা এবং জানালা দিয়ে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস আসে কিনা?
- লিফট আছে কিনা? সিঁড়ি ও রেলিংয়ের অবস্থা শিশু উপযোগী কিনা?
- প্রবেশ অঞ্চলে শিশু পিক-আপ ও ড্রপ-অফ এর জন্য অভিভাবকের অপেক্ষার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা এবং মাতৃদুগ্ধ পান করানোর কক্ষ আছে কিনা?
- সিটিজেন চার্টার বাইরে টাঙ্গানো এবং দৃশ্যমান রাখার ব্যবস্থা আছে কিনা?
- দিবাযত্ন কেন্দ্রের বিছানাপত্র, পর্দা ও শিশুদের পোশাক লন্ড্রি ও শুকানোর জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কিনা?
- টয়লেট সংখ্যা পর্যাপ্ত কিনা এবং শিশু উপযোগী বেসিন আছে কিনা?
- ঘুমের জন্য নিরিবিলি কক্ষ, পড়ালেখার জন্য আলাদা কক্ষ এবং খাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আছে কিনা?
- অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা?
- উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দিয়ে কেন্দ্রগুলি সাজানো হয়েছে কিনা?
- রান্নাঘর ও খাবার প্রস্তুতের জায়গা পর্যাপ্ত ও স্বাস্থ্যকর কিনা?
- অফিস কক্ষ ও শিশুদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের কক্ষ একই তলায় অবস্থিত কিনা এবং অফিস কক্ষ থেকে শিশুদের সকল কার্যক্রম সরাসরি তদারকি করা যায় কিনা?

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বাড়ির গুণগত মান মূল্যায়নের ফলাফল হতে দেখা যায় ৩টি কেন্দ্র সরকারি স্থাপনায় এবং ১৭টি কেন্দ্র ভাড়া বাড়িতে স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি বাড়িই বর্ণিত উপ-মানদন্ডসমূহের আলোকে ভাড়া না করায় দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য তা অনুপযোগী। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের সময় ২ নম্বর চিত্রে দেখানো হলো। দেখা যায় প্রকল্প সময়সীমার প্রায় অর্ধেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রগুলি পরিচালনার জন্য সহায়ক কার্যক্রমগুলি যেমন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা প্রকল্পের মূল্যায়ন সময় পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি।

চিত্র - ২: ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের সময়কাল

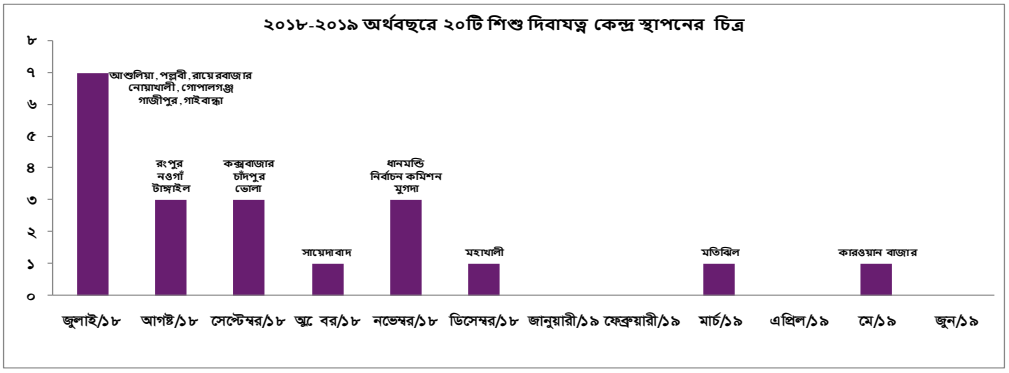

উৎস: এই গ্রাফটি ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের নথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তৈরী করা হয়েছে।

প্রকল্পের ডিপিপিতে আউটপুটের যাচাইযোগ্য সূচক হিসেবে প্রতিমাসে ১২০০ জন শিশু প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করবে। উক্ত সূচক অনুযায়ী ২০টি কেন্দ্রের শিশু ভর্তির তথ্য যাচাই করলে দেখা যায় প্রতিটি কেন্দ্রে ৬০ জন করে ২০টি কেন্দ্রে মোট শিশুর আসন সংখ্যা ১২০০ জন/মাস হলেও মাসিক গড় শিশু ভর্তি ছিল সর্বনিম্ন ৩৫ জন এবং সর্বোচ্চ ৬০ জন (চিত্র-৪) । ২০টি কেন্দ্রের বাৎসরিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বছরে মাত্র ৮৬৯ জন শিশু সেবামূল্য প্রদান করে। এর মধ্যে প্রতিমাসে গড়ে মাত্র ৬১১ জন শিশু কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে সেবা গ্রহণ করে।

চিত্র - ৩: ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বাৎসরিক শিশু ভর্তি ও উপস্থিতির চিত্র

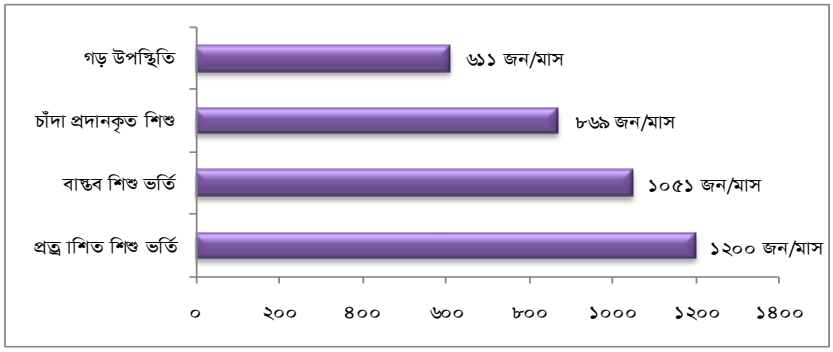

উৎস: এই গ্রাফটি ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের নথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তৈরি করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন সূচক নিশ্চিত করে যে প্রকল্পটি ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে যে পর্যায়ে থাকা উচিত তার অনেক পিছনে রয়েছে। এটা বলতেই হয় যে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায়নি। কেন্দ্রভিত্তিক মাসিক শিশু ভর্তি ও উপস্থিতির চিত্র নিম্নে দেখানো হলো। দেখা যায় কারওয়ান বাজার, নির্বাচন কমিশন ও মতিঝিলে মাসিক শিশু ভর্তি ও উপস্থিতির হার ছিল সবচেয়ে কম।

চিত্র - ৪: ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক শিশু ভর্তি ও উপস্থিতি

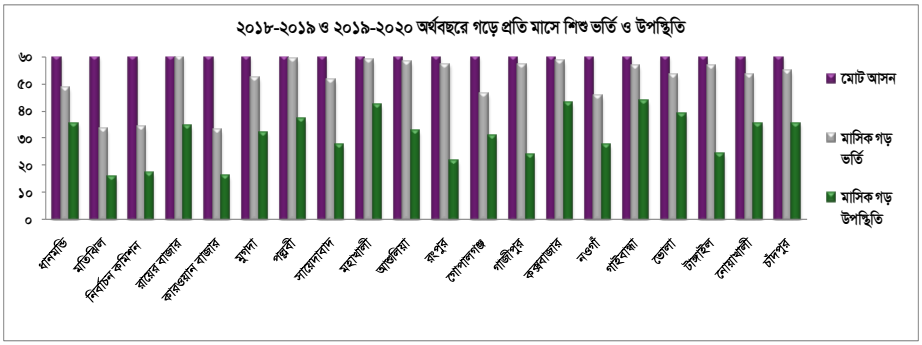

উৎস: এই গ্রাফটি ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ডে-কেয়ার অফিসার কর্তৃক প্রেরিত মাসিক শিশু ভর্তি ও উপস্থিতির প্রতিবেদন হতে তৈরি করা হয়েছে।

২.৪ আর্থিক দক্ষতা মূল্যায়ন

উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন হলো প্রকল্প অবদানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রক্রিয়া মেনে চলার মূল পদক্ষেপ। এছাড়া প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা এবং কার্যকরভাবে টেকসই হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্যও আর্থিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ আর্থিক পরিকল্পনা শক্তিশালী করার উত্তম পন্থা হিসেবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে আর্থিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিগুলির অনুসরণ, প্রকল্পের তহবিল, বাজেট বিভাজন ও ছাড়, ক্রয় পরিকল্পনা, পণ্য ও সেবা ক্রয়, মূলধন খাতের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাব ও বিছানাপত্র এবং ক্রোকারিজ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার ও রেজিস্টারে এন্ট্রি করা, পণ্যের গুণগত মান ও টেকসই, হিসাব সংরক্ষণ, রিপোর্টিং, নিরীক্ষা, প্রকল্পের রিটার্ন দাখিল এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে জড়িত কর্মচারীবৃন্দের আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে চলার দক্ষতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পটির আওতায় ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের বছরওয়ারী অনুমোদিত মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ এবং ব্যয়ের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র - ৫: প্রকল্পের বছরওয়ারী বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

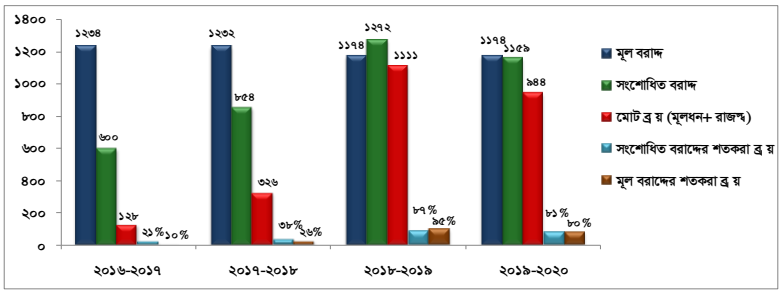

উৎস: এই গ্রাফটি প্রকল্পের ডিপিপি, বাৎসরিক সংশোধিত এডিপি এবং মাসিক প্রতিবেদন হতে তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র নম্বর-৫ হতে দেখা যায় ৪টি অর্থবছরেই অনুমোদিত ডিপিপির মূল বরাদ্দের পরিবর্তন হয়েছে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ বেড়েছে কিন্তু বাকি অর্থবছরগুলিতে কমেছে। ৪টি অর্থবছরের ব্যয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি মূল বরাদ্দের মাত্র ১০.৩৭% ও ২৬.৫৮% যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করা হয় বিধায় প্রকল্প বিনিয়োগের প্রধান প্রধান আইটেম/উপাদানগুলি ক্রয় করা হয়েছে। সে কারণে মূল বরাদ্দের ৯৩.৬৭% ব্যয় হয়েছে যা সন্তোষজনক। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করোনা পরিস্থিতির কারণে তিন মাস সকল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ৮৩.৪২% ব্যয় হয়েছে যা আর্থিক অগ্রগতির দিক থেকে সন্তোষজনক বলা যায়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয়ের হার সন্তোষজনক মনে হলেও এই ব্যয় পরিকল্পিত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ইঙ্গিত বহন করে কিনা এবং সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য উক্ত বছরের অঙ্গভিত্তিক বাজেট বিভাজন ও ছাড়, ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন পদ্ধতি এবং খাতওয়ারি ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়। দেখা যায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির খাতওয়ারি বাজেট বিভাজনের সাথে ডিপিপির মূল বরাদ্দের সামঞ্জস্য নেই। কয়েকটি খাতে বরাদ্দ কম বেশী করে সমন্বয় ও অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তিতে মূল বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ৯৮.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১২৭২ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালককে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান ও আর্থিক ব্যয় নির্বাহ সহজ করার লক্ষ্যে ৪র্থ কিস্তির বরাদ্দ অর্থ বিভাগের ৩১/০৩/২০১৯ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০২.২০১৯-১৭৭ নম্বর স্মারক অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড় হয়েছে এবং আইবাসে এন্ট্রি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী পরিকল্পিত কার্যক্রমের সাথে ব্যয়গুলির ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা, যথার্থতা, পরিমাপ, যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে নিশ্চিত করা হয়নি যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা হলো প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক উপাদান। কিন্তু প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আরএফকিউ ও সরাসরি ক্রয়ের সিলিং সীমা অতিক্রম করে ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে যা দাপ্তরিক প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত নয়। আসবাব ও বিছানাপত্র, শিক্ষা ও খেলনা সামগ্রী, স্টেশনারি, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এবং ক্রোকারিজ ক্রয়ের জন্য বাজার মূল্য যাচাই করে প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুত না করে ৮০, ৯৮,০০০ (আশি লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকার ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ২, ০৯, ৪১,০০০ (দুই কোটি নয় লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকার ক্রয় করা হয় যা ক্রয় পরিকল্পনার চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয়।

- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি ক্রয়ের জন্য একটি প্যাকেজকে একাধিক লটে বিভক্ত করে খন্ড খন্ড ভাউচারের মাধ্যমে ২,৩৫,৩৩,৮১০ (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশত দশ) টাকার সরাসরি ক্রয় এবং আরএফকিউ এর মাধ্যমে ৩৯,৬৬,২৮২ (উনচল্লিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুই শত বিরাশি) টাকার ক্রয় করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে ক্রয়ের সিলিং সীমা অতিক্রম করা হয়েছে।

- প্রকল্পের ২৬টি খাতের মধ্যে ৩টি বড় খাত হলো অনিয়মিত শ্রমিক, বাড়ি ভাড়া ও শিশুদের খাবার। উক্ত ৩টি খাতেই বড় ধরনের অনিয়ম হয়েছে। যেমন ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া করা হয়নি। শিশু খাদ্য সরবরাহের চুক্তির ক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যের বাজার দরের তালিকা সংগ্রহ করে দাপ্তরিক প্রাক্কলন না করে উচ্চমূল্যে খাদ্য সরবরাহের চুক্তি করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর শ্রমিকদের বেতন প্রদান এবং আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানকে সার্ভিস চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। এপ্রিল/২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত মোট ১৮ (আঠারো) মাসে ৪র্থ শ্রেণীর ১৮৩ জন জনবলকে ২১,৯৮,৩৬৯/-

(একুশ লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত উনসত্তর) টাকা কম প্রদান করা হয়েছে এবং আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানকে ৫,৮৮,১৭৭ (পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার একশত সাতাত্তর) টাকা বেশি সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি-৬: আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান, বায়োস্কোপ লিমিটেডকে সার্ভিস চার্জ প্রদানের চিত্র

চুক্তি অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের হার	বিল অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের হার	অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জের হার	অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জের পরিমান
মোট সেবামূল্যের ১০%	মোট সেবামূল্যের ১০.৯৮%	মোট সেবামূল্যের ০.৯৮%	৫,৮৮,১৭৭/-

উৎস: এই টেবিলটি আউটসোর্সিং কোম্পানীর সাথে প্রকল্পের চুক্তিপত্র এবং প্রতিমাসে কোম্পানীকে সেবামূল্য প্রদানের বিল হতে তৈরি করা হয়েছে।

- ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্যের কারিগরি বিনির্দেশ ও বর্ণনা প্রস্তুত করার সময় পণ্যের বৈশিষ্ট্য ও মান সম্পর্কে সঠিক ও পরিপূর্ণ বর্ণনা প্রদান করা হয়নি। যেমন টেলিভিশন, ফ্রিজ, ওভেন এবং আইপিএসগুলি কোন ব্র্যান্ড, টেলিভিশন কত ইঞ্চি তা কার্যাদেশ, বিল এবং চালানের কোথাও উল্লেখ নেই। PIC ও PSC এর অনুমোদন ছাড়া ডিপিপি বহির্ভূত আইটেম ক্রয় করা হয়েছে যার বিল এখনও পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট নথিতে ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে নোটে হিসাব রক্ষক এবং প্রকল্প পরিচালক ব্যতীত অন্য কারও স্বাক্ষর নেই।

- ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। ক্রয়কৃত সরঞ্জাম/মালামাল কে কখন কীভাবে সরবরাহ করেছে তার প্রমাণ সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রারে নেই। ঠিকাদার কর্তৃক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে মালামাল সরবরাহের আগে ডে-কেয়ার অফিসারদের কাছে কার্যাদেশের কপি/চালানের কপি সরবরাহ করা হয়নি বিধায় তারা বুঝে নেওয়া মালামাল / সরঞ্জামের সঠিক পরিমাণ ও গুণগত মান জানতো না। প্রকল্পের স্টক, বিল ও বিতরণ রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ১৪৭টি আইটেমের বিপরীতে ১৪৯.৭৫২ হাজার পণ্য বিতরণ করা হয়নি এবং প্রকল্প অফিসেও তা মজুদ নেই যার বিলকৃত মূল্য আনুমানিক ৮৭.৮৭ (সাতাশি লক্ষ সাতাশি হাজার) লক্ষ টাকা। মূলধন ও রাজস্ব খাতের ৭টি অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে বরাদ্দকৃত আইটেমের ক্রয় ও বিতরণের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র - ৬: ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী পণ্য ক্রয় ও বিতরণ

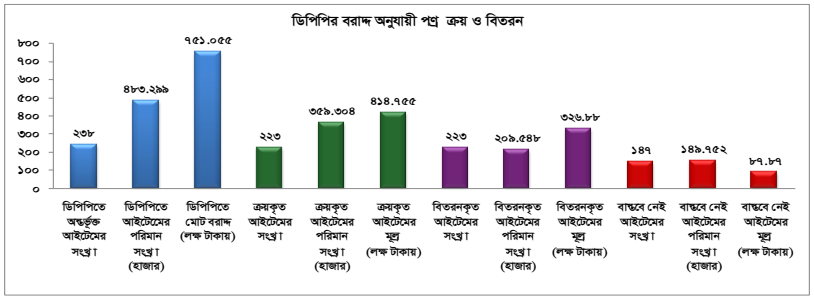

উৎস: এই গ্রাফটি প্রকল্পের বিভিন্ন নথি এবং ডে-কেয়ার অফিসার কর্তৃক প্রেরিত তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর সমাপ্তির ৯ মাসের মধ্যে নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে এবং ক্রয়ের উপর ১৬টি অডিট আপত্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি আপত্তি খুবই গুরুতর।

- ডিপিপির নির্দেশনা অনুযায়ী শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক ফি প্রতিমাসে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু প্রকল্প অফিস থেকে ডে-কেয়ার অফিসারদের যথাসময়ে শিশু ভর্তির মাসিক ফি আদায়ের জন্য কোন নির্দেশনা না দেওয়ার কারণে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১,০৯,৩০,০০০.০০ (এক কোটি নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১,৫১,৭৫,০০০.০০ (এক কোটি একান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা অনাদায়ি রয়ে গেছে যার বিস্তারিত তথ্য ৭-নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে।

চিত্র - ৭: বছরওয়ারী অনাদায়ি শিশু ভর্তির মাসিক ফি'র পরিমাণ

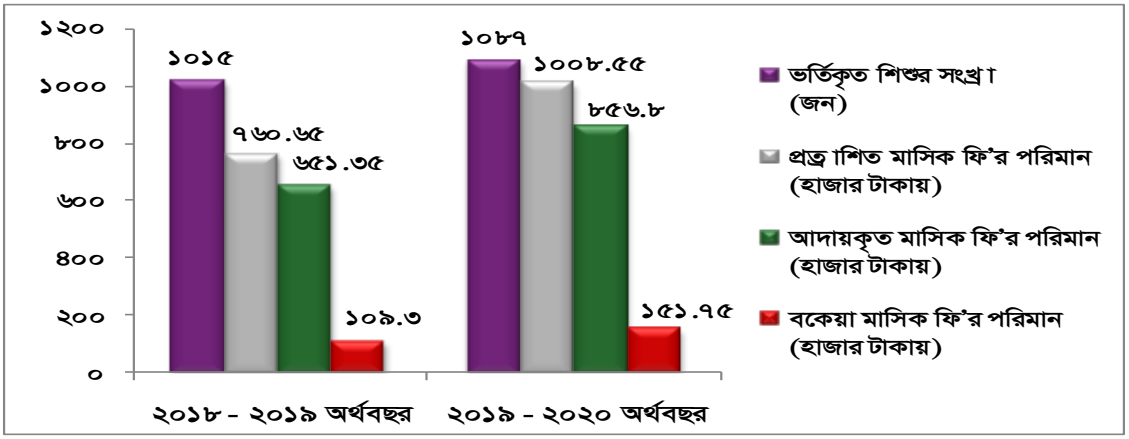

উৎস: এই গ্রাফটি প্রকল্পের ডে-কেয়ার অফিসার কর্তৃক প্রেরিত তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় প্রকল্পের ক্রয় ও ব্যয় কার্যক্রম সরকারের আর্থিক নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প কর্মীদের কোন ধরনের কারিগরি জ্ঞান নেই যা 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দক্ষতা' বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের এ ধরনের অদক্ষ ও অস্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৩(১)(ক) অনুযায়ী আর্থিক অসদাচরণের সামিল। প্রকল্প পরিচালককে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান প্রযুক্তিগতভাবে একটি কার্যকর ব্যবস্থা হলেও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কার্যকর ব্যবস্থা নয় বরং এটি প্রকল্পের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

২.৫ তদারকি ও মূল্যায়ন সিস্টেম

প্রকল্প প্রস্তাবের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে তদারকি এবং মূল্যায়নের একটি পরিকল্পনা ডিপিপিতে রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রমের যথাযথ প্রয়োগ ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণসহ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে তদারকির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং প্রকল্প কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি ও ফলাফল পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) গঠন করা হয়েছে। উভয় কমিটির গঠন পরিকল্পনা বিভাগের "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, ২০১৬ এর নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী গঠন করা হয়নি। পরিকল্পনা বিভাগের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী উভয় কমিটির সদস্য সচিব হবেন যথাক্রমে মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তা। কিন্তু বর্ণিত প্রকল্পের উভয় কমিটিতেই প্রকল্প পরিচালককে সদস্য সচিব করা হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের আরেকটি বাঁধা। এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি পিআইসির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে কমিটিতে রাখা হয়নি অথচ ফরমেটের বাইরে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কয়েকজন সদস্যকে উক্ত কমিটিতে রাখা হয়েছে।

পিএসসি ও পিআইসি কমিটির ত্রৈমাসিক সভা এবং মাসিক এডিপি সভার প্রতিবেদনের সংমিশ্রণে প্রকল্পটির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব প্রকল্প দলিলে উল্লেখ থাকলেও প্রকল্পের ৫ম বছরেও কোন মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়নি। এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের মাধ্যমে সম্পাদন করার কথা। এছাড়াও বিদ্যমান সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রকল্পের মঞ্জুরি ও বরাদ্দ ভিত্তিক নির্দিষ্টকরণ অডিট কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের সম্পন্ন করার কথা। সে অনুযায়ী এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও নিরীক্ষার চিত্র ৭- নম্বর সারণিতে দেখানো হয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও নিরীক্ষা বিভাগগুলির মূল্যায়নের চিত্র থেকে দেখা যায় পিএসসি, পিআইসি এবং এডিপি সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পরিমাপক হিসেবে বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি ও প্রকল্প এলাকায় ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন বিবেচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ PIC এবং PSC এর গঠন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি ভাল অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা হলেও ডিপিপিতে উল্লেখিত বছরভিত্তিক প্রকল্পের পরিকল্পিত কার্যক্রমের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা হয়েছে, কত ব্যয় করা হয়েছে এবং বছর শেষে কি অর্জন করা হয়েছে সে বিষয়ে উভয় কমিটি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। এছাড়া লগফ্রেমে উল্লেখিত যাচাইয়ের সূচকগুলির স্থিতি PIC এবং PSC দ্বারা যাচাই করা হয়নি।

সারণি - ৭: প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও নিরীক্ষার চিত্র

সভা/ পর্যবেক্ষণ/ নিরীক্ষা	সভা/ পর্যবেক্ষণ/ নিরীক্ষার সংখ্যা	আলোচনা/ পর্যবেক্ষণ/ নিরীক্ষার বিষয়বস্তু	সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ/ আপত্তি
পিআইসি	১০	▪ জনবল নিয়োগ ▪ ৪র্থ শ্রেণীর জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ▪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ▪ ডিপিপি সংশোধন ও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ▪ দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন ও বাড়ি ভাড়ার রেট নির্ধারণ ▪ কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন ▪ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু।	▪ যথাসময়ে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন ▪ ওটিএম পদ্ধতিতে জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ▪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ▪ ডিপিপি সংশোধন ও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ▪ দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন ও বাড়ি ভাড়ার রেট নির্ধারণ ▪ প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা ▪ বরাদ্দের শতভাগ বাস্তবায়ন ▪ ডিপিপি সংশোধন ও প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি ▪ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মধ্যে সকল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করতে হবে।
পিএসসি	৭	ঐ	ঐ
এডিপি	৩৮	ঐ	ঐ
আইএমইডি	২	▪ অঙ্গভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি ▪ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় ▪ প্রকল্পের এক্সিট প্লান ▪ কর্ম পরিকল্পনা ▪ ক্রয় পরিকল্পনা ▪ পিআইসি ও পিএসসি সভা ▪ দিবাযত্ন কেন্দ্রে উপকারভোগী শিশুর উপস্থিতি	▪ সরকারের বিভিন্ন স্থাপনায় স্থায়ীভাবে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ▪ রাজস্বখাতে নতুন অরগানোগ্রাম তৈরি করে জনবল নিয়োগ ▪ অডিট সম্পাদনের পরামর্শ ▪ প্রকল্পের তথ্য PMIS এ আপলোড ▪ নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠান ▪ ভালভাবে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রচারণা ▪ দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু না থাকার কারণ ব্যাখ্যা
নিরীক্ষা অধিদপ্তর	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা	▪ ডিপিপি, পিপিআর ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়।	▪ আরএফকিউ ও সরাসরি ক্রয়ের সিলিং সীমা অতিক্রম করে অতিরিক্ত ব্যয় সংক্রান্ত ৪টি আপত্তি। ▪ উচ্চমূল্যে বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ের উপর আপত্তি। ▪ বিভিন্ন খাতে ডিপিপিতে অনুমোদনের অতিরিক্ত ব্যয়। ▪ পার্টির নামে চেক ইস্যু না করে ডিডিও এর নামে চেক ইস্যু। ▪ চুক্তি অপেক্ষা আউটসোর্সিং ভাতার উপর অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ প্রদানসহ অন্যান্য অনিয়মিত ব্যয় সংক্রান্ত মোট ১৬টি আপত্তি।

উৎস: এই টেবিলটি ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত PIC, PSC ও ADP সভার কার্যবিবরণী এবং আইএমইডি ও নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদনের তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির নয় মাসের মধ্যে অডিট সম্পাদনের বিধান থাকলেও শুধু ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এক্সটার্নাল নিরীক্ষা করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য ডিপিপিতে খেলনা সামগ্রী, প্রচার, বিজ্ঞাপন ও মূল্যায়ন, শিক্ষা সামগ্রী, পোশাক, টয়লেট্রিজ সামগ্রী, ব্যবহার্য সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাব ও বিছানাপত্র, বার্নার ও ক্রোকারিজ খাতে ডিপিপিতে অনুমোদিত মূল বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ২,০৫,৫০,০০০/- (দুই কোটি পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লক্ষ টাকার সংশোধিত বরাদ্দ এবং অঙ্গভিত্তিক বাজেট বিভাজন যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত ছিল কিনা; উক্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রতিটি আইটেম উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ক্রয় করা হয়েছে কিনা; ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কিনা; এবং ইনপুট ও আউটপুটগুলির গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি দেখার দায়িত্ব নিরীক্ষা বিভাগের হলেও কেবল ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রমের আংশিক সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে এসব বিষয় প্রতিফলিত হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ৪র্থ অর্থবছরে অর্থাৎ ২২/১০/২০১৯ তারিখে আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের রংপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ছিল মাত্র ৩১.৮৮%। সে হিসেবে এটি ধীর অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্প হলেও আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা" বিষয়ক বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ০৪/০৯/২০১৯ তারিখের ২১.০০.০০০০.০২১.১৯.৯৯.০০১.১৯-৭৪ নম্বর পরিপত্র অনুযায়ী নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য সুপারিশ করা হয়নি এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডিকে প্রস্তাব দেয়নি। PIC ও PSC এর অনুমোদন ছাড়াই অনুমোদিত ডিপিপির একটি কম্পোনেন্টের ব্যয় অতিক্রম করে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিবির বরাদ্দ প্রায় ১২০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ৯টি খাতে আন্ত:খাত সমন্বয় করে ব্যয় করা হয়েছে।

আইএমইডি এর প্রতিনিধি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পণ্য,কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন অনুসরণ করে করা হচ্ছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করলেও অডিট বিভাগের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে কেনাকাটা করায় প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের উপর গুরুতর অডিট আপত্তি দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অতিরিক্ত বরাদ্দের অপব্যবহার করা হয়েছে যা PIC, PSC এর সভায় এবং আইএমইডি প্রতিবেদনের কোনটিতেই প্রতিফলিত হয়নি। "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিকল্পনা বিভাগের ১০/১০/২০১৬ তারিখের ২০.৮০৪.০১৪. ০০.০০.০১৪.২০১২ (অংশ-১)/২০৪ নম্বর পরিপত্র অনুযায়ী উভয় কমিটি ত্রৈমাসিক সভার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের লগ-ফ্রেমে বর্ণিত সূচকগুলির আলোকে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও প্রাপ্ত ফলাফলের গুণগত মান নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করেনি। এছাড়া উভয় কমিটি শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের চাহিদা মেটাতে দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবাসমূহ কতটা দক্ষ ও কার্যকর ছিল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করা হয়েছে কিনা এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী লক্ষ্যভূক্ত উপকারভোগী সেবা গ্রহণ করেছে কিনা এসব বিষয় যাচাই ও তদারকি করেনি এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও প্রদান করেনি। এছাড়াও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র মনিটরিং এর কোন তথ্য বা রেকর্ড এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

PIC ও PSC এর কর্মপরিধি অনুযায়ী তদারকির মান যথাযথ না হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের যথাযথ মনিটরিং না থাকায় এবং আইএমইডি ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়গুলি এড়িয়ে যাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। একটি পরিষ্কার মূল্যায়ন পরিকল্পনা এবং সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে প্রকল্পটি ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

৩. কার্যকারিতা

প্রতিবেদনের এই অংশে প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে প্রকল্পের দ্বারা সৃষ্ট অবকাঠামো এবং সেবাসমূহের অবদান কি ছিল তা পরীক্ষা করা হয়। নীচের টেক্সট বক্সে মূল্যায়ন মানদন্ড ও এর জন্য বর্ণিত প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলো। উক্ত প্রশ্নের উত্তর পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত সারও টেক্সট বক্সের নীচে প্রদান করা হলো।

কার্যকারিতা হলো প্রকল্প দলিলে সজ্ঞায়িত ও লগ ফ্রেমে বর্ণিত প্রত্যাশিত ফলাফল কতটা অর্জন করা হয়েছে তার একটি পরিমাপ। প্রকল্প দলিলের লক্ষ্য এবং সূচক ব্যবহার করে কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রশ্ন

- প্রকল্প দলিলে সজ্ঞায়িত শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের প্রত্যাশিত ফলাফল কতটা অর্জন করা হয়েছিল?
- দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবার চাহিদা এবং সরবরাহ দিকের মূল বাধাসমূহ চিহ্নিত ও সমাধান করা হয়েছে কিনা?
- শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের চাহিদা মেটাতে প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট দিবাযত্ন কেন্দ্রের কাঠামো এবং সেবাসমূহের কার্যকারিতা কতটা দক্ষ এবং কার্যকর ছিল?

প্রকল্পের কার্যকারিতা 'কম কার্যকর' হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের প্রত্যাশিত ফলাফল যাচাইযোগ্য সূচক অনুযায়ী বছরে ১২০০ জন শিশুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, সুষম খাদ্য, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং ৬০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ও টিকা প্রদান করার কথা। ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের সেবা প্রদানের চিত্র থেকে দেখা যায় ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হয়নি। ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার যথাক্রমে ৭১.৫৮% ও ৭৩.৩৩% শিশুকে সুষম খাবার, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং যথাক্রমে ৫৩% ও ৫৭% শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কোন কেন্দ্রে শিশুকে টিকা প্রদান করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বা পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে শিশুকে টিকা দেওয়া হয়নি। তবে ভর্তির সময় টিকা কার্ড পরীক্ষা করে শিশুদের ভর্তি করা হয়েছে।

চিত্র - ৮: ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের সেবা প্রদানের চিত্র

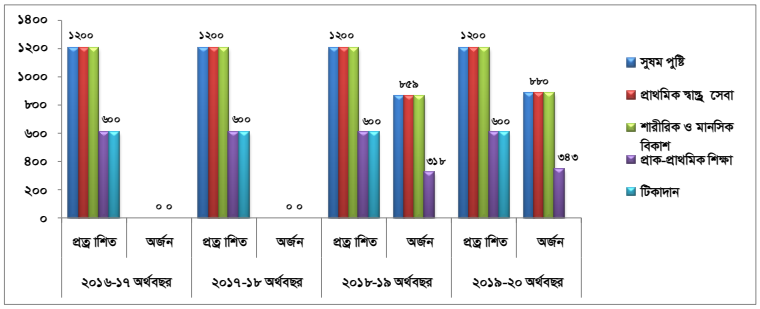

উৎস: এই গ্রাফটি প্রকল্পের ডিপিপি এবং ২০টি কেন্দ্রের শিশু ভর্তির মাসিক স্টেটমেন্ট ও সেবা প্রদানের তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

শিশুদের জন্য ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তখনই প্রস্তুত ও কার্যকর বলা যাবে যখন এখানে শিশুরা শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে সজাগ, আবেগগতভাবে সুরক্ষিত, সামাজিকভাবে সক্ষম এবং প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। সে কারণে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের চাহিদা মেটাতে প্রকল্পের সেবাসমূহ কতটা কার্যকর তা নিরুপণের জন্য ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কাঠামোগত এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মান মূল্যায়ন করা হয়। দেখা যায় যে প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো এবং সেবাসমূহের মান অনেক ক্ষেত্রেই কম কার্যকর ছিল।

৩.১ কাঠামোগত মান মূল্যায়ন

সম্প্রতি আইএমইডি "নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মহিলাদের শিশুর জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচি" এর আওতায় স্থাপিত ১১টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রর প্রভাব মূল্যায়ন করেছে। তাদের মূল্যায়ন দেখায় যে উচ্চমানের কেন্দ্র স্থাপনের মূল বাধা হলো কাঠামোগত দুর্বলতা। একটি উচ্চমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কাঠামোগত দিকগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য শিশু যত্ন ব্যবস্থার উপাদানগুলিকে একসাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ কারণে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কাঠামোগত মান মূল্যায়নে প্রতিটি কেন্দ্রের স্থান, আয়তন, শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রম, মাতৃদুগ্ধ পান করানো, শিশু অধিকার ও শিশুর জন্য শিক্ষণীয় শিশু বান্ধব বিভিন্ন পোস্টার দৃশ্যমান রাখা, কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জার পাশাপাশি কেন্দ্রের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিভাজন, শিশু নির্বাচন ও ভর্তি, শিশুর বয়স গ্রুপ ও গ্রুপের আকার, শিশু ও যত্নকারীদের অনুপাত, ডে-কেয়ার অফিসার, শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা ও যত্নকারীদের সাধারণ শিক্ষার স্তর ও অভিজ্ঞতা এবং তাদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১.১ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবস্থান, স্থান, আয়তন ও কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা পর্যবেক্ষণ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ও জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ তে বলা হয়েছে মায়ের দুধ শিশুর অধিকার আর এ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপন করতে হবে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩ তে বলা হয়েছে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও উদ্দীপনা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিকাশ সংক্রান্ত সেবা প্রদানের অবকাঠামো পূন:মূল্যায়নের মাধ্যমে তৈরি করা প্রয়োজন। কিন্তু ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রগুলির অবকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। প্রকল্প প্রস্তাবে কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান উল্লেখ থাকলেও ৬০ জন শিশু ও ১২ জন স্টাফের জন্য কত আয়তনের বাড়ি ভাড়া নিতে হবে এবং বাড়ির স্পেসিফিকেশনসহ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সজ্জা কেমন হবে তার কোন দিক-নির্দেশনা ছিলনা। সে কারণে অধিকাংশ কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত স্থানে ও নির্ধারিত মূল্যে উপযুক্ত আয়তনের বাড়ি ভাড়া করা সম্ভব হয়নি। একটি উচ্চমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের পূর্বে উল্লিখিত নীতিমালায় বর্ণিত শিশুসেবা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা না করেই 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরির কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন আয়তনের বাড়ি ভাড়া করার চিত্র দেখা যায়। এছাড়া 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরির কেন্দ্রের বিন্যাস ও সজ্জা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। 'বি' ক্যাটাগরির কেন্দ্রগুলি 'এ' ক্যাটাগরির তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের পণ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে। এছাড়াও ভাড়া বাড়ির নকশা ও আয়তন দিবাযত্ন কেন্দ্র সজ্জার জন্য উপযোগী নয়। ভাড়া বাড়ির মালিকগণ বাড়ির বাহিরে দৃশ্যমান স্থানে কেন্দ্রের সিটিজেন চার্টার টাঙ্গাতে দেয়না। ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বাড়ীর মান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য একটি প্রশ্নমালা (পরিশিষ্ট-গ) তৈরীপূর্বক ডে-কেয়ার অফিসারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় যা "দক্ষতা" বিভাগের ২.৩ এ বর্ণনা করা হয়েছে। দেখা যায় অধিকাংশ কেন্দ্রের কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। বর্তমানে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্ধারিত ভৌত অবকাঠামো থাকতে হবে। কাজেই ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রগুলির শিশুসেবার অবকাঠামো বর্ণিত আইন ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পুনঃগঠন করা প্রয়োজন।

৩.১.২ কেন্দ্রের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিভাজন

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার সুবিধার্থে কেন্দ্রগুলিকে 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ঢাকায় ৩টি কেন্দ্র এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জন্য ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ১৭টি কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্প দলিলে 'এ' ক্যাটাগরিতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ১৮০টি আসন এবং 'বি' ক্যাটাগরিতে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জন্য ১০২০ টি আসন নির্ধারিত ছিল যা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

চিত্র - ৯: ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ক্যাটাগরির বিভাজন।

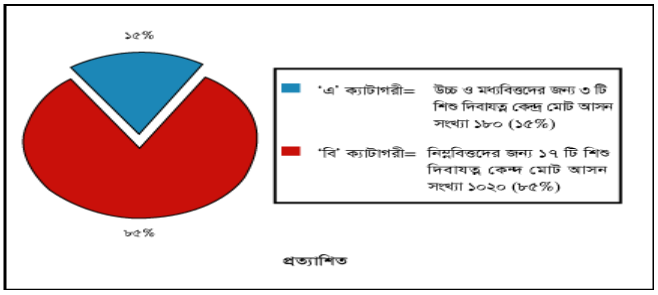

উৎস: এই গ্রাফটি প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রদত্ত তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরিতে নির্ধারিত আসন অনুযায়ী প্রত্যাশিত ফলাফল ২টি অর্থবছরে কতটা অর্জন করা হয়েছিল তা নিচের ৯ ও ১০ নম্বর চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। দেখা যায় যে ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'এ' ক্যাটাগরির কেন্দ্রগুলিতে যথাক্রমে ৬.৩৩% ও ৯.৫% উপকারভোগী সেবা গ্রহণ করলেও উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপকারভোগীর অংশগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ৩.৪% ও ৪.৩% ছিল। অবশিষ্ট উপকারভোগীরা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছিল। অনুরূপভাবে ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'বি' ক্যাটাগরির কেন্দ্রগুলিতে যথাক্রমে ৬৫.২৫% ও ৬৪% উপকারভোগী সেবা গ্রহণ করলেও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর উপকারভোগীর অংশগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ৬২.৬৭% ও ৬১% ছিল। অবশিষ্ট উপকারভোগীরা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছিল।

চিত্র - ১০: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণের চিত্র।

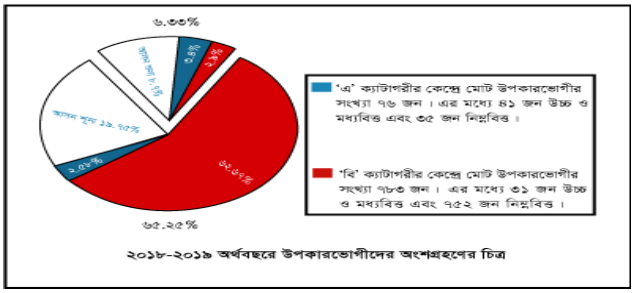

উৎস : এই গ্রাফটি প্রকল্পের ডিপিপি এবং ২০টি কেন্দ্রের ডে-কেয়ার অফিসার কর্তৃক প্রেরিত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণের তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র - ১১ : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণের চিত্র।

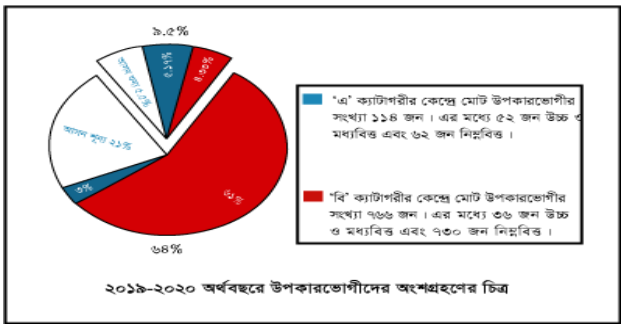

উৎস : এই গ্রাফটি প্রকল্পের ডিপিপি এবং ২০টি কেন্দ্রের ডে-কেয়ার অফিসার কর্তৃক প্রেরিত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উপকারভোগীদের অংশগ্রহণের তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

কেন্দ্র ভিত্তিক উপকারভোগীদের অংশগ্রহণের প্রকৃত চিত্র থেকে দেখা যায় যে উভয় ক্যাটাগরিতে উচ্চ, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর উপকারভোগীদের মিশ্রণ ঘটেছে। অর্থাৎ ডিপিপির শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কেন্দ্র পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে কেন্দ্রগুলির শ্রেণী বিভাজন যুক্তিযুক্ত হয়নি। কারণ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় শুধু উচ্চ ও মধ্যবিত্তের বসবাস নয় বরং সেখানে নিম্নবিত্তরাও বসবাস করছে। তাই শ্রেণী বিভাজন না করে সবার জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত রাখলে আসন শূন্য থাকার সম্ভাবনা কমে আসবে।

৩.১.৩ শিশু নির্বাচন ও ভর্তি, শিশুর বয়স গ্রুপ ও গ্রুপের আকার, শিশু ও যত্নকারীদের অনুপাত

প্রকল্প প্রস্তাবে শিশু, প্রি-স্কুল ও প্লে এই তিনটি গ্রুপে শিশুদের বিভক্ত করে সাধারণ যত্ন প্রদান ও কেন্দ্রগুলির কার্যক্রম শুরু করার আগে শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকাসহ একটি অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি শিশু গ্রুপের আকার, আকার অনুযায়ী শিশু নির্বাচন, ভর্তি ও অপেক্ষমাণ তালিকা প্রণয়ন এবং যত্নকারী ও শিশুর অনুপাত ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবকাঠামোগত মানের উল্লেখযোগ্য উপাদান হলেও দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে কোন নির্দেশিকা বা গাইডলাইন তৈরি করা হয়নি। এছাড়া অবকাঠামোগত মানের ন্যূনতম মান নির্ধারণকারী কোন বিধান ছিলনা। সে কারণে প্রতিটি কেন্দ্রে ডিপিপি বহির্ভূত উপকারভোগীদের শিশু ভর্তি করা হয়েছে এবং শিশুর মা কর্মজীবী কিনা তা নিশ্চিত করা হয়নি। এমনকি শিশু ভর্তির সময় কর্মজীবী নারীর চাকুরির প্রত্যয়ন পত্র নেওয়া হয়নি। এছাড়াও শিশু ভর্তি ও বাতিলের কোনো নিয়মকানুন ছিল না এবং শিশুর মাসিক চাঁদা আদায়ের কোন বাধ্যবাধকতাও ছিল না।

৩.১.৪ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা টিমের সদস্যদের শিক্ষার স্তর, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা

অবকাঠামোগত মানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো ডে-কেয়ার অফিসার, শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা ও যত্নকারীদের সাধারণ শিক্ষার স্তর, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অব্যাহত মূল্যায়ন। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা ও যত্নকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তুত করা। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলনগুলি একটি ছোট শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে কতটা সুস্থ, স্কুলে প্রবেশের জন্য কতটা শিখছে এবং তাদের সাথে শিশুর সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া কতটা নির্ভরযোগ্য তা নির্ধারণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া শিশুর জীবনের প্রথম ৩-৪ বছর মস্তিষ্ক বিকাশের একটি সংকটময় সময়। সে কারণে যত্নকারীদের সেবার গুণগতমান এই সময়ের মধ্যে শিশুর বিকাশের একটি প্রধান নিয়ামক।

১২ জন সদস্য বিশিষ্ট দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা টিমের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার স্তর সারণি নম্বর- ০৮ এ দেখানো হয়েছে। দেখা যায় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোন প্রশিক্ষণ হয়নি অথচ তারা দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। বিশেষত: আয়া এবং কুক যথাক্রমে শিশুর সুস্থতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্য তৈরিতে সরাসরি সম্পৃক্ত। অথচ তাদের প্রাথমিক যত্ন কৌশলের উপর কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। আউটসোর্সিং কোম্পানির মাধ্যমে নিয়োগ ও ঘনঘন পরিবর্তন হওয়ায় তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

সারনী-৮: ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা টিমের সদস্যদের সাধারণ শিক্ষার স্তর, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ।

কর্মচারী	সাধারন শিক্ষার স্তর	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	প্রশিক্ষণের সময়কাল	অভিজ্ঞতা
ডে-কেয়ার অফিসার	মাস্টার্স	ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, শিশু ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার পরিচালনা	০১ মাস	সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।
স্বাস্থ্য শিক্ষিকা	প্যারামেডিকেল অথবা নার্সিং ডিপ্লোমা	ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশ ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি	০৫ দিন	সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।
শিক্ষিকা	এইচএসসি পাশ ও কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।	ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, শিশুর শারীরিক, মানসিক বিকাশ ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি	০৫ দিন	সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।
আয়া, কুক ও নিরাপত্তা প্রহরী	অষ্টম শ্রেণী পাশ	কোন প্রশিক্ষণ হয়নি।	-	সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।
পরিচ্ছন্নতাকর্মী	পঞ্চম শ্রেণী পাশ	কোন প্রশিক্ষণ হয়নি।	-	সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।

উৎস: এই টেবিলটি প্রকল্পের ডিপিপি এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নথির তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

ডে-কেয়ার অফিসারদের শুধু মাস্টার্স সনদ রয়েছে, কিন্তু শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় "ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, শিশু ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার পরিচালনা" বিষয়ে তাদের জন্য ১ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শিশু ব্যবস্থাপনা কৌশল, শিশু ভর্তি নির্দেশিকা, শিশুর অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরিকরণ, বয়স অনুযায়ী শিশুদের খাদ্য তালিকা ও শিক্ষাক্রম প্রস্তুতকরণ এবং শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উক্ত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। এ কারণে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনায় ডে-কেয়ার অফিসারদের কাজের অনেক ঘাটতি ছিল। স্বাস্থ্য শিক্ষিকাদের প্যারামেডিকেল অথবা নার্সিং ডিপ্লোমা এবং শিক্ষিকাদের শুধু এইচএসসি সনদ রয়েছে। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং শিক্ষার জন্য প্রধান দায়িত্ব পালনের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা তাদের নেই বিধায় প্রকল্প থেকে শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য শিক্ষিকাদের জন্য পাঁচ দিনের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেবল শিশুদের সাথে কীভাবে খেলতে হয় তা শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য শিক্ষিকাদের শেখানো হয়েছে। কিন্তু ডিপিপি'র লগফ্রেমে বর্ণিত শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ফলাফল অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সেবার বাস্তবায়ন করার যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রদান করা হয়নি। শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাযথ না হওয়ায় এবং প্রশিক্ষণ যথাযথ না হওয়ায় শিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও অবদান সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই।

৩.২ সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মান মূল্যায়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৪.২ এ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্বকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে শুরু থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সুতরাং প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি এসডিজি-৪ অর্জনের প্রতিবেদন তৈরির জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর প্রারম্ভিক সেবার গুণগত মান এবং ফলাফলগুলি মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণের জন্য ডেটা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য পরিমাপ অত্যন্ত প্রয়োজন।

জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের যত্ন ও সমন্বিত নীতি, ২০১৩ তে বলা হয়েছে যে শিশুনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন, শিশুর বয়স ও বিকাশের ধাপ অনুযায়ী প্রারম্ভিক বিকাশমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং শিশুদের প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করার আগে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের সাথে পরামর্শ করে একটি অপারেশন গাইডলাইন তৈরি করে স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন নেওয়ার কথা প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ থাকলেও তা করা হয়নি বিধায় প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও যত্নের গুণগত মান উন্নত করতে এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সক্রিয় করতে কোন নির্দেশিকা, সরঞ্জাম বা টেমপ্লেট ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে কর্মীরা কার্যকরভাবে উল্লেখিত সেবাসমূহ প্রদান করেছিল কিনা তা জানতে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে তাদের মতামত নেওয়া হয়। প্রশ্নমালাটি পরিশিষ্ট- খ তে সংযুক্ত করা হয়েছে। সকল ডে-কেয়ার অফিসার জানায় যে প্রকল্প অফিস থেকে সঠিক কোনো নির্দেশনা না থাকায় এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় তারা কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেনি। শিশুর সামগ্রিক বিকাশ প্রারম্ভিক সেবার গুণগত মানের উপর নির্ভর করলেও সেবার ন্যূনতম মান নির্ধারণকারী আইন বা বিধান ছিল না। সে কারণে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সেবা প্রদানের সময় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে কিনা তা এই বিভাগে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.২.১ শিশুর সাধারণ যত্ন

প্রকল্প প্রস্তাবে শিশুর দিবাকালীন সাধারণ যত্নের বিধানগুলো হলো সকাল ৮ ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখে সুষম খাবার প্রদান, শিশুদের ২ সেট করে পোশাক দেওয়া, শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, গোসল করানো ও খাওয়ানোসহ অন্যান্য যত্ন নেওয়া। এছাড়া চিত্তবিনোদনের জন্য টিভি দেখানো, শিশুদের জন্মদিন পালন, বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দিবস পালন করা। এছাড়ও ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সী শিশুদের এবং অপুষ্ট শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া, ২-৪ বছর বয়সী শিশুদের গল্প শোনানো ও অন্যান্য খেলার মাধ্যমে যত্ন নেওয়া। ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মীদের সাথে এসব বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় যে শিশুর সাধারণ যত্নের উল্লিখিত কাজগুলি প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কম-বেশী পালন করা হয়েছে।

৩.২.২ শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির "শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষা উপকরণসমূহ ব্যবহার করে শিশু, প্রি-স্কুল ও প্লে এই তিনটি গ্রুপে শিশুদেরকে বিভক্ত করে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পাঠদান করার কথা প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে যা প্লানিং কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিরও সিদ্ধান্ত। কিন্তু শিশু একাডেমির উক্ত প্রকল্পের সাথে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর সাথে সমন্বয় করে শিশুদের বয়স গ্রুপ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ নির্ধারণ করা হয়নি। এমনকি শিক্ষা উপকরণগুলি ক্রয়ের সময়ও বোর্ডের তালিকা অনুসরণ করা হয়নি এবং বয়স গ্রুপ বিবেচনা করা হয়নি। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন বয়স গ্রুপের শিশুদের অংশগ্রহণের চিত্র নিম্নে দেখানো হলো। নিম্নের চিত্র থেকে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী শিশুর অংশগ্রহণের হার ৩৯%। অর্থাৎ প্রতিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী শিশু (৪ বছর থেকে ৬ বছর) গড়ে আনুমানিক ১৭ জন। অপরদিকে প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়ের শিশুর (২.৫ বছর থেকে ৪ বছর) আনুমানিক সংখ্যা ১৫ জন। এই পর্যায়ের শিশুদের সংখ্যার ধারণা শুরু হয় ৩ বছর বয়স থেকে। কিন্তু প্রতিটি কেন্দ্রে ৬০ জন শিশুর জন্য অভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে যা শিশুর মেধা বিকাশ ও প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য উপযোগী নয়। যেমন ৩ বছর বয়সী শিশুদের সংখ্যার ধারণা বিকাশের জন্য কোনো বই সরবরাহ করা হয়নি। পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও পাঠদান করা হয়নি বিধায় প্রতিবছর ভর্তিকৃত শিশুর ৬০০ জনকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

চিত্র - ১২: বিভিন্ন বয়স গ্রুপের শিশুর অংশগ্রহণের চিত্র

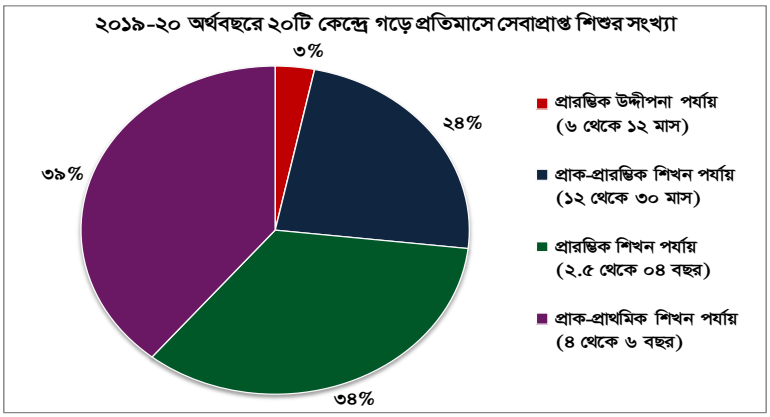

উৎস: এই গ্রাফটি ২০টি কেন্দ্রের ডে-কেয়ার অফিসার কর্তৃক প্রেরিত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বয়স গ্রুপভিত্তিক শিশু ভর্তির মাসিক স্টেটমেন্ট হতে তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়। কাজেই এক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাঠ্যবই ক্রয় করে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিক্ষাসামগ্রী এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেখানো হলো।

সারণি-৯: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিক্ষাসামগ্রী এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা।

ক্রমিক নম্বর	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সরবরাহকৃত শিক্ষা উপকরণ
১	আমার বই	সোনামনিদের বাংলা পড়া
২	এসো লিখতে শিখি	এসো লেখা শিখি
৩	ফ্ল্যাশ কার্ড	এসো ছবি আঁকি
৪	ফ্লিপ চার্ট	একের ভিতর ছয়
৫	ব্যঞ্জণবর্ণ চার্ট	সোনামনিদের বর্ণমালার ছড়া
৬	স্বরবর্ণ চার্ট	Sonamonider ABC
৭		Sonamonider Nursery Rhymes
৮		My hand writing book (I)
৯		My picture word book (I)
১০		My picture word book (II)

ক্রমিক নম্বর	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সরবরাহকৃত শিক্ষা উপকরণ
	গল্পের বই	
১	টিং টংকের গল্প	রণীর বন্ধু ভয়ংকর দানব
২	লাল পোকার গল্প	
৩	অপুর বিড়াল	
৪	বেড়ানোর একদিন	
৫	বর্গরাজা ও ত্রিভুজরানি	
৬	চাচা বাজারে যান	
৭	ফুল ফোটার আনন্দ	
৮	খুশি একদিন কুসুমপুরে	
৯	কোথায় আমার মা	
১০	মজার মামা	

উৎস: এই টেবিলটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট এবং ২০টি কেন্দ্রে বই বিতরণের তালিকা হতে তৈরি করা হয়েছে।

পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও পাঠদান করা হয়নি বিধায় প্রতিবছর ভর্তিকৃত শিশুর ৬০০ জনকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে ২০জন ডে-কেয়ার অফিসারের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা জানায় সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও দিকনির্দেশনা না থাকায় ২০টি কেন্দ্র আলাদা আলাদা সময় ও রুটিন অনুসরণ করে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করেছে।

৩.২.৩ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

শিশুদের সেবা প্রদানের চিত্র থেকে দেখা যায় শিশুর রোগ প্রতিরোধ, শারীরিক উন্নতি ও অসুস্থতা পরিচালনার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সবচেয়ে মৌলিক উপাদানগুলি ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে আঘাত এবং দুর্ঘটনার উপযুক্ত পরিচালনা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও রক্তস্বল্পতা সহ শৈশবের নিয়মিত রোগগুলির প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতি নির্ণয় এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা, শিশুর নিয়মিত দাঁত, চোখ এবং কান পরীক্ষা এবং শিশুর বিকাশ বিলম্ব হওয়া, অসুস্থতা বা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও নির্দেশিকা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ছিলনা। এছাড়া দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের এ ধরনের বিশেষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কোন অর্থায়ন নেই বিধায় প্রতিবছর ১২০০ জন শিশুকে প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত মানের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি কেন্দ্রে কেবল একটি করে ফার্স্ট এইড বক্স সরবরাহ করা হয়েছিল যা শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য যথেষ্ট নয়। সকল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু বিকাশের স্ক্রিনিং মূলত টিকাদান এবং ওজনকে কেন্দ্র করে। শিশুদের ইপিআই প্রদানের সুযোগ, ভিটামিন এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর কথা প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ থাকলেও নির্দেশিকার অভাবে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর শিশুদের ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ করে শিশুর জন্য গ্রোথ মনিটরিং চার্ট, এবং শিশুর স্বাস্থ্য কার্ড সংরক্ষণ করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। ২ বছরের নিচে ১৬০০ জন শিশুকে অর্থাৎ বছরে ৩২০ জন শিশুকে পোলিও টিকা প্রদান এবং ৩২০ জন মাকে টিটি ইনজেকশন প্রদান করার উল্লেখ থাকলেও এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে শিশু ভর্তির সময় টিকা কার্ড গ্রহণ করা হয়েছে এবং মা'কে যথাসময়ে টিকা দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনার অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও সুস্থতা সম্পর্কে এবং শিশুর ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে করণীয় বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষিকার ভূমিকা, দায়িত্ব এবং অবদান সম্পর্কে স্বাস্থ্য শিক্ষিকাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। উপরন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দুর্বল হওয়ায় তাদের মধ্যে যথেষ্ট পেশাগত জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩.২.৪ শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি

প্রকল্প প্রস্তাবে বছরে ১২০০ জন শিশুকে সুষম খাবার প্রদানের জন্য জনপ্রতি ৮০ (আশি) টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং শিশুদের ৩টি বয়সগ্রুপে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পূরণের জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিযুক্ত সুষম খাবার প্রদানের জন্য সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা তৈরির কথা উল্লেখ রয়েছে। সে অনুযায়ী শিশুদের খাবারের আইটেমগুলো নির্ধারণ করে খাদ্য সরবরাহকারী ঠিকাদারদের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয়েছে যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি-১০: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা।

দিন	সকাল	দুপুর	বিকাল	মন্তব্য
রবিবার	দুধ + পাউরুটি	ভাত +ডাল + আলু +শাক + মুরগীর মাংস + লেবু	ওয়েফার + কলা/অন্য যে কোন মৌসুমী ফল কর্তৃপক্ষের পছন্দ অনুযায়ী	**মাসে একদিন উন্নত খাবার (পোলাও ও মাংস) খাওয়ানো হয়।**
সোমবার	দুধ + সুজি	ভাত +ডাল + আলু +সবজি +ডিম + লেবু	বিস্কুট ও আপেল/অন্য যে কোন মৌসুমী ফল কর্তৃপক্ষের পছন্দ অনুযায়ী	
মঙ্গলবার	দুধ + সেমাই	ভাত +ডাল + সবজি + মাছ+লেবু	কেক (ইউসুফ ব্র্যান্ডের) ও কলা/অন্য যে কোন মৌসুমী ফল	
বুধবার	দুধ + পাউরুটি	ভাত +ডাল + আলু +শাক + মুরগীর মাংস + লেবু	ওয়েফার/ বিস্কুট ও কমলা/আপেল ও অন্য যে কোন মৌসুমী ফল	
বৃহস্পতিবার	দুধ + সুজি	সবজি খিচুড়ী + ডিম + লেবু	জুস ও কলা বা যে কোন মৌসুমী ফল	

উৎস: প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত খাদ্য তালিকা।

শিশুদের সঠিকভাবে খাওয়ানো তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এটি সর্বোত্তম বৃদ্ধি এবং বিকাশকেও উৎসাহিত করতে পারে, বিশেষ করে জন্ম থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্ক বিকাশের সংকটময় সময়ে। দুই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য শিশুদের পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়। দেখা যায় উপরের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকাটি বয়স উপযুক্ত নয়। কোন বয়স গ্রুপের জন্য কি পরিমাণ খাবার প্রয়োজন তা তালিকায় উল্লেখ নেই বিধায় ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সের সকল শিশুকে একই ধরনের খাবার সম পরিমাণে বণ্টন করা হয়। দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অংশগ্রহণের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৬ মাস থেকে ২.৫ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যথাক্রমে ২৮% ও ২৭% যারা উক্ত খাদ্য তালিকার সব ধরনের খাবার খাওয়ার উপযোগী নয়। এমনকি তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ খাবারের পরিমাণও শিশু উপযোগী নয়।

মায়ের দুধ সংরক্ষণসহ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কোন বিধি-বিধান কেন্দ্রগুলিতে ছিলনা বিধায় কেন্দ্রের সাপ্তাহিক খাদ্যনীতি শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করেনা। এজন্য স্ট্যান্টিং, কম ওজন, বেশি ওজন বা স্থূলতা শিশু খাদ্য ও পুষ্টি বাস্তবায়ন ফোকাসের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। শিশুর খাদ্য ও পানি জীবাণুমুক্ত ও নিরাপদ কিনা, শিশুর খাবার গ্রহণের ব্যবহৃত থালা, গ্লাস, চামচ ও হাত জীবাণুমুক্ত পানি দিয়ে ধৌত করা হয় কিনা, শিশুর খাবার নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয় কিনা, শিশুকে সঠিক পরিমাণ খাবার প্রদান করা হয় কিনা, অপুষ্ট শিশুদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও বিশেষ যত্ন প্রদান করা হয় কিনা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো নির্দেশনা না থাকায় দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে এ সকল বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা ও পরিকল্পনা নেই। মানসম্মত সেবা প্রদানের যথোপযুক্ত মানদণ্ডের অনুপস্থিতি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ফলাফলের সাফল্যকে রোধ করেছে। যেমন দৈবচয়নের মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, কর্মকমিশন সচিবালয় পরিদর্শন করে দেখা যায় চারজন শিশুকে একটি ডিম ভাগ করে দেওয়া হয় অথচ প্রত্যেকের জন্য একটি করে ডিম বরাদ্দ রয়েছে। এমনকি অনেক কেন্দ্রে কার্যাদেশ অনুযায়ী ঠিকাদারের কাছ থেকে খাদ্য দ্রব্যাদি সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া হয়নি এবং শিশুদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার প্রদান করা হয়নি। তদারকি না থাকায় শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.২.৫ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ

প্রকল্প প্রস্তাবের প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা হলো ২০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর ১২০০ জন শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা। শিশুর জীবনে প্রথম পাঁচ বছর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় শিশুর যত্ন ও বর্ধন পরিমাপ অত্যাবশ্যক। শিশুর শারীরিক বিকাশ পরিমাপ করতে হলে ওজন ও উচ্চতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানের সাথে তুলনা করতে হয়। কিন্তু শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিতে ছেলে ও মেয়ে শিশুর ওজন ও উচ্চতার আদর্শমানের তালিকা ছিলনা বিধায় স্বাস্থ্য শিক্ষিকারা শিশুর অপুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনো গঠনমূলক পরিকল্পনা, খেলাধুলার উপকরণ নির্বাচন, শিশুর স্বাস্থ্য মূল্যায়ন ও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। স্নেহ-মমতা, যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার, রোগমুক্ত শরীর, দূষণমুক্ত পরিবেশ, খেলনা ও চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বস্তু শারীরিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে শিশুর টিকা প্রদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নির্ধারিত সময়ে গোসল, খাবার গ্রহণ, নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ, খেলাধুলা, ঘুম ইত্যাদি শিশুর সুষ্ঠ দৈহিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ২০টি কেন্দ্রে শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে ফোকাস করে শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রমের রুটিন তৈরি করা হয়নি। শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি বাস্তবায়ন ফোকাসের ক্ষেত্র হিসেবে শিশুর শারীরিক বিকাশকে চিহ্নিত করা হয়নি। এছাড়া শারীরিক বিকাশের সূচক নির্ধারণ করা হয়নি এবং গ্রোথ মনিটরিং চার্ট তৈরি করা হয়নি বিধায় শিশুদের শারীরিক উন্নয়নের অগ্রগতি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। শারীরিক বিকাশের মত মানসিক বিকাশ শিশু মনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, গাজী হোসনে আরা'র মতে শিশুর মানসিক বিকাশ সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, ধারণা, ভাষা, বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি ও কল্পনা

ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আবর্তিত (গাজী হোসনে আরা, ২০১৫)। বিস্তৃত গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশুর লালনপালন, উদ্দীপনা এবং শিশুদের সাথে যত্নদাতাদের মিথস্ক্রিয়া শিশুদের শেখার দক্ষতা যেমন জোরদার করে তেমনি সারা জীবনের জন্য শিশুর মস্তিষ্কের কার্যকারিতা পরিবর্তন করতে পারে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে যত্নকারী ও অন্যান্য শিশুর প্রতি সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে এবং চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের খেলনা ও বস্তুকে ঘিরে শিশুর মানসিক বিকাশ গড়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রে শিশুদের দৈনন্দিন খেলাভিত্তিক কার্যক্রমে যত্নকারীদের সম্পৃক্ততা, বয়স উপযুক্ত খেলনা, বই ও সঠিক খেলাধুলার উপস্থিতি এবং যত্নের শর্তাদি সেবার মানের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়নি। যেমন শিশুর পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে খেলা ও একাকী খেলার জন্য পর্যাপ্ত খেলনা এবং শিশুর বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা ও ভাষা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বই ছিলনা। এছাড়া শিশুর সাথে যত্নকারীরা কীভাবে আচরণ করবে, কীভাবে সাড়া দিবে সেবিষয়ে তাদের কোন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে কিনা তা নিরূপণের কোন টুলস ব্যবহার করা হয়নি। এ সকল বিষয়ে শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য শিক্ষিকাদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়নি বিধায় শিশুদের মানসিক বিকাশের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। বয়স অনুযায়ী চিত্তবিনোদনের কার্যক্রম ঠিক করা হয়নি। শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য শিশুদেরকে খেলার মাঠ, শিশু পার্ক ও জাদুঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও এ পর্যন্ত কোন সেন্টার থেকে শিশুদের এসব জায়গায় নেওয়া হয়নি। তবে বিনোদনের জন্য প্রতিটি সেন্টারে টিভি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে কেন্দ্র করে বয়স উপযুক্ত শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রম তৈরি করা হয়নি এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ করা হয়নি।

৪. প্রভাব

প্রতিবেদনের এই বিভাগে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। নীচের টেক্সট বক্সে মূল্যায়ন মানদন্ড ও এর জন্য নির্বাচিত প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন করা হলো। প্রশ্নসমূহের উত্তর পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত সার টেক্সট বক্সের নিচে প্রদান করা হলো।

প্রভাব মানদন্ডটি প্রকল্প দলিলে বর্ণিত প্রভাবের পরিমাণ নির্ধারণ করে। এই ধরনের মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপ-মানদন্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

মূল্যায়ন প্রশ্ন

- লক্ষ্যভূক্ত নারী ও শিশুর উপর প্রকল্পের প্রভাব কেমন ছিল? (নারীদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মস্থলে অংশগ্রহণ বেড়েছে কিনা; সেবাগ্রহণকৃত শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশে কতটা পরিবর্তন হয়েছে?
- কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন; প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা, লিঙ্গ, আঞ্চলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের উপর প্রকল্পের প্রভাব কত বড় ছিল?
- প্রভাব স্তরের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে কতটা অবদান রেখেছে?

প্রকল্পের প্রভাব 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিমিত প্রভাব' হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

কোন প্রকল্প যদি তার মূল লক্ষ্যগুলি অর্জন করে তবে ধরে নিতে হবে প্রকল্পটির প্রভাব রয়েছে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত প্রভাব বিবৃতি এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও ডিপিপির পর্যবেক্ষণ কাঠামোর যাচাইযোগ্য সূচক প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৪.১ নারী ও শিশুর উপর প্রভাব

নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রকল্পটির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত প্রাথমিক সুবিধাভোগীরা হলেন কর্মজীবী নারী এবং তাদের ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশু। প্রকল্পের লক্ষ্য ও যাচাইযোগ্য সূচক অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ১২০০ জন কর্মজীবী নারী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা পাবে এবং সমসংখ্যক শিশু মা-বাবার অবর্তমানে মাতৃস্নেহে দিবাকালীন যত্ন পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নারীদের কর্মস্থলে অংশগ্রহণ বেড়েছে কিনা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিনা; সেবাগ্রহণকৃত শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে তা নিরুপণের জন্য জরিপ করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু করোনা মহামারির কারণে তা সম্ভব হয়নি। ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২০০ জন কর্মজীবী নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশার মোট ১৬৪৭ জন নারী ২০টি কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করেছে যা ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে। শতকরা ১৪% নিম্ন মধ্যবিত্ত, ২৯% নিম্নবিত্ত এবং ৫০% দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী নারী, যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছাত্রী

গৃহকর্মী, গৃহশিক্ষক, গৃহবধূ, দর্জি, পার্লারকর্মী, প্রশিক্ষণার্থী, দিনমজুর হিসেবে কর্মরত দিবাযত্ন কেন্দ্রে তাদের শিশুর জন্য জায়গা সুরক্ষিত করতে সক্ষম হন। তাদের শিশুরা বাড়ির চেয়ে আরও বেশি পুষ্টি ও শিক্ষার সুযোগের সংস্পর্শে এসে উপকৃত হয়েছে। এছাড়া দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু ভর্তি করে ৯ জন ছাত্রী কর্মজীবনের সম্ভাবনার উন্নতির জন্য আরও পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে। এই সুবিধাগুলি যথেষ্ট জীবন পরিবর্তনকারী সুবিধা। কিন্তু ১৩ নম্বর চিত্র হতে দেখা যায় যে মোট উপকারভোগীর মাত্র ৭% উচ্চ ও মধ্যবিত্ত এবং ৯৩% নিম্নবিত্ত ও দারিদ্রসীমার নিচে। অর্থাৎ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদেরকে প্রকল্পের সেবা আকর্ষণ করতে পারেনি।

চিত্র - ১৩

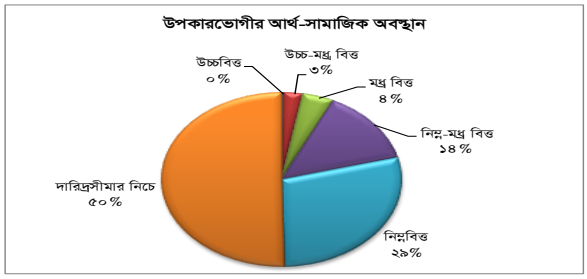

চিত্র - ১৪

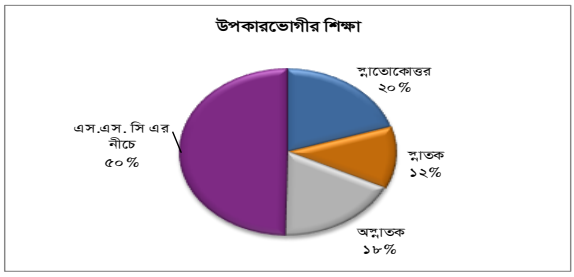

উৎস: এই গ্রাফটি ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবাগ্রহণকারী উপকারভোগীদের তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র - ১৫

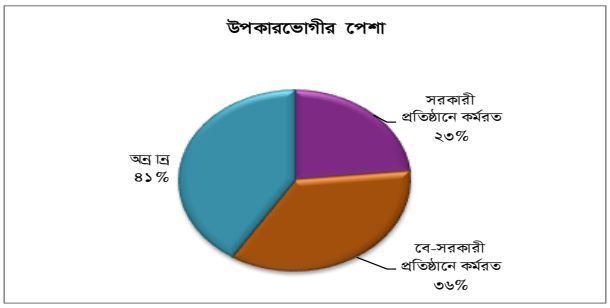

উৎস: এই গ্রাফটি ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সেবাগ্রহণকারী উপকারভোগীদের তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন বয়স গ্রুপের শিশুর অংশগ্রহণের চিত্র 'কার্যকারিতা' বিভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে (চিত্র-১২)। দেখা যায় বিভিন্ন বয়স গ্রুপের শিশুর অংশগ্রহণে বিরাট বৈচিত্র্য রয়েছে। চিত্র নম্বর-১২ হতে দেখা যায় ৬ মাস থেকে ১ বছর বয়সী শিশুদের অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ৩%। আনুষ্ঠানিক দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায়ের শিশুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়নি। ১২ মাস থেকে ৩০ মাস বয়সী শিশুদের অংশগ্রহণ ছিল ২৪% এবং ২ বছর ৬ মাস থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুদের অংশগ্রহণ ছিল ৩৪%। জীবনের প্রথম ৩-৪ বছরে দ্রুত মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে। কাজেই এই সময়ের মধ্যে শিশু যত্নের গুণগত মান শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের একটি প্রধান নির্ধারক। এই শিশুরা স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং ভালোমানের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পেলে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তার বাইরে সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। ৪-৬ বছর বয়সী শিশুদের অংশগ্রহণের হার ৩৯% যা সবচেয়ে বেশি ছিল। কাজেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কভারেজ বৃদ্ধি পেতো যদি শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা হতো। তবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ নিয়মানুবর্তিতা শিখেছে। যেমন খাওয়ার আগে ও পরে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া, নখ ও চুল পরিষ্কার রাখা এবং কেন্দ্রে আসার পূর্বে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা। শিশুদের বয়সভিত্তিক পুষ্টির তালিকা না থাকলেও কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। কাজেই বলা যায় তাদের পুষ্টিও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে ডেটা সীমাবদ্ধতার কারণে শিশুদের মধ্যে কম ওজন ও স্ট্যান্টিং প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে কিনা, তাদের পুষ্টির অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। অংশগ্রহণকারী শিশুদের ওজন নেওয়া হয়েছে তবে উচ্চতা অনুসারে শিশুর ওজন উপযুক্ত কিনা তা রেকর্ড করা হয়নি। এই কারণে সেবাগ্রহণকৃত শিশুদের পুষ্টির অবস্থানটি চিহ্নিত করা যায়নি। শিশু ভর্তি ও উপস্থিতির চিত্র-০৩ হতে দেখা যায় তালিকাভুক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে প্রতি মাসে গড়ে মাত্র ৮৬৯ জন নারী সেবা নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেবামূল্য প্রদান করে শিশু ভর্তি করলেও প্রকৃতপক্ষে গড়ে প্রতি মাসে মাত্র ৬১১ জন উপকারভোগীর শিশু নিয়মিত সেবা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে শতকরা ২৯ ভাগ উপকারভোগীর শিশু নিয়মিত কেন্দ্রে উপস্থিত ছিল না।

এছাড়া ১১টি দিবাযত্ন কেন্দ্রে কোনো অপেক্ষমাণ তালিকা নেই; ৪টি দিবাযত্ন কেন্দ্রের অপেক্ষমাণ তালিকা খুবই নগন্য এবং বাকি ৫ টির তালিকাও খুব বেশি বড় নয়। ভর্তিকৃত শিশুর উপস্থিতির সংখ্যা এবং চাঁদা প্রদানের হার দেখে প্রতীয়মান হয় যে শিশুর পিতা-মাতা প্রকল্পের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি বা দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা পছন্দ হয়নি অথবা তাদের দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রয়োজন নেই। মূলত: প্রকল্পের কার্যক্রমগুলির মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা গ্রহণের উপকারভোগীদের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি।

এছাড়া প্রকল্পটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য নকশা করা হয়নি বিধায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে এসকল শিশুদের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে অংশগ্রহণ এবং সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, বিনোদন, শিক্ষা ও শিশুর জন্য অনুকূল পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ এ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু একটি সাধারণ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্বাভাবিক সেট-আপের মধ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের যত্ন দেওয়া তখনই সম্ভব যদি কেন্দ্রটি তাদের যত্ন দেওয়ার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো এবং জনবল কাঠামো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য উপযোগী নয় বিধায় তাদের কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ এসকল শিশুদের বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করাসহ তাদের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা, মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য বিশেষ যত্ন ও সেবার প্রয়োজন। যেমন মানসিক সমস্যায় রয়েছে এমন শিশুদের নিয়মিত থেরাপি প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী বা কেয়ার গিভার এবং সামাজিক ও মানসিক কাউন্সেলিং করার জন্য মনো-সামাজিক কাউন্সিলর/থেরাপিস্ট প্রয়োজন। তাই সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী বর্তমানে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের যত্নের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

৪.২ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন

কর্মজীবী নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা তাদের দারিদ্র বিমোচন করা প্রকল্পটির প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য না হলেও এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রকল্পটির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে ২৪৮ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হয়েছে এর মধ্যে ১৬৯ জন নারী। এছাড়া প্রকল্পের উপকারভোগী ১৬৪৭ জন নারীর অধিকাংশ নতুন করে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং তাদের কর থেকে রাষ্ট্রের আয় এবং তাদের বর্ধিত ক্রয় শক্তি অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারছে। পরিমাপযোগ্য সূচক যেমন ১২০০ জন শিশুর মা যদি বেতনভুক্ত শ্রমশক্তিতে থাকে তবে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির সাথে জিডিপিও বৃদ্ধি পাবে।

৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা

প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা হলো সম্পদের দক্ষ এবং কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটির মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়নি। উদাহরনসরুপ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ২০টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৩টি কেন্দ্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। বাকি ১৭টি কেন্দ্র বেসরকারি ভাড়া বাড়িতে স্থাপন করায় অধিদপ্তরের মালিকানাধীন বা স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে ২৪৮ জন জনবলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ধরে রাখার কোন নীতি নেই। এজন্য উক্ত জনবল শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সেবা প্রদানের ধারণা অর্জন করলেও এই সেক্টরে মানব সম্পদের উন্নতি প্রাতিষ্ঠানিক সমৃদ্ধিতে দেখানো যাবে না। প্রকল্পের আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হলেও প্রকল্পের ৫ম বছরেও কোন গবেষণা, মূল্যায়ন নির্দেশিকা বা ডাটাবেইজ তৈরি করা সম্ভব হয়নি বিধায় আউটপুট হিসেবে তা দেখানো যাচ্ছেনা। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সেবাসমূহের মূল্য (সারণি-১১) এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে প্রকল্প মেয়াদ শেষে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিচালনা ব্যয় সেবামূল্য হতে মিটানো সম্ভব হবে না।

সারণি -১১: বর্তমান শিশু সেবামূল্য

দিবাযত্ন কেন্দ্রের ক্যাটাগরি	ভর্তি ফি	মাসিক চাঁদা
‘এ’ ক্যাটাগরির কেন্দ্র	২৫০ টাকা	৫০০ টাকা
‘বি’ ক্যাটাগরির কেন্দ্র	বিনামূল্যে ভর্তি	৫০ টাকা

নিম্নের চিত্র থেকে দেখা যায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর আসন সংখ্যা ও মাসিক ফি অনুযায়ী প্রত্যাশিত বাৎসরিক রিটার্ন ১৬.৯২ লক্ষ টাকা। কিন্তু ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কেন্দ্র চালু না হওয়ার কারণে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

চিত্র - ১৬: প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক রিটার্ন

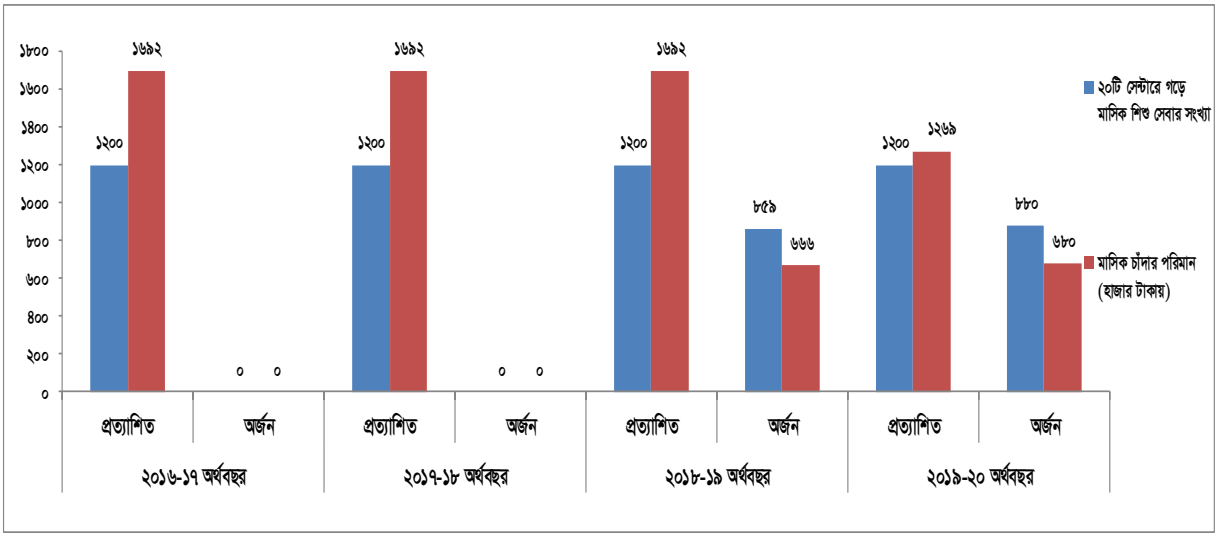

উৎস: এই গ্রাফটি ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের শিশু ভর্তি ও সেবামূল্যের তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩৯.৩৬% এবং ৫৩.৫৮% অর্জন হয়েছে যা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের খুবই সামান্য। কাজেই দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা ও এর রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ ভর্তুকি ছাড়া সম্ভব হবে না। তবে পরোক্ষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কিছু প্রভাব রয়েছে যেমন প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে যা মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৪.৪ জেন্ডার বৈষম্য

প্রকল্পের উপকারভোগী চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী চাকরিজীবী পিতা-মাতার সন্তানদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসহ অত্র প্রকল্পের ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র শুধু কর্মজীবী নারীর শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সমাজে অনেক সিঙ্গেল কর্মজীবী পিতা থাকতে পারে তবে এসব কেন্দ্রে তাদের শিশুর জন্য স্থান বরাদ্দ নেই। কাজেই সমাজে তাদের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের অসম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৪.৫ আঞ্চলিক বৈষম্য

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে ৮টি বিভাগের মাত্র ১৯টি জেলা শহরে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন করে আরও ১১টি জেলায় ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ ৬৩টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শুধু ২৮টি জেলা শহরে শিশু দিবাযত্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা নিম্নের মানচিত্রে দেখানো হলো। দেখা যায় প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে বড় ধরনের আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য এ প্রকল্পের আওতায় শুধু ঢাকাতেই ১০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যখন ৩৬টি জেলা শহরের কর্মজীবী পিতা-মাতা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুযোগ হতে বঞ্চিত। এছাড়াও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিতে সকল স্তরের কর্মজীবী নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত আঞ্চলিক এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের ফলে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আয়ের কর্মজীবী নারীর শিশুদের অসম প্রারম্ভিক বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়েছে। যেমন ২০টি কেন্দ্রের মধ্যে ঢাকার বাইরের জেলা শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কর্মজীবী নারী তাদের শিশুর দিবাকালীন সেবার জন্য সুযোগ পাচ্ছেনা। এখানে শিশু তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রেও অঞ্চলগুলির মধ্যে বড় পার্থক্য দেখা যায়।

চিত্র - ১৭ : মানচিত্রে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবস্থান

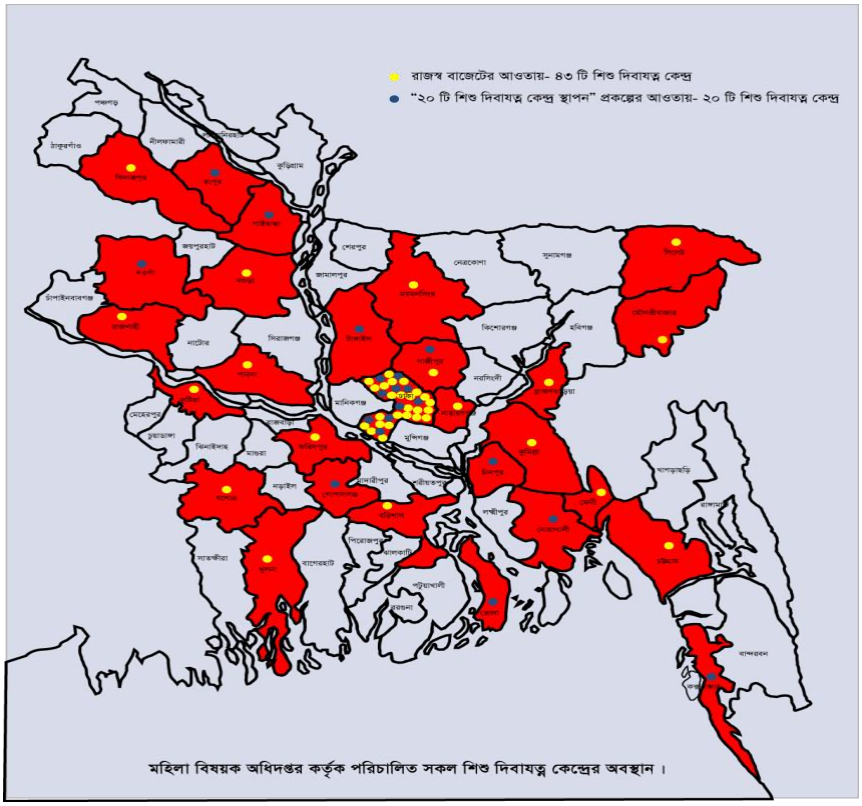

উৎস : প্রকল্প এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রসমূহের তথ্য হতে তৈরি করা হয়েছে।

৪.৬ আর্থ-সামাজিক বৈষম্য

চিত্র-৯ হতে দেখা যায় এই প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারীদের জন্য শুধু ঢাকায় ৩ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (ধানমন্ডি, নির্বাচন কমিশন ও মতিঝিল) বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কেন্দ্র ৩টি কে 'এ' ক্যাটাগরিতে রেটিং করে মোট আসনের ১৫% অর্থাৎ ১৮০ জন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারীকে সেবা দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে স্থাপিত বাকি ১৭ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র 'বি' ক্যাটাগরিতে রেটিং করে মোট আসনের ৮৫% অর্থাৎ ১০২০ জন নিম্ন ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারীকে সেবা দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। গর্ভকালীন অবস্থা থেকেই একজন কর্মজীবী মা দুশ্চিন্তায় থাকেন যে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটানোর পর তার সন্তানকে কোথায় নিরাপদে রাখতে পারবে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে প্রকল্প এলাকায় একজন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারী প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ৩টি কেন্দ্র ছাড়া অন্য কেন্দ্রগুলিতে তার শিশুকে রাখার জন্য সুযোগ পাচ্ছেনা। একইভাবে ঢাকার উচ্চ ও মধ্যবিত্তের জন্য বরাদ্দকৃত ৩টি কেন্দ্রে একজন নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারী প্রয়োজনে তার শিশুকে রাখার জন্য সুযোগ পাচ্ছেনা। এখানে বড় ধরনের আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া কেন্দ্রগুলিকে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীতে বিভাজন করায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুণগত সেবার অসম মান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন "এ" ক্যাটাগরির কেন্দ্রগুলিতে উন্নতমানের আসবাব ও খেলনা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে এবং "বি" ক্যাটাগরিতে নিম্নমানের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যে সকল আয়ের কর্মজীবী নারীর শিশুরা যাতে প্রারম্ভিক যত্নের সুযোগ হতে বঞ্চিত না হয় এবং প্রারম্ভিক বিকাশের বৈষম্য পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। সেজন্য সকল জেলায় সকল শ্রেণীর কর্মজীবী পিতামাতার শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা প্রয়োজন।

৫. টেকসই

প্রতিবেদনের এই বিভাগে প্রকল্পের সৃষ্ট ফলাফল টেকসই করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নিচের টেক্সট বক্সে মূল্যায়ন মানদন্ডের জন্য নির্বাচিত প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন করা হলো। প্রশ্নসমূহের উত্তর পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত সার টেক্সট বক্সের নিচে প্রদান করা হলো।

টেকসই মানদণ্ডটি প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি স্থায়ী ও অব্যাহত রাখার সম্ভবনা কতটুকু তার একটি পরিমাপ। প্রকল্পের স্থায়ীত্ব মানদণ্ডটি প্রকল্প মেয়াদকালে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক সংস্থান যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনার দিকে নির্দেশ করে।

মূল্যায়ন প্রশ্ন

- প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও সুবিধাদি অব্যাহত রাখার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা?
- ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবাগুলি সরবরাহের মূল বাধা কি ছিল? সেবাগুলির জন্য পর্যাপ্ত এবং কার্যকর চাহিদা তৈরি হয়েছে কিনা?
- ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য সেবার মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের আর্থিক ক্ষমতার মাধ্যমে কেন্দ্র পরিচালনা এবং রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় মেটানো সম্ভব কিনা?

মূল্যায়ন ফলাফল: প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার 'সম্ভবনা কম' হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও ফলাফল টেকসই করার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকগুলির মধ্যে ২০টি কেন্দ্রের স্থায়ী স্থাপনা ও সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় জনবলের রক্ষণাবেক্ষণ, গুণগত সেবা সরবরাহ ও সেবার চাহিদা নিরূপণ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ও মূলধন খাতের পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রমাগত অর্থায়ন স্থায়িত্বের পূর্বশর্ত হিসেবে মূল্যায়ণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলি নিশ্চিত করার কী অঙ্গীকার প্রকল্প দলিলে রয়েছে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে কী নিশ্চিত করা হয়েছে তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

৫.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় জনবলের রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি ও ফলাফল টেকসই করার উপায় নির্ধারণ প্রকল্প প্রস্তাবের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রকল্প নকশা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রয়োগ দ্বারা এটি প্রভাবিত হয়। প্রকল্প শেষ হলে প্রকল্পের কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর এবং অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ডে-কেয়ার) এবং জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সকল ব্যয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব তহবিল থেকে নির্বাহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কী হবে তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র ডিপিপির ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ নেই। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি বিধায় প্রকল্পের সুবিধাদি ও ফলাফল টেকসইয়ে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। যেমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর স্থায়িত্ব এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি এবং প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত নীতি প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। রাজস্ব বাজেটের আওতায় শিশুর দিবাকালীন সেবা নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করার জন্য নতুন অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত করে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রকল্পের ৪র্থ অর্থবছরেও শুরু হয়নি। এই সেক্টরের সাফল্য এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ীত্বের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের প্রাপ্যতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মীদের ধরে রাখার কোন নীতি নেই। অন্যদিকে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে মানবসম্পদ উৎপাদন করতে খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়গুলি পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত বা সমন্বিত করা হয়েছে। তাই পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ প্রাপ্যতার অভাবসহ প্রকল্প পরবর্তী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মীদের অপসারণ এই সেক্টরের সাফল্য এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বকে বাধা দিতে পারে। মানবসম্পদ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করা না গেলে এই সেক্টরের স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করবে।

৫.২ ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থায়ী স্থাপনা ও সরকারি মালিকানা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি টেকসই হতে পারে যদি সঠিকভাবে স্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা যায়। ৩০/১১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার স্থানীয় কার্যালয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও সেবিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। দেখা যায় ২০টি কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৩টি কেন্দ্রের জন্য স্থায়ী স্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বাকি ১৭টি কেন্দ্র বেসরকারি ভাড়া বাড়িতে পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতায় অন্যান্য সংস্থার নিজস্ব কোন ভবন না থাকায় স্থায়ীভাবে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ নির্ধারিত আয়তন ও ভাড়ার মধ্যে প্রকল্প এলাকায় বাড়ি পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও বছর বছর ভাড়া বৃদ্ধির জন্য বাড়িওয়ালাদের চাপ থাকায় প্রকল্পের শেষ অর্থবছরেও ১৭টি কেন্দ্রের স্থান ও ভাড়া চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন জেলায় শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে অথবা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী স্থাপনায় স্থান বরাদ্দ নেওয়ার ব্যবস্থা না করা হলে কেন্দ্রগুলির স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করবে।

৫.৩ গুণগত সেবা সরবরাহ ও কার্যকর সেবার চাহিদা

দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা সঠিক উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেবার চাহিদা বাড়ানোর জন্য সেবার মান উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটি গুণগত মানসম্মত শিশুর প্রারম্ভিক সেবা তৈরি এবং সরবরাহের জন্য গ্রহণ করা হলেও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, প্রারম্ভিক শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রদানের ব্যবস্থাটি কেমন হবে সে বিষয়ে সামগ্রিক ধারণার অভাব রয়েছে বিধায় এই বিষয়গুলি এখনও প্রকল্প সেবার উল্লেখযোগ্য ও কার্যকর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি যা 'কার্যকারিতা' বিভাগে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত পাঁচটি সেবার গুণগত মান এবং কভারেজ কীভাবে উন্নত করা হবে তা এখনও বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। কারণ শিশুর প্রারম্ভিক সেবা যে একটি বিশেষায়িত সেবা সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারক বা পিতা-মাতা বা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছে স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই শিশুর প্রারম্ভিক সেবার গুণগত মান এবং সর্বোত্তম সেবার অনুশীলন এখনও বাংলাদেশে সার্বজনীন ধারণা নয় বিধায় মান সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমান্তরাল আগ্রহ দ্বারা পর্যাপ্ত পর্যায়ে যায়নি। আইএমইডি'র বর্তমান পর্যবেক্ষণ চর্চাও শিশুর প্রারম্ভিক সেবার গুণগত মান কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে যা ফলাফল প্রাপ্তির স্থায়িত্ব এবং সেবাগুলির আরও উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। সে কারণে ২০টি কেন্দ্রে শিশু এবং তার মা'কে কীভাবে সেবা দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে খুব কম তথ্য নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

অনুরূপভাবে, দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী খাত হতে পারে যদি গুণগত মানসম্মত শিশুর প্রারম্ভিক সেবা তৈরি করা যায় এবং সেবাগুলির জন্য সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। প্রকল্পের ডেটা বিশ্লেষণে দেখা যায় উচ্চ ও মধ্যবিত্তের জন্য ১৫% আসন বরাদ্দ ছিল (চিত্র-৯)। এর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাত্র ৬.৩% ও ৯.৫% সেবা গ্রহণ করেছে (চিত্র-১০ ও ১১)। অন্যদিকে নিম্নবিত্তের জন্য ৮৫% আসন বরাদ্দ থাকলেও ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাত্র ৬৫.২৫% ও ৬৪% সেবা গ্রহণ করেছে (চিত্র-১০, ১১)। এর বিস্তারিত মূল্যায়ন 'কার্যকারিতা' ও 'প্রভাব' অংশে আলোচনা করা হয়েছে। 'বি' ক্যাটাগরির ১৭টি সেন্টারের উপকারভোগীদের জন্য যথেষ্ট প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন বিনামূল্যে শিশু ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মাসিক চাঁদার পরিমাণও খুবই নগণ্য (৫০ টাকা/মাস) এবং 'এ' ক্যাটাগরির ৩টি সেন্টারের শিশু ভর্তি এবং মাসিক চাঁদার পরিমাণ (৫০০ টাকা/মাস) সহনীয় পর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও উভয় ক্যাটাগরির কেন্দ্রে শিশু ভর্তির হার শতভাগ পূরণ হয়নি। প্রদত্ত শিশু ভর্তি ও অপেক্ষমাণ তালিকার তথ্য থেকে নিশ্চিত বলা যায় প্রকল্পটি আশানুরূপ চাহিদা তৈরি করতে পারেনি যা 'প্রভাব' বিভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির পর সকল সরকারি অফিসের কার্যক্রম জুলাই, ২০২০ থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের উপকারভোগীদের কাছ থেকে কোন চাহিদা পাওয়া যায়নি। এটার কারণ হচ্ছে প্রকল্পের অবকাঠামোগত গুণমানের অভাব বা সেবার মান অপর্যাপ্ত বা সেবার যথাযথ প্রচারণা হয়নি।

৫.৪ দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল

প্রকল্পের সুবিধাগুলি বজায় রাখার জন্য তহবিল সুরক্ষিত করা অতীব জরুরি। প্রকল্প পরবর্তী প্রয়োজনীয় জিওবি অর্থের কী পরিমাণ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের MTBF বাজেটের আওতায় সংস্থান রাখতে হবে তার একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ডিপিপির ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ নেই। অপরদিকে ভাড়া বাড়িতে ১৭টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ক্রমাগত অর্থায়ন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের MTBF বাজেটের আওতায় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের আনুমানিক মাসিক ব্যয় ৮১,১৬,৭৭০ টাকা এবং প্রত্যাশিত মাসিক আয় ১,৪১,০০০ টাকা যা ব্যয়ের মাত্র ০.৭০% পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্প দলিলে প্রকল্প শেষে শুধু প্রকল্পের কার্যক্রম একবছর চলমান রাখার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা নেই। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের MTBF বাজেটের আওতায় ক্রমাগত অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। আইএমইডি'র সাম্প্রতিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির আয় বাড়িয়ে টেকসই করা সম্ভব। আইএমইডি'র প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ১১টি দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক ও নিবন্ধন ফি বেশ কম। কিন্তু নিম্ন ও মধ্য আয়ের কর্মজীবী নারীরা তাদের শিশুর জন্য আরও বেশী খরচ করতে রাজী যাতে তাদের শিশুরা উচ্চমানের সেবা পেতে পারে। আইএমইডি'র মূল্যায়নের ফলাফলের আলোকে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন আয়ের কর্মজীবী নারীর মধ্যে জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৩১৩ জন কর্মজীবী নারীর মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগ উত্তরদাতা জানায় যে তাদের শিশু গৃহকর্মীর কাছে নিরাপদ নয়। জরিপ প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট-'ঘ' তে দেওয়া হয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায় কর্মজীবী নারীরা মাসে সর্বনিম্ন ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা হতে সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত গৃহকর্মী বাবদ খরচ করে (চিত্র-১৮)। শতকরা ৪৮ ভাগ উত্তরদাতা যাদের মাসিক আয় ৮০০০-১৯০০০ টাকার মধ্যে, জানায় যে সরকারি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের উন্নত সেবা পেতে মাসে ৫০০ টাকা দিতে রাজী (চিত্র-১৯)। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়ের কর্মজীবী নারীর সেবামূল্য প্রদানের হার দেখানো হলো।

চিত্র - ১৮: শিশুর পরিচর্যার জন্য গৃহকর্মী বাবদ মাসিক খরচ

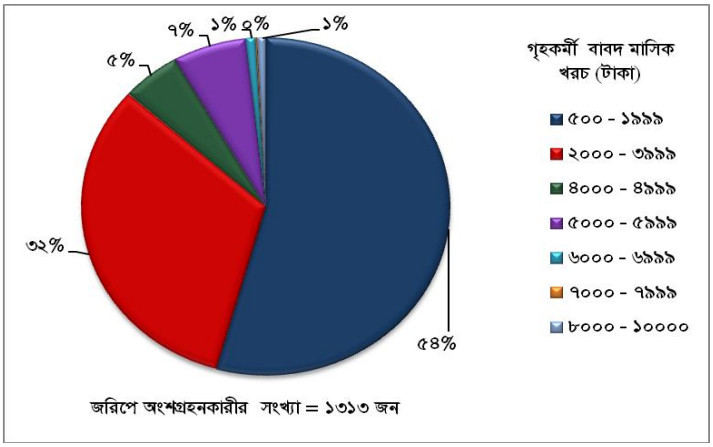

উৎস: প্রকল্প এলাকায় জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রাফটি তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র - ১৯: শিশুর পরিচর্যার জন্য সেবামূল্য দিতে আগ্রহী

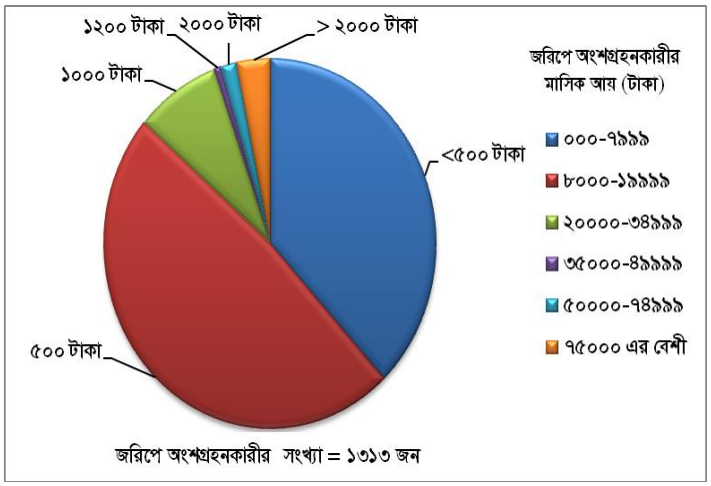

উৎস: প্রকল্প এলাকায় জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রাফটি তৈরি করা হয়েছে।

উপরের ১৮ ও ১৯ চিত্র হতে দেখা যায় দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যয় সেবামূল্য হতে মেটানোর জন্য সেবার যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে, অন্যথায় ২০টি কেন্দ্রের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভর্তুকি প্রয়োজন।

এছাড়া ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য উচ্চমূল্যে নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করায় মূলধন খাতের পণ্যের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। যেমন দুই বছরের মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্রের ফ্রিজ ও ওভেন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। অথচ মূলধন খাতে ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য অনুযায়ী কমপক্ষে দশ বছর স্থায়িত্ব থাকবে এরকম পণ্য ক্রয় করা যেত। সেকারণে ২০টি কেন্দ্রের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে সেবাগুলির জন্য ভর্তুকি এবং সেবামূল্য নির্ধারণের বিষয়গুলি পুনঃমূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের তহবিল ব্যয় হওয়ার পরও প্রকল্প আরও তিন বছর অব্যাহত রাখার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটি বর্তমানে যে অবকাঠামো নিয়ে চলছে তা আউটপুট টেকসই করার জন্য যথেষ্ট নয়। শিশুদের জন্য মঙ্গলজনক ফলাফল আনতে হলে বাজেটের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত ও শক্তিশালী প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। এছাড়া সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প পরবর্তী সময়ে অব্যাহত রাখার জন্য বর্ণিত সমস্যাগুলির সমাধানসহ ক্রমাগত অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন হবে।

৬ মূল্যায়ন হতে শিক্ষণীয়

এই অনুচ্ছেদে প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ জীবন চক্রের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন থেকে উদ্ভূত ইতিবাচক ও নেতিবাচক সাধারণ সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন থেকে এমন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজের সাথে সম্পর্কিত এবং নীতিগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক।

১. শুধু প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নই যথেষ্ট নয়, আশানুরূপ ফলাফল পেতে প্রকল্পটি সুপরিকল্পিত হতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাগুলি টেকসই হওয়ার পূর্ব শর্তগুলি কীভাবে পূরণ সম্ভব তা অবশ্যই ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে অন্যথায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হবে এবং প্রকল্প হতে সৃষ্ট সুবিধাগুলি স্থায়িত্ব হারাবে।

২. প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দই যথেষ্ট নয়, এটি কার্যকর ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যদি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে পেশাদার লোকজন থাকে এবং দক্ষ পিআইসি ও পিএসসিসহ কার্যকর তদারকি ও মূল্যায়ন সিস্টেম থাকে।

৩. প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাগুলি টেকসই করার সম্ভাবনা খুঁজে বের করার উত্তম পন্থা হলো প্রকল্পের মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন। কারণ একমাত্র মধ্যমেয়াদি মূল্যায়নই প্রকল্পের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রমানভিত্তিক জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারে যা প্রকল্প সংশোধন এবং ভবিষ্যৎ বাজেট বরাদ্দের জন্য অতীব প্রয়োজন।

৪. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়নে প্রযোজ্য নীতি যেমন শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯ ইত্যাদির প্রতিফলনসহ লিঙ্গ বৈষম্য, আর্থ-সামজিক এবং আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।

চ উপসংহার

“২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সমন্বিত সেবার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সেবার মধ্যে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শারীরিক ও মনস্তাত্বিক সুস্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সাধারণত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। এজন্য একটি সুস্পষ্ট সংহত ও সমন্বিত নীতি কাঠামো দ্বারা শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সরবরাহ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা না থাকায় শিশুর উন্নতমানের প্রারম্ভিক সেবাগুলি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া এসব সেবার জাতীয় মান নির্ধারণকারী কোনো বিধি-বিধান না থাকায় বিভিন্ন দিবাযত্ন কেন্দ্র বিভিন্নভাবে সেবা সরবরাহ করেছে। ফলে বিদ্যমান ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা সরবরাহের মধ্যে একাত্মতার অভাব রয়েছে এবং শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য মানসম্পন্ন সেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, প্রকল্প শুরু হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, কর্মী নিয়োগ ও কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন এবং ৪১.৯০% আর্থিক অগ্রগতি একটি সন্তোষজনক অর্জন। মূলত: প্রকল্পটি পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সন্তোষজনক ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কৌশল অনেক ক্ষেত্রেই কম কার্যকর ছিল। প্রকল্পের PIC এবং PSC সভার প্রতিবেদনগুলিতে প্রকল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকরী কোনো উপায় বা সুপারিশ ছিল না যা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। এছাড়া অপরিকল্পিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, প্রকল্প পরিচালনা ইউনিটে দক্ষ জনবলের অভাব এবং দুর্বল প্রশাসনের অস্তিত্ব প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল। ফলে প্রকল্পটি লগফ্রেমে উল্লেখিত সূচকগুলি অর্জন করতে পারেনি।

জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং দক্ষতার একটি সন্তোষজনক স্তর অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এই মুহূর্তে প্রকল্পটি সামগ্রিকভাবে কর্মজীবী নারীর শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশে সহায়তা প্রদানের জন্য ভাল মূল্য সরবরাহ না করলেও প্রতিটি কেন্দ্রের সেবাসমূহ উপকারভোগীরা ইতিমধ্যে ব্যবহার করছে। কাজেই কর্মীদের অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ, ২০টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৫টি কেন্দ্রের স্থান ও আয়তন পরিবর্তনসহ ২০টি কেন্দ্রেরই অবকাঠামো এবং শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা প্রোগ্রামগুলির আরও উন্নতি প্রয়োজন। এই সেক্টরের উন্নতির জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন প্রবর্তন করা হয়েছে এবং বিধিমালা প্রণয়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া শিশু অধিকার সনদ এবং দেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অগ্রাধিকার নীতিতে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সেবাগুলি স্বীকৃত এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের MTBF বাজেটের আওতায় উল্লিখিত খাতে আর্থিক বরাদ্দ, এগুলি এই সেক্টরের উন্নতির জন্য সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং সমর্থন প্রদর্শন করে। কাজেই এই সেক্টরের উন্নতির জন্য ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তাগুলি নির্ধারণের জন্য সেবার বিভিন্ন দিক যেমন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, মান এবং আর্থিক পরিচালনা ইত্যাদি পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা দরকার। অন্যথায় এসব তথ্যের অভাবে এই সেক্টরে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের ক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশীজন চ্যালেঞ্জ করবে।

ছ সুপারিশ

উন্নতমানের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলি শিশুর স্বাস্থ্যকর বিকাশে সহায়তা করে। তাই পরবর্তীকালে এসব শিশুর জীবনে আর ব্যয়বহুল বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। ফলে শিশুর পরিবার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করে উপকার পেতে পারে এবং সঞ্চয় করতে পারে। এ কারণে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নতুনরূপে স্থাপন ও পরিচালনাসহ ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত পাঁচটি মানদণ্ড-প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা, প্রভাব এবং টেকসই এর আলোকে সুপারিশগুলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৪.২ সহ প্রযোজ্য সকল নীতি ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের নাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করা এবং সকল সরকারি অফিসে শিশু পরিচর্যা সুবিধা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করার সুপারিশ করা হলো। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল নীতি ও পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন পদ্ধতি-২০১৬" এর ফরমেট অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করার সুপারিশ করা হলো। সুনির্দিষ্টভাবে উক্ত ফরমেটের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ১০, ১১, ১৩, ১৫.৪, ১৬, ১৮, ২২, ২৪ ও ৩১ এর নির্দেশনা অনুযায়ী লগফ্রেম, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার ব্যবস্থা, প্রকল্পের কার্যাবলী, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান, প্রধান প্রধান আইটেমের স্পেসিফিকেশন, কার্যক্রম ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, প্রকল্পের প্রভাব ও ঝুঁকি এবং প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সঠিকভাবে প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হলো।

২. এ ধরনের দুর্বল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের অর্থ অপচয় রোধ করতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও অনুমোদনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রেরণের সুপারিশ করা হলো যেন সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন পদ্ধতি-২০১৬ যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি উৎসাহিত হয়।

৩. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প তৈরির সময় বৈজ্ঞানিক প্রমাণকের উপর ভিত্তি করে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুণগত স্তর, সিস্টেমের কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সেবাসমূহের সমন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন ও কার্যক্রম ভিত্তিক বাজেট প্রণয়নসহ প্রকল্পের আউটপুট কীভাবে টেকসই হবে সেটা বোঝার যথেষ্ট জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী এবং বাস্তবায়নকারী কর্মচারী ও গবেষকদের কার্যকর নীতিগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সংক্রান্ত ব্যাপক গবেষণার জন্য আলাদা তহবিল সরবরাহ করতে হবে যেন প্রমাণ ভিত্তিক ফলাফল ও অর্থনীতির ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৪. প্রকল্পের সুষ্ঠু ও কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি মৌলিক এবং কেন্দ্রীয় অংশ হতে হবে। প্রকল্পের আর্থিক ফলাফলের অভ্যন্তরীণ চেক এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অপচয়মূলক ও সন্দেহজনক ব্যয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য ব্যয়গুলির বিস্তারিত বিবৃতির ত্রৈমাসিক আর্থিক পর্যালোচনা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে হওয়া প্রয়োজন। এজন্য ৪র্থ কিস্তির অর্থ সয়ংক্রিয়ভাবে ছাড়ের আগে KPI দ্বারা ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির ব্যয়ের যথার্থতা অবশ্যই যাচাই করা প্রয়োজন। এছাড়া বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিমাপ, রিপোর্টিং এবং যাচাইকরণ (MRV) সিস্টেমগুলি অপরিহার্য এবং একে অপরের পরিপূরক হতে হবে। সীমিত পাবলিক তহবিল ব্যয় করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় এবং ফলাফলভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিত করতে ব্যয়ের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণপূর্বক পূর্বে সংজ্ঞায়িত ফলাফল পরিমাপ ও যাচাই করার পরই অর্থ বিভাগের তহবিল সরবরাহ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং এবং মূল্যায়ন সিস্টেমগুলি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত ধীর অগ্রগতি সম্পন্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতায় আনার জন্য আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নিজস্ব জনবল দ্বারা নিবীড় পরীবিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও মূল্যায়ন কর্মকর্তার প্রকল্প মূল্যায়নের উপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৬. প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের ০৮/১১/২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭/২০০৮/২৫৯ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা মেনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞ জনবল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ কাঠামোতে মেধাবী কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে তদারকি সিস্টেম জোরদার করতে হবে।

৭. শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবকালীন প্রোগ্রামগুলির জাতীয় পর্যবেক্ষণ কাঠামো এবং সিস্টেম তৈরি করতে হবে। এ ধরনের প্রোগ্রামগুলি পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলের বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য প্রাথমিক শিশু বিকাশে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রশংসাপত্র দেওয়া যেতে পারে এবং তাদেরকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তাদের প্রতিবেদনগুলি এ ধরনের প্রোগ্রামের উন্নতি, বাজেট এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির সেবা প্রদানের স্বচ্ছতা ও সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনপূর্বক ই-মনিটরিং এর মাধ্যমে দ্রুত কেন্দ্রগুলি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ তৈরি এবং সেবার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য ডাটাবেইজড সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে।

৯. প্রকল্প মূল্যায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে হবে। কীভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছিল তা প্রকল্প পরিচালক ভাল জানেন তাই প্রকল্প পরিচালককে মধ্যমেয়াদি মূল্যায়নের কার্যভার দেওয়া উচিত। তারপর প্রকল্প পরিচালকের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি আইএমইডির রেফারেন্সের শর্তাদির অধীনে একটি স্বতন্ত্র তৃতীয় পক্ষ দ্বারা যাচাই করা বা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা উচিৎ। তাহলে প্রকল্প পরিচালক একদিকে যেমন মূল্যায়নের কাঠামো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং চাহিত তথ্য সম্পর্কে সজাগ থাকবেন। অন্যদিকে প্রকল্প মূল্যায়নের ফলাফলের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে শিখতে এবং খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন।

১০. গুণগত মানসম্মত শিশুর প্রারম্ভিক সেবা তৈরি এবং সরবরাহের জন্য শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, প্রারম্ভিক শিক্ষা ও মানসিক সুস্থতা প্রদানের ব্যবস্থাটি প্রকল্প সেবার উল্লেখযোগ্য ও কার্যকর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন সেক্টরের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ) মধ্যে সমন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও দায়িত্ব স্থাপন করতে হবে এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, শিশু নীতি-২০১১সহ সকল প্রযোজ্য নীতি অনুসরণ করতে হবে।

১১. শিশুদের যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ১০টি শিক্ষণীয় ও বিনোদন কর্নার যেমন: ড্রামাটিক কর্নার, মিউজিক কর্নার, ব্লক কর্নার, ক্রিয়েটিভ আর্ট কর্নার, প্লে কর্নার, ন্যাচারাল কর্নার, ফিজিক্যাল এক্টিভিটিস কর্নার, লাইব্রেরি কর্নার, পারিবারিক ফটো কর্নার, বিনোদন কর্নার থাকতে হবে। শিশুদের ঘুমের কর্নার ও ব্রেস্টফিডিং কর্নারের মত অত্যাবশ্যকীয় কর্ণারও স্থাপন করতে হবে। এছাড়া শিশুদের হাত ধোয়া ও দাঁত ব্রাশ করার জন্য শিশু উপযোগী লো-বেসিন স্থাপনসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রকে শিশু উপযোগী করতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলির অবকাঠামোগত মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। যেমন প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ৬০ জন শিশু ও ১২ জন জনবলের জন্য ন্যূনতম ৪০০০ বর্গফুট হতে সর্বোচ্চ ৬০০০ বর্গফুট আয়তনের স্পেস থাকা প্রয়োজন। এজন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের নকশা ও কারিগরি নির্দেশিকা দ্রুত তৈরি করা প্রয়োজন।

১২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের যত্ন ও সমন্বিত নীতি, ২০১৩ অনুসরণপূর্বক এবং শিশুর বিকাশের বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলির উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক নিম্নলিখিত ১২টি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে কেন্দ্রগুলি পরিচালনার সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে হবে:

- শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নির্দেশিকা;
- শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকা;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা;
- শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা নির্দেশিকা;
- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের নির্দেশিকা;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নীতি;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা এবং কারিগরি নির্দেশিকা;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা;
- শিশুর মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নির্দেশিকা;
- শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা নির্দেশিকা;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

১৩. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিবেশ শিশুদের জন্য শিক্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে গড়ে তোলার জন্য শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রমের রুটিন, সু-অভ্যাস অনুশীলনের বিভিন্ন পোস্টার, দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার খন্ড খন্ড ছবি, মাতৃদুগ্ধ পান করানোর নিয়মাবলি, শিশু অধিকারসহ শিক্ষণীয় শিশু বান্ধব বিভিন্ন পোস্টার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে দৃশ্যমান রাখতে হবে।

১৪. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবার গুণগত মান প্রকাশ করার জন্য এবং কর্মচারীরা যে অর্থপূর্ণ কিছু একটার অংশ সেটা কর্মচারীদের অনুভব করানোর জন্য ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ইউনিফর্ম ও লোগোযুক্ত এপ্রোন সরবরাহ করা প্রয়োজন। এতে তাদের কাজের টিম স্পিরিট উন্নীত হবে । এছাড়া শিশুদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য লোগোযুক্ত একই ধরনের শিশু পোশাক সরবরাহ করা প্রয়োজন।

১৫. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে শিশুর বয়স গ্রুপ এবং সে অনুযায়ী শিশু ও কর্মীর অনুপাত নির্ধারণের লক্ষ্যে চার মাস থেকে ছয় বছর বয়সের চারটি শিশু গ্রুপ ও যত্নকারীর অনুপাত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিম্নের সারণিতে সুপারিশ করা হলো।

সারণি-১২: প্রস্তাবিত শিশু গ্রুপ ও যত্নকারীর অনুপাত

বয়স গ্রুপ ও বয়সসীমা	শিশু ও কর্মীর অনুপাত	গ্রুপে সর্বাধিক সংখ্যক শিশু	কর্মীদের অনুপাত যা অবশ্যই যোগ্য কর্মী হতে হবে
প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায় (০৪ মাস - ১২মাস)	১:৩ (প্রতি ৩ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	৬	২/২
প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (১২ মাস - ৩০ মাস)	১:৫ (প্রতি ৫ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	১২	২/৩
প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (৩০ মাস - ৪৮ মাস)	১: ৮ (প্রতি ৮ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	১৮	১/৩
প্রাক প্রাথমিক স্কুল পর্যায় (০৪ বছর - ০৬ বছর)	১: ১০ (প্রতি ১০ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	২৪	১/২

১৬. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট শিশু সেবাসমূহ অব্যাহত রাখার জন্য সেবার সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন বয়স গ্রুপের শিশু সেবার চ্যালেঞ্জ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের ব্যাপ্তি ও অসুবিধা মাথায় রেখে সেবামূল্যের একটি কাঠামো কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিম্নের সারণিতে সুপারিশ করা হলো।

সারণি-১৩: প্রস্তাবিত শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক সেবামূল্য।

বয়স গ্রুপ	বয়সসীমা	এককালীন নিবন্ধন ফি	ভর্তি ফি	মাসিক ফি
প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায়	৪ মাস - ১২ মাস	১০০/-	২০০/-	২০০০/-
প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	১২ মাস - ৩০ মাস	১০০/-	৩০০/-	১৫০০/-
প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	৩০ মাস - ৪৮ মাস	১০০/-	৪০০/-	১২০০/-
প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায়	০৪ বছর - ০৬ বছর	১০০/-	৫০০/-	১০০০/-

১৭. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিকে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে বিভাজন না করে এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারীদের স্বল্প মূল্যে সেবা দেওয়ার পরিবর্তে সকল উপকারভোগীর মাসিক আয়ের উপর ভিত্তি করে সেবামূল্যের উপর ভর্তুকি সিস্টেম চালু করা যেতে পারে। এভাবে পার্থক্যযুক্ত মাসিক ফি প্রদানের ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে সকল শ্রেণী পেশার পিতা-মাতার শিশুদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে উপকারভোগীদের পেশার উপর ভিত্তি করে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীতে বিভাজন করার পরিবর্তে উপকারভোগীদের পারিবারিক মাসিক আয়ের উপর ভিত্তি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবামূল্য ও ভর্তুকির হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য একটি মাসিক সেবামূল্য ভর্তুকি কাঠামো নিম্নের সারণিতে সুপারিশ করা হলো।

সারণি-১৪: প্রস্তাবিত শিশু সেবামূল্য ভর্তুকি কাঠামো।

আর্থ সামাজিক অবস্থান	মাসিক আয়ের পরিমাণ	মাসিক সেবামূল্যেরে উপর ভর্তুকির হার
উচ্চবিত্ত	≥৭৫০০০ টাকা	নেই
উচ্চ-মধ্যবিত্ত	৫০০০০ - ৭৪৯৯৯ টাকা	নেই
মধ্যবিত্ত	৩৫০০০ - ৪৯৯৯৯ টাকা	৬৫%
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	২০০০০ - ৩৪৯৯৯ টাকা	৭৫%
নিম্নবিত্ত	৮০০০ - ১৯৯৯৯ টাকা	৮৫%
দারিদ্রসীমার নিচে	০০০ - ৭৯৯৯ টাকা	৯৫%

১৮. নীতি নির্ধারক এবং সমাজের মধ্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ইস্যু সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা, সভা, সেমিনারের আয়োজন করা প্রয়োজন। এছাড়া কর্মজীবী পিতা-মাতাকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা এবং সঠিক উপকারভোগীদের কাছে এর সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, দৈনিক পত্রিকা ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে।

১৯. প্রকল্পের আওতায় শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের উপযুক্ত ও কার্যকরী দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের কৌশল নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সেক্টরের বর্তমান সম্পদ ম্যাপিং করতে হবে যা সম্ভাব্য অংশীদারিত্বের ধারণা প্রদান করতে পারে। শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা ও যত্ন সম্পর্কিত নীতি, কর্মসুচি এবং অবকাঠামোর জন্য বিদ্যমান বিনিয়োগ চিহ্নিত করতে হবে। যেমন প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসুচি এবং স্কুলে খাবার প্রোগ্রাম রয়েছে।

২০. Economic Theory of 'Fairness' and 'Choice' ব্যবহার করে সকল শ্রেণীর কর্মজীবী নারী ও পুরুষের শিশুর প্রারম্ভিক পরিচর্যার চাহিদা নিরূপণের জন্য বিস্তৃত গবেষণা এবং জরিপ করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের স্থান, আকার ও সেবার মান নির্ধারণ করতে হবে।

২১. প্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারীদের উপর শিশু যত্নের বোঝা কমানোর লক্ষ্যে এবং প্রারম্ভিক বিকাশের পরিচর্যা বঞ্চিত শিশুদের সেবার আওতায় আনার জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রতিটি ঘর, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর পরিবারের জন্য উপজেলা, জেলা ও বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাগুলিতে পরিকল্পিত সংখ্যক স্থান বরাদ্দ এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বের সুযোগ নিয়ে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যয় পরিকল্পনা করতে হবে। এজন্য ছয় বছরের কম বয়সী শিশুর মাদের সংখ্যা এবং তাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার নির্ধারণ করতে হবে।

২২. জেন্ডার, আঞ্চলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করতে কার্যকর কৌশল হিসেবে বেশিরভাগ উপকারভোগীদের কাছে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সুবিধা পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সকল শ্রেণীর কর্মজীবী নারী ও পুরুষের শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৩. ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও সুবিধাদি অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে স্থাপিত ভবনে স্থান বরাদ্দের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান সংশোধিত ডিপিপিতে রাখা প্রয়োজন। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য ভাড়া প্রদানকারী বাড়ির মালিকদের মুনাফা লাভের আগ্রহে করা বাড়িভাড়ার চুক্তি বাতিলপূর্বক আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের স্থাপনায় স্থায়ীভাবে স্থান নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় আয়তনের স্পেস বরাদ্দ নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

২৪. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিশুরা যেন দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিচর্যার অধিকার হতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের সময় বিশেষ যত্নবান হতে হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের যথাযথ ও মানসম্পন্ন পরিচর্যা প্রদানের জন্য তাদের প্রতিবন্ধীতার ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচর্যাকর্মীদের পদসৃজন ও তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, এ ধরনের শিশুদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে কী ধরনের মাইল ফলক আশা করা যায় এবং বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের প্রয়োজনীয়তা কী, এ ধরনের

শিশুদের মানসম্পন্ন যত্ন প্রদানের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচর্যাকর্মীদের জ্ঞান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরিপূর্বক পরিচর্যাকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী ও ক্ষমতায়ন করতে হবে যাতে তারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের যত্ন নিতে সক্ষম হয়।

২৫. ভবিষ্যতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্পর্কিত প্রকল্প তৈরির সময় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের জনবল কাঠামোতে ডে-কেয়ার অফিসার, স্বাস্থ্য শিক্ষক, শিক্ষক এবং পরিচর্যাকারীসহ অন্যান্য সকল পদের কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। যেমন

- ডে-কেয়ার অফিসার পদের নির্ধারিত যোগ্যতা হবে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ৭টি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু যথা মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্ব; প্রশাসনিক দক্ষতা; শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের আর্থিক পরিকল্পনা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা; শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা; শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রারম্ভিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন; পিতা-মাতা,পরিবার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে পেশাগত যোগাযোগের ভাষা ও কৌশল; এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তত্ত্বাবধানকারীর জন্য নীতি এবং পদ্ধতির সমন্বয়ে সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করতে হবে যা তাদেরকে তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সমন্বিত প্রারম্ভিক শিশু যত্ন ও ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রস্তুত করবে।

- স্বাস্থ্য শিক্ষক পদের নির্ধারিত যোগ্যতা “বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ” (The State Medical Faculty of Bangladesh) কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে ০৩ বছর/০৪ বছর মেয়াদি মেডিকেল ডিপ্লোমা অথবা “বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল” কর্তৃক অনুমোদিত ০৩ বছর/০৪ বছর মেয়াদি “ডিপ্লোমা ইন নার্সিং” কোর্স সম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য শিক্ষকদের জন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ব্যাপক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।

- শিক্ষক পদের জন্য স্নাতক ডিগ্রি**সহ** শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, জ্ঞানীয় ও ভাষা বিকাশ এবং যত্নের উপর ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকবে হবে।

- পরিচর্যাকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম HSC পাশ হতে হবে এবং শিশুর বয়স গ্রুপভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে যেন শিশুদের বিকাশের সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী তারা সেবা প্রদানে সক্ষম হয়। প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায় ও প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়ের শিশুদের নিবিড় পরিচর্যায় সম্পৃক্ত পরিচর্যাকারীদের আকর্ষণীয় বেতন হতে হবে কারণ উক্ত বয়স গ্রুপের শিশুদের পরিচর্যা করা কষ্টসাধ্য।

- ৪র্থ শ্রেণীর সকল কর্মচারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম HSC পাশ হতে হবে। পাশাপাশি শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মীদের Criminal Record চেক করতে হবে এবং তাদের Immunization Record ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ থাকতে হবে।

- ডে-কেয়ার অফিসার, স্বাস্থ্য শিক্ষক ও শিক্ষকসহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ৪র্থ শ্রেণীর সকল কর্মীদের CPR প্রদানের প্রশিক্ষণসহ First Aid Certification গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক কর্মীর সেবা প্রদানের ব্যাপ্তি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ১২ টি নির্দেশিকার উপর ২ মাস থেকে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করতে হবে।

২৬. ডে-কেয়ার অফিসার, স্বাস্থ্য শিক্ষক ও শিক্ষকসহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ৪র্থ শ্রেণীর সকল কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল দ্রুত তৈরি করতে হবে।

২৭. এই সেক্টরে মানবসম্পদ তৈরির জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে ১ বছর মেয়াদি Early Childhood Development and Education এর উপর Diploma এবং ৬ মাস মেয়াদি Early Childcare Management Certificate Course সহ স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৮. শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সেক্টরটিকে পেশাদারিকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একটি 'Regulatory School of Early Childhood Education' স্থাপনের মাধ্যমে পরিকল্পিত সংখ্যক Early Childhood Educator তৈরি করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও যত্ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে Early Childhood Education সনদ অর্জনে ক্রেডিট প্রাপ্তির সিস্টেম চালু করতে হবে। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি পরিকল্পিত সংখ্যক পরিচর্যাকারীর চাকরি তৈরির লক্ষ্যে দেশব্যাপী গৃহকর্মীদের সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে তাদের শিশু যত্নের দক্ষতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

২৯. প্রকল্পের আউটপুট টেকসই করার জন্য প্রতিষ্ঠিত জনবল ধরে রাখার নীতি জোরদার করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় জনবলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োগবিধিসহ সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত তৈরি করতে হবে। বেতন কাঠামো অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে, সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য সকল ছুটির সুবিধা থাকতে হবে এবং অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য যথোপযুক্ত বেতন নির্ধারণ করতে হবে। শতভাগ নারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা অবস্থায় বিকল্প কর্মচারীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে না নিয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান সম্পন্ন জনবল সরাসরি নিয়োগ দিতে হবে। এজন্য সকল জনবলকে সরাসরি নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে নিম্নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর একটি রূপরেখা কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হলো যা ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠায় রক্ষিত।

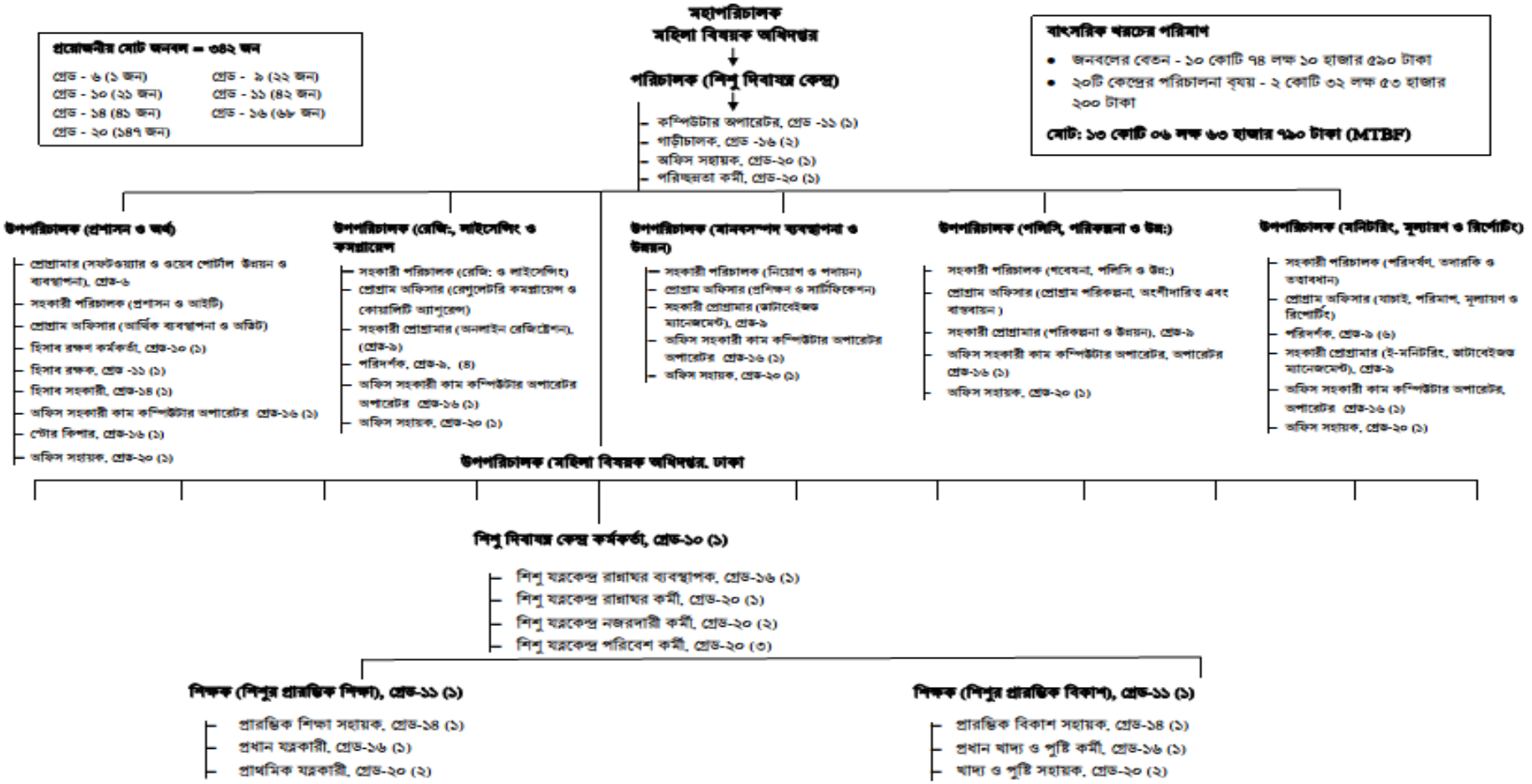
প্রয়োজনীয় মোট জনবল = ৩৪২ জন
গ্রেড - ৬ (১ জন)
গ্রেড - ১০ (২১ জন)
গ্রেড - ১৪ (৪১ জন)
গ্রেড - ২০ (১৪৭ জন)
গ্রেড - ৯ (২২ জন)
গ্রেড - ১১ (৪২ জন)
গ্রেড - ১৬ (৬৮ জন)
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
পরিচালক (শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র)
কম্পিউটার অপারেটর, গ্রেড -১১ (১)
গাড়ীচালক, গ্রেড -১৬ (২)
অফিস সহায়ক, গ্রেড-২০ (১)
পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গ্রেড-২০ (১)
বাৎসরিক খরচের পরিমাণ
জনবলের বেতন - ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার ৫৯০ টাকা
২০টি কেন্দ্রের পরিচালনা বৃষয় - ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার ২০০ টাকা
মোট: ১৩ কোটি ০৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৯০ টাকা (MTBF)
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রোগ্রামার (সফটওয়্যার ও ওয়েব পোর্টাল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), গ্রেড-৬
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও আইটি)
প্রোগ্রাম অফিসার (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গ্রেড-১০ (১)
হিসাব রক্ষক, গ্রেড -১১ (১)
হিসাব সহকারী, গ্রেড-১৪ (১)
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর গ্রেড-১৬ (১)
স্টোর কিপার, গ্রেড-১৬ (১)
অফিস সহায়ক, গ্রেড-২০ (১)
উপপরিচালক (রেজি:, লাইসেন্সিং ও কনগ্রায়েন্স
সহকারী পরিচালক (রেজি: ও লাইসেন্সিং)
প্রোগ্রাম অফিসার (রেগুলেটরি কনগ্রায়েন্স ও কোয়ালিটি অ্যাশুরেন্স)
সহকারী প্রোগ্রামার (অনলাইন রেজিস্ট্রেশন), (গ্রেড-৯)
পরিদর্শক, গ্রেড-৯, (৪)
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর অপারেটর গ্রেড-১৬ (১)
অফিস সহায়ক, গ্রেড-২০ (১)
উপপরিচালক (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন)
সহকারী পরিচালক (নিয়োগ ও পদায়ন)
প্রোগ্রাম অফিসার (প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন)
সহকারী প্রোগ্রামার (ক্লাউডবেইজড ম্যানেজমেন্ট), গ্রেড-৯
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর অপারেটর গ্রেড-১৬ (১)
অফিস সহায়ক, গ্রেড-২০ (১)
উপপরিচালক (পলিসি, পরিকল্পনা ও উন্ন:)
সহকারী পরিচালক (গবেষনা, পলিসি ও উন্ন:)
প্রোগ্রাম অফিসার (প্রোগ্রাম পরিকল্পনা, অংশীদারিত্ব এবং বাস্তবায়ন)
সহকারী প্রোগ্রামার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), গ্রেড-৯
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, অপারেটর গ্রেড-১৬ (১)
অফিস সহায়ক, গ্রেড-২০ (১)
উপপরিচালক (মনিটরিং, মূল্যায়ণ ও রিপোর্টিং)
সহকারী পরিচালক (পরিবর্বণ, তথ্যাবকি ও তত্ত্বাবধান)
প্রোগ্রাম অফিসার (যাচাই, পরিমাপ, মূল্যায়ণ ও রিপোর্টিং)
পরিদর্শক, গ্রেড-৯ (৬)
সহকারী প্রোগ্রামার (ই-মনিটরিং, ক্লাউডবেইজড ম্যানেজমেন্ট), গ্রেড-৯
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, অপারেটর গ্রেড-১৬ (১)
অফিস সহায়ক, গ্রেড-২০ (১)
উপপরিচালক (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র কর্মকর্তা, গ্রেড-১০ (১)
শিশু যত্নকেন্দ্র রান্নাঘর ব্যবস্থাপক, গ্রেড-১৬ (১)
শিশু যত্নকেন্দ্র রান্নাঘর কর্মী, গ্রেড-২০ (১)
শিশু যত্নকেন্দ্র নজরদারী কর্মী, গ্রেড-২০ (২)
শিশু যত্নকেন্দ্র পরিবেশ কর্মী, গ্রেড-২০ (৩)
শিক্ষক (শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা), গ্রেড-১১ (১)
প্রারম্ভিক শিক্ষা সহায়ক, গ্রেড-১৪ (১)
প্রধান যত্নকারী, গ্রেড-১৬ (১)
প্রাথমিক যত্নকারী, গ্রেড-২০ (২)
শিক্ষক (শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ), গ্রেড-১১ (১)
প্রারম্ভিক বিকাশ সহায়ক, গ্রেড-১৪ (১)
প্রধান খাদ্য ও পুষ্টি কর্মী, গ্রেড-১৬ (১)
খাদ্য ও পুষ্টি সহায়ক, গ্রেড-২০ (২)

উপ-মানদণ্ড মূল্যায়নের স্তর ও রেটিং মান **পরিশিষ্ট -'ক'**

প্রাসঙ্গিকতা মানদণ্ড মূল্যায়নের উপ-মানদণ্ড	উপ-মানদণ্ড মূল্যায়নের স্তর	স্তরের বর্ণনা	রেটিংয়ের মান
▪ সংবিধান ▪ নারী নীতি ▪ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ ▪ শিশু অধিকার সনদ-১৯৮৯ ▪ ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ▪ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৪.২	অত্যন্ত সন্তোষজনক	প্রকল্প গ্রহণে সকল নীতি সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয়েছিল এবং কোন অসামঞ্জস্যতা নেই।	৫
	সন্তোষজনক	ছোটখাটো অসামঞ্জস্যতার সাথে প্রকল্প গ্রহণে সকল নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল।	৪
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক	কিছু অসামঞ্জস্যতার সাথে নীতিগুলি প্রকল্প গ্রহণে আংশিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল।	৩
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসন্তোষজনক	প্রকল্প গ্রহণে একাধিক উল্লেখযোগ্য নীতি অনুসরণ করা হয়নি।	২
	অসন্তোষজনক	প্রকল্প গ্রহণে বেশিরভাগ নীতিগুলি অনুসরণ করা হয়নি এবং বড় ধরনের অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।	১
	অত্যন্ত অসন্তোষজনক	নীতিগুলির কোনটিই অনুসরণ করা হয়নি এবং প্রকল্প গ্রহণে গুরুতর অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।	০

দক্ষতা মানদণ্ড মূল্যায়নের উপ-মানদণ্ড	উপ-মানদণ্ড মূল্যায়নের স্তর	স্তরের বর্ণনা	রেটিংয়ের মান
▪ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ▪ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দক্ষতা ▪ লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট এবং ফলাফলের অর্জন ▪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ▪ তদারকী ▪ শিশু নীতি ▪ শ্রম নীতি	অত্যন্ত সন্তোষজনক	কোন রকম ত্রুটি ছাড়াই সকল উপ-মানদণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা, নিয়মাবলী এবং শৃঙ্খলা মেনে চলেছে।	৫
	সন্তোষজনক	ছোটখাটো ত্রুটিগুলির সাথে সকল উপ-মানদণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা, নিয়মাবলী এবং শৃঙ্খলা মেনে চলেছে।	৪
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক	কিছু ত্রুটির সাথে উপ-মানদণ্ডগুলি আংশিকভাবে প্রত্যাশা, নিয়মাবলী এবং শৃঙ্খলা মেনে চলেছে।	৩
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসন্তোষজনক	একাধিক উপ-মানদণ্ড উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলির সাথে প্রত্যাশা, নিয়মাবলী এবং শৃঙ্খলা মেনে চলেছে।	২
	অসন্তোষজনক	বেশিরভাগ উপ-মানদণ্ড প্রত্যাশা, নিয়মাবলী এবং শৃঙ্খলা মেনে চলেনি এবং বড় ধরনের ত্রুটি রয়েছে।	১
	অত্যন্ত অসন্তোষজনক	উপ-মানদণ্ডগুলির কোনটিই প্রত্যাশা, নিয়মাবলী এবং শৃঙ্খলা মেনে চলেনি এবং গুরুতর ত্রুটি রয়েছে।	০

কার্যকারিতা মানদণ্ড মূল্যায়নের উপ-মানদণ্ড	উপ-মানদণ্ড মূল্যায়নের স্তর	স্তরের বর্ণনা	রেটিংয়ের মান
কাঠামোগত মান ▪ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবস্থান, আয়তন ও কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সু-নকশাকৃত সজ্জা ▪ কেন্দ্রের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বিভাজন ▪ শিশু নির্বাচন ও ভর্তি, শিশুর বয়স গ্রুপ ও গ্রুপের আকার, শিশু ও যত্নকারীদের অনুপাত ▪ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ১২ সদস্য বিশিষ্ট টিমের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা **সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার মান** ▪ সাধারণ যত্ন ▪ শিক্ষা ▪ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ▪ খাদ্য ও পুষ্টি ▪ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ	অত্যন্ত সন্তোষজনক	সকল উপ-মানদণ্ডের সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণকারী প্রবিধান রয়েছে এবং সে অনুযায়ী কোন রকম ত্রুটি ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা অর্জন করেছে।	৫
	সন্তোষজনক	সকল উপ-মানদণ্ডের সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণকারী প্রবিধান রয়েছে এবং সে অনুযায়ী ছোটখাটো ত্রুটিগুলির সাথে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা অর্জন করেছে।	৪
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক	সকল উপ-মানদণ্ডের কিছু মান নির্ধারণকারী প্রবিধান রয়েছে এবং কিছু ত্রুটিগুলির সাথে উপ-মানদণ্ডগুলি আংশিকভাবে প্রত্যাশা অর্জন করেছে।	৩
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসন্তোষজনক	একাধিক উপ-মানদণ্ডের সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণকারী প্রবিধান নেই এবং উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলির সাথে প্রত্যাশা অর্জন করা হয়েছে।	২

প্রভাব মানদন্ড মূল্যায়নের উপ-মানদন্ড	উপ-মানদন্ড মূল্যায়নের স্তর	স্তরের বর্ণনা	রেটিংয়ের মান
▪ নারী ও শিশু ▪ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন ▪ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা ▪ জেন্ডার বৈষম্য ▪ আঞ্চলিক বৈষম্য ▪ আর্থ-সামাজিক বৈষম্য	অত্যন্ত সন্তোষজনক	সকল উপ-মানদন্ডগুলির উপর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং কোনরকম ত্রুটি ছাড়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা পূরণ করা হয়েছে।	৫
	সন্তোষজনক	সকল উপ-মানদন্ডগুলির উপর ছোটখাটো নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং ছোটখাটো ত্রুটিগুলির সাথে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা পূরণ করা হয়েছে।	৪
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক	সকল উপ-মানদন্ডগুলির উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং কিছু ত্রুটির সাথে আংশিকভাবে প্রত্যাশা পূরণ করা হয়েছে।	৩
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসন্তোষজনক	একাধিক উপ-মানদন্ডগুলির উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলির সাথে প্রত্যাশা অপূরণ রয়েছে।	২
	অসন্তোষজনক	বেশিরভাগ উপ-মানদন্ডগুলির উপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং বড় ধরনের ত্রুটির সাথে বেশিরভাগ প্রত্যাশা অপূরণ রয়েছে।	১
	অত্যন্ত অসন্তোষজনক	উপ-মানদন্ডগুলির উপর কোন ইতিবাচক প্রভাব নেই এবং প্রত্যাশা অর্জনে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে।	০

টেকসই মানদন্ড মূল্যায়নের উপ-মানদন্ড	উপ-মানদন্ড মূল্যায়নের স্তর	স্তরের বর্ণনা	রেটিংয়ের মান
▪ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠমো ও প্রয়োজনীয় জনবলের রক্ষণাবেক্ষণ ▪ গুণগত সেবা সরবরাহ ও কার্যকর সেবার চাহিদা। ▪ ২০টি কেন্দ্রের স্থায়ী স্থাপনা ও সরকারি মালিকানা ▪ দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা এবং মূলধন খাতের পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	অত্যন্ত সন্তোষজনক	কোনরকম ত্রুটি ছাড়াই টেকসই উপ-মানদন্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা হয়েছে।	৫
	সন্তোষজনক	ছোটখাটো ত্রুটিগুলির সাথে উপ-মানদন্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা হয়েছে।	৪
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক	কিছু ত্রুটিগুলির সাথে উপ-মানদন্ডগুলি আংশিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।	৩
	বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসন্তোষজনক	উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলির সাথে একাধিক উপ-মানদন্ড অনিশ্চিত রয়ে গেছে যা টেকসই অর্জনের অন্তরায়।	২
	অসন্তোষজনক	বেশিরভাগ উপ-মানদন্ডগুলি নিশ্চিত করা হয়নি এবং টেকসই অর্জনে বড় ধরনের ত্রুটি রয়েছে।	১
	অত্যন্ত অসন্তোষজনক	উপ-মানদন্ডগুলি কোনটিই নিশ্চিত করা হয়নি এবং টেকসই অর্জনে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে।	০

প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত কার্যক্রম অনুযায়ী প্রকল্প অফিসের নেতৃত্ব মূল্যায়ন প্রশ্নমালা **পরিশিষ্ট-'খ'**

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নাম-------

ক্রমিক		প্রশ্ন	জবাব	মন্তব্য
১।		শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য কোন নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?		
২।	২.১	ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা, শিশুর মাসিক উপস্থিতির সংখ্যা, মাসিক খাদ্যের বিল, শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক চাঁদা ইত্যাদির সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণের বাধ্যবাধকতা ছিল কিনা?		
	২.২	প্রকল্প অফিস থেকে এ ধরনের তথ্য চাওয়া হয়েছিল কিনা?		
৩।	৩.১	শিশু, প্রি-স্কুল ও প্লে এই তিনটি গ্রুপে শিশুদেরকে বিভক্ত করে "শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ" এর পাঠ্যক্রম ব্যবহার করে সপ্তাহে ৫দিন প্রতিদিন ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট করে পাঠদান করা হয়েছিল কিনা?		
	৩.২	শিশুদের পাঠদানের বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল কিনা?		
৪।	৪.১	বয়সগ্রুপ অনুযায়ী সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা তৈরি করে শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করা হয়েছিল কিনা?		
	৪.২	এবিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল কিনা?		
৫।	৫.১	বিনোদনের জন্য শিশুদের শিশু পার্ক, খেলার মাঠ এবং জাদুঘরে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা?		
	৫.২	এবিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং বাজেট দেওয়া হয়েছিল কিনা?		
৬।	৬.১	দুই মাস পরপর প্রতিটি শিশুর ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ করে গ্রোথ মনিটরিং চার্ট ও কার্ড সংরক্ষণ করা হয়েছিল কিনা?		
	৬.২	এবিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল কিনা?		
৭।	৭.১	শুধু কর্মজীবী মহিলাদের শিশু ভর্তি করা হয়েছিল কিনা?		
	৭.২	ভর্তির সময় কর্মজীবী নারীর চাকুরির প্রত্যয়নপত্র এবং মাসিক আয়ের তথ্য সঠিকভাবে নেওয়া হয়েছিল কিনা?		
	৭.৩	এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল কিনা?		
৮।	৮.১	শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ উন্নীতকরণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা?		
	৮.২	এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল কিনা?		
৯।	৯.১	শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা যেমন শিশুদের টিকাদানের সুযোগ, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো এবং কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়েছিল কিনা?		
	৯.২	এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল কিনা?		
১০।	১০.১	শিশু অনুপস্থিত থাকলে তাকে ড্রপ-আউট করে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিশু ভর্তি করা হয়েছিল কিনা?		
	১০.২	এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল কিনা?		
১১।	১১.১	প্রকল্প অফিস থেকে স্বাস্থ্য কার্ডের কোন নমুনা সরবরাহ করা হয়েছিল কিনা?		
	১১.২	উত্তর হ্যাঁ হলে সে অনুযায়ী কেন্দ্রে প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্য কার্ড সংরক্ষণ করা হয়েছিল কিনা?		
	১১.৩	এ বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল কিনা?		
১২।	১২.১	যত্নশীলরা শিশুর বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে প্রস্তুত ছিল কিনা?		
	১২.২	উত্তর 'না' হলে সেবাপ্রদানে যত্নশীলদের কী ধরনের ঘাটতি ছিল?		
১৩।	১৩.১	শিশুদের পুষ্টি ও পাঠদানসহ শিশু বিকাশের প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবাসমূহ প্রদানে স্বাস্থ্য শিক্ষিকা ও শিক্ষিকার প্রাসঙ্গিক জ্ঞান পর্যাপ্ত ছিল কিনা?		
	১৩.২	স্বাস্থ্য শিক্ষিকা, শিক্ষিকা ও যত্নশীলদের আরও অধিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা?		
	১৩.৩	প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রকল্প অফিসে কখনও চাহিদা দেওয়া হয়েছিল কিনা?		
১৪।	১৪.১	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কাজ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা?		
	১৪.২	কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা রয়েছে কিনা? (বিশুদ্ধ পানীয় ও নিরাপদ পয়:নিষ্কাশন)		
১৫।	১৫.১	ডে-কেয়ার অফিসারদের একমাসব্যাপী প্রশিক্ষণ উপরে বর্ণিত বিষয়াবলি সম্পাদনে কতটুকু সহায়তা করেছে?		
	১৫.২	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা?		
	১৫.৩	উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন?		

ডে-কেয়ার অফিসারের নাম-------

স্বাক্ষর ও তারিখ-----

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রগুলির অবকাঠামোগত মান মূল্যায়নের প্রশ্নমালা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নাম :
ডে-কেয়ার অফিসারের নাম :
স্বাক্ষর ও তারিখ :

বিষয়বস্তু		৬০ জন শিশু ও ১২ জন স্টাফের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রের বাড়ি নির্বাচনের মানদণ্ড	উত্তর	উদ্বেগের কোন কারণ নেই	উদ্বেগের কারণ রয়েছে	গৃহীত ব্যবস্থা	পরবর্তী করণীয়
১. কেন্দ্রের অবস্থান	১.১	কেন্দ্রটি ডিপিপিতে বর্ণিত এলাকায় অবস্থিত।					
	১.২	কেন্দ্রের সামনে আনুমানিক ৩০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা রয়েছে।					
	১.৩	কেন্দ্রটি ১ম অথবা ২য় তলায় অবস্থিত।					
	১.৪	কেন্দ্রে শিশু আনা নেওয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল।					
২. কেন্দ্রের আয়তন	২.১	৩০০০-৪০০০ বর্গফুট আয়তনের মধ্যে রয়েছে।					
৩. বিল্ডিংয়ের প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ	৩.১	কেন্দ্রটি ২য় তলার উপরে অবস্থিত হলে প্রয়োজনীয় ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ডেডিকেটেড লিফট রয়েছে যা জনসাধারণের জন্য শেয়ার করা হয়না।					
	৩.২	২য় তলায় উঠার সিঁড়ি প্রশস্ত রয়েছে।					
	৩.৩	কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৪	কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৫	কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের (সরকারি/জেনারেটর) ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৬	কেন্দ্রের বর্জ্য অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৭	কেন্দ্রে প্রাকৃতিক আলো বাতাস প্রবেশের জন্য পর্যাপ্ত জানালা রয়েছে।					
	৩.৮	সিটিজেন চার্টার কেন্দ্রের বাহিরে দৃশ্যমান রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.৯	ওয়াল আর্দ্রতা প্রতিরোধী, শুষ্ক এবং সহজেই ধুলোকনা মুক্ত রাখা যায় ও দাগ মুছে ফেলা যায়।					
	৩.১০	ওয়াল কংক্রিটের এবং হার্ডওয়্যার সহজে ইন্সটল, ঝুলানো এবং সরানো যায়।					
	৩.১১	মেঝে আর্দ্রতা প্রতিরোধী, সহজেই পরিষ্কার এবং জীবানুমুক্ত করা যায় ও ভেজা অবস্থায় পিচ্ছিল হয়না।					
	৩.১২	সিলিং আর্দ্রতা প্রতিরোধী এবং সহজেই পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা যায়।					
	৩.১৩	জানালা-দরজার হার্ডওয়্যারসমূহ সহজেই পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা যায়।					
	৩.১৪	আসবাবপত্র ও খেলনাসামগ্রী প্রবেশের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত দরজা রয়েছে।					
	৩.১৫	কেন্দ্রের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা অথবা এসির ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৩.১৬	প্রয়োজনীয় পরিমাণ লাইট পয়েন্ট, ফ্যান পয়েন্ট এবং সকেট পয়েন্টসহ বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আউটলেট রয়েছে।					
৪. নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	৪.১	কেন্দ্রে প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৪.২	কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য কলাপসিবল গেইট রয়েছে।					
	৪.৩	কেন্দ্রে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৪.৪	কেন্দ্রের সিঁড়ি হ্যান্ড রেলিং দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে।					
	৪.৫	বারান্দা গ্রীল দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে।					
	৪.৬	গ্যাস সিলিন্ডার শিশুদের নাগালের বাইরে রয়েছে।					
৫. কক্ষ বিন্যাসের পরিকল্পনা	৫.১	প্রবেশ অঞ্চলে শিশু পিক-আপ ও ড্রপ-অফ এর জন্য এবং অভিভাবকের অপেক্ষমাণ জায়গা রয়েছে।					
	৫.২	কেন্দ্রের মোট রুম ও টয়লেটের সংখ্যা।					
	৫.৩	ডে-কেয়ার অফিসার ও শিক্ষিকাদের জন্য আলাদা অফিস কক্ষ রয়েছে এবং সেখান থেকে সহজেই কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম তদারকি করা যায়।					
	৫.৪	শিশুদের ঘুমের জন্য আলাদা কক্ষ বরাদ্দ রয়েছে।					
	৫.৫	শিশুদের পড়া লেখার জন্য আলাদা কক্ষ বরাদ্দ রয়েছে।					
	৫.৬	শিশুদের ইনডোর গেমসের জন্য কমপক্ষে ৮০০ বর্গফুট উন্মুক্ত জায়গা রয়েছে।					
	৫.৭	শিশুদের পোশাক ও বিছানাপত্র লন্ড্রি ও শুকানোর ব্যবস্থা রয়েছে।					
	৫.৮	শিশুদের খাবার পরিবেশনের জন্য প্রশস্ত ডাইনিং রুম রয়েছে।					
	৫.৯	শিশু খাদ্য প্রস্তুতের জন্য কাউন্টার টপ, সিঙ্ক এবং গ্যাস বার্নারসহ স্বাস্থ্যকর রান্নাঘর রয়েছে।					
	৫.১০	শিশুর ব্যবহার উপযোগী টয়লেট ও বেসিন রয়েছে।					
	৫.১১	অফিস সরঞ্জাম, বিছানাপত্র এবং খেলনাসামগ্রী রাখার জন্য যথেষ্ট স্টোরেজ রুম রয়েছে।					
	৫.১২	ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার বা রুম রয়েছে।					
	৫.১৩	মাদার্স মিটিং এর জন্য রুম রয়েছে।					
	৫.১৪	স্টাফদের রেস্ট রুম রয়েছে।					
	৫.১৫	দারোয়ান কক্ষ রয়েছে।					

সামগ্রীক মন্তব্য:

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প **পরিশিষ্ট-'ঘ'**
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

জরিপে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্র

আমি, ..., ডে-কেয়ার অফিসার হিসেবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প" এর আওতায় পরিচালিত .....শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কর্মরত আছি। উক্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবার চাহিদা নিরূপণের জন্য আমি একটি জরিপ পরিচালনা করছি। এই জরিপে আপনাকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।

এ জরিপের মূল লক্ষ্য হলো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্পর্কে কর্মজীবী নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এধরণের সেবার প্রয়োজন তাদের রয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলগুলি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের চাহিদা বিশ্লেষণ করতে এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের আধুনিকীকরণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিতে ব্যবহৃত হবে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের কর্মক্ষম মানুষগুলো জীবিকার টানে প্রতিনিয়ত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছুটছে। ফলে একদিকে যেমন তারা যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার সৃষ্টি করছে, অন্য দিকে শিশুদের দেখাশোনার জন্য পরিবারের বয়স্ক লোকদের হারাচ্ছে। বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে একজন কর্মজীবী নারীর পক্ষে শিশুর লালন পালন সহ কর্মস্থলে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ স্থায়ীভাবে গৃহকর্মী পাওয়া যায় না। আবার পাওয়া গেলেও অধিকাংশ গৃহকর্মী নিরক্ষর হওয়ায় এবং শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় শিশুর আচরণ বিপর্যস্থ হতে পারে বিধায় অনেক কর্মক্ষম নারী কাজ করতে আগ্রহবোধ করেন না বা কর্মক্ষেত্র থেকে অব্যাহতি নিতে চান।

কর্মজীবী নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের শিশুর উপযুক্ত প্রারম্ভিক বিকাশের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্কটিকে উপলব্ধি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প পরিচালনা করছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাসহ ই-মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মজীবী নারীদের ৪ (চার) মাস থেকে ৬ (ছয়) বছর বয়সী শিশুকে সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৬:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়:

- শিশুর দিবাকালীন যত্ন
- সুষম খাবার
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা
- প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা
- শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডে-কেয়ার অফিসার, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা, শিক্ষিকা ও পর্যাপ্ত সংখ্যক কেয়ার গিভারসহ ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা টিম দ্বারা উপযুক্ত তদারকির মাধ্যমে প্রতিটি কেন্দ্রে ৬০ জন শিশুর দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মধ্যে এটি একটি অন্যতম কেন্দ্র।

সরকারের এই উদ্যোগকে সফল করতে সংযুক্ত জরিপ প্রশ্নমালার উত্তর দিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। জরিপ প্রশ্নমালাটি পূরণ করতে আপনার মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগবে।

শুভেচ্ছান্তে,
ডে-কেয়ার অফিসার,

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র,----------।

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

জরিপ প্রশ্নমালা

১. আপনার ৪ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী কোন শিশু আছে?

- ☐ হ্যাঁ
- ☐ না

হ্যাঁ হলে,
(ক) ৬ বছরের নিচে শিশুর সংখ্যা: ..... জন

২. আপনি কর্মস্থলে থাকাকালীন আপনার ৬ বছরের নিচের শিশু কার কাছে থাকে? **(√ চিহ্ন দিন)**

- ☐ পরিবারের বয়স্ক কারো কাছে (দাদা-দাদী, নানা-নানী)
- ☐ নিকট আত্মীয়ের কাছে
- ☐ সাথে নিয়ে যান
- ☐ ঘরে একা থাকে
- ☐ গৃহপরিচারিকার কাছে থাকে

৩. আপনি কর্মস্থলে থাকা অবস্থায় শিশুর নিম্নলিখিত কোন কোন সমস্যা দেখা দেয়? **(√ চিহ্ন দিন,** একাধিক সমস্যা চিহ্নিত করা যেতে পারে):

- ☐ নিয়মিত গোসল না হওয়া;
- ☐ সময়মতো প্রয়োজনীয় খাবার না খাওয়া;
- ☐ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না হওয়া;
- ☐ সময়মতো ঘুম না হওয়া;
- ☐ ভালো আচরণ না শেখা;
- ☐ প্রারম্ভিক শিক্ষা না পাওয়া;
- ☐ অসামাজিক মনোভাব

৪. আপনার শিশুর জন্য গৃহ পরিচারিকা রাখলে তাকে মাসে কত টাকা দিতে হয়? **(√ চিহ্ন দিন)**

- ☐ ২০০০/-
- ☐ ১৫০০/-
- ☐ ১২০০/-
- ☐ ১০০০/-
- ☐ এর অধিক বা কম হলে টাকার পরিমাণ উল্লেখ করুন.....
- ☐ প্রজোয্য নয়

৫. গৃহ পরিচারিকা কি আপনার শিশুর জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ?

- ☐ হ্যাঁ
- ☐ না

উত্তর 'না' হলে গৃহ পরিচারিকার কাছে শিশুকে রাখলে কি কি সমস্যা তৈরি হয়? .....

৬. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্পর্কে সূচনাতে বর্ণিত আমাদের সেবাসমূহ আপনি বুঝতে পেরেছেন কিনা?

- ☐ হ্যাঁ
- ☐ না

৭. আপনি কি সাশ্রয়ী মূল্যে সরকারি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে আপনার শিশুর নিম্নলিখিত সেবাসমূহ পেতে ইচ্ছুক?

- দিবাকালীন যত্ন
- সুষম খাবার
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা
- প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা
- শারীরিক ও মানসিক বিকাশ।

☐ হ্যাঁ
☐ না

হ্যাঁ হলে নিম্নবর্ণিত কোন মাসিক সেবামূল্যে আপনি উপরোক্ত সেবাসমূহ পেতে ইচ্ছুক?

☐ ৫০০/-
☐ ১০০০/-
☐ ১২০০/-
☐ ১৫০০/-
☐ ২০০০/-
☐ অন্যান্য.....

৮. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা ও সেবামূল্যের বিষয়ে আপনার আরও কোন মতামত থাকলে জানাতে পারেন:
.....
.....

৯. জরিপে অংশগ্রহণকারীর তথ্য
(ক) নাম (অপশনাল).....
(খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা.....
(গ) পেশা.....
(ঘ) পদবী.....
(ঙ) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (অপশনাল).....
(চ) বেতন: **(√ চিহ্ন দিন)**

☐ ০০০০-৭৯৯৯ টাকা
☐ ৮,০০০-১৯,৯৯৯ টাকা
☐ ২০,০০০-৩৪,৯৯৯ টাকা
☐ ৩৫,০০০-৪৯,৯৯৯ টাকা
☐ ৫০,০০০ অথবা ততোধিক

(ছ) যোগাযোগের ঠিকানা:.....
(জ) ফোন নম্বর (অপশনাল): .....

উত্তরদাতার স্বাক্ষর:
তারিখ:

আপনি জরিপ প্রশ্নমালা পূরণ করে নিম্ন বর্ণিত যে কোন একটি ঠিকানায় বা ই-মেইলে প্রেরণ করতে পারেন:

১। প্রকল্প পরিচালক
২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: (pddcdwa@gmail.com)
ফোন নম্বর: ০২-৫৫১৩৮৫৪০

২। ডে-কেয়ার অফিসার:
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নাম:
ঠিকানা:
ই-মেইল:
ফোন নম্বর:

তথ্যসূত্র

১. শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯
২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৮/০৬/১৯৯৮ তারিখের নির্দেশনা
৩. সরকারি ক্রয় আইন-২০০৬
৪. সরকারি ক্রয় বিধিমালা-২০০৮
৫. সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯
৬. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১
৭. জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১
৮. শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩
৯. পরিকল্পনা বিভাগ, ২০১৬ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১০. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)
১১. উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. অর্থ বিভাগ, ২০১৫, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১৩. অর্থ বিভাগ, ২০১৮, উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১৪. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ২০১৮। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন: "নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচি", পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১৫. গাজী হোসনে আরা, ২০১৫। শিশু বিকাশ পরিচিতি : মা ও শিশু স্বাস্থ্য, ফাহিম প্রকাশনা, ঢাকা, বাংলাদেশ।
১৬. IMED, 2019. Monitoring & Evaluation Policy Study, IMED, Ministry of Planning.
১৭. IMED, 2019. Monitoring & Evaluation Guideline, on Education, Health & Nutirition, Family Welfare and Social Welfare Sector Projects of Annual Development Program. IMED, Ministry of Planning.
১৮. OECD, 2009. Guidelines for Project and Programme Evaluations. Austrian Development Agency, Evaluation Unit. https://www.oecd.org/derec/austria/AUSTRIA%20ADA%20ADC%20Guidelines.pdf
১৯. OECD. (2013). *The DAC Network on Development Evaluation – 30 years of strengthening learning in development*. OECD: Paris. Retrieved from http://www.oecd.org/dac/evaluation/Eval history booklet web.pdf
২০. OECD. DAC Evaluation Network. DAC Quality Standards for Development Evaluation. OECD. March 2010.
২১. UNDP. (2009). *HANDBOOK ON PLANNING, MONITORING AND EVALUATING FOR DEVELOPMENT RESULTS*. New York: United Nations Development Programme. Retrieved from http://www.undp.org/eo/handbook
২২. UNDP Evaluation Guidelines, Independent Evaluation Office of UNDP, New York, Jan 2019. http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/PDF/UNDP_Evaluation_Guidelines.pdf
২৩. UNICEF: Revised Evaluation Policy of UNICEF: https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Revised_Evaluation_Policy_Interactive.pdf
২৪. UNICEF, 2003. Programme Policy and Procedures Manual: Programme Operations, UNICEF, New York, Revised May 2003, pp. 109-120.
২৫. IEG–World Bank, 2007. Sourcebook for Evaluating Global and Regional Partnership Programs Indicative Principles and Standards. Washington, D.C. http://www.worldbank.org/ieg/grpp
২৬. JICA, 2004. *JICA Guideline for Project Evaluation ~ Practical Methods for Project Evaluation ~*. Japan International Cooperation Agency (JICA).
২৭. ADB, 2006. Guidelines for Preparing Performance Evaluation Reports for Public Sector Operations, Operations Evaluation Department, Asian Development Bank.

পর্যালোচনা করা ডকুমেন্টের তালিকা

১. Convention of the Rights of the Child, 1989
২. Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale, Lancet Series, 2016, http://dx.doi.org/10.1016
৩. The early years: silent emergency or unique opportunity, Lancet, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/S01406736(16)31701-9
৪. Human Capital Summit: Investing in the Early Years for Growth and Productivity, World Bank, 2016
৫. WHO, 2005. Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans, WHO, Geneva.
৬. The Canadian Institute for Advanced Research, 1999. Reversing the Real Brain Drain: Early years study.